NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ মাতৃত্বহীন মাতৃভাষা আমরা চাই না

কেমন হলো অপর্ণা-অঞ্জনের ছবি ৮

কলকাতা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ৮ ফাল্গুন ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৫১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.02.2025, Vol.18, Issue No. 251 8 Pages, Price 3.00

আত্মহত্যা নয় খুনই হয়েছেন ট্যাংরার দুই বধূ ও কিশোরী

প্রকাশ্যে ময়নাতদন্ত রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্যাংরাকাণ্ডে দে পরিবারের দুই বধূ এবং কিশোরীর মৃত্যু কী ভাবে হল, তার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে এল। দুই মহিলারই মৃত্যু হয়েছে হাত এবং গলা থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে। কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে বিষক্রিয়ায়। তার হাত এবং পা নীল হয়ে গিয়েছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে স্পষ্ট, তিন জনকেই খুন করা হয়েছে। এই রিপোর্টের জন্য বুধবার থেকে অপেক্ষা করে ছিলেন তদন্তকারীরা। এ বার তদন্তের অগ্রগতি আরও দ্রুত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, রোমি দে-র দুই হাতের কব্জির শিরা কাটা অবস্থায় ছিল। গলায় ছিল একটি মাত্র কাটা ক্ষত। ধারালো কিছু দিয়ে তাঁর গলায় বাঁ দিক থেকে ডান দিকে এক বার আঘাত করা হয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সুদেষ্ণা দে-র দুই হাতেও শিরা কাটা ছিল। গলায় ছিল একটি গভীর ক্ষত। এই আঘাতের ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ, রোমি এবং সুদেষ্ণার মৃত্যুর ধরন প্রায় একই রকম। ১৪ বছরের প্রিয়ম্বদা দে-র মৃত্যু হয়েছে খাদ্যে বিষক্রিয়ার জেরে। তার বুক, দুই পা, ঠোঁট এবং মাথার তালুতে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। কিশোরীর দুই হাত এবং পা নীল হয়ে গিয়েছিল। পেটের ভিতরেও রক্তক্ষরণ হয়েছে তার। কিশোরীর পেটে যে খাবার ছিল, তা পুরোপুরি হজম হয়নি। ওই খাবারে ছিল হলুদ এবং সাদাটে কিছু কণিকা, তাতে ওষুধের গন্ধ ছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, শেষ বার খাবার খাওয়ার তিন থেকে ছ'ঘণ্টার মধ্যে এই তিন জনের

মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সময় ময়নাতদন্তের অন্তত ৩৬ থেকে ৪৮ ঘণ্টা আগে।

উল্লেখ্য, বুধবার সকালে ট্যাংরার অতল শূর রোডের বাড়ি থেকে রোমি, সুদেষ্ণা এবং প্রিয়ম্বদার দেহ উদ্ধার করা হয়। বুধবার ভোর রাতে বাইপাসের ধারে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দে পরিবারেরই একটি গাড়ি। তাতে ছিলেন রোমি এবং সুদেষ্ণার স্বামী প্রসূন ও প্রণয় দে। ছিল তাঁদের নাবালক পুত্র প্রতীপ দে। তাঁরা তিন জনই গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রাথমিক ভাবে তাঁরা দাবি করেছিলেন, আর্থিক সমস্যার কারণে সকলে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে পিলারে ধাক্কা মারেন। রাতে খুনের মামলা রুজু হয়। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা জানিয়েছেন, এই ঘটনায় আরও অনেক তথ্য-প্রমাণ তাঁদের হাতে এসেছে। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে তা গোপন রাখা হচ্ছে।

শিন্ডেকে হুমকি ফোন

মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের গাড়ি উড়িয়ে দেওয়া হবে বলে হুমকি দিয়ে বার্তা পাঠানো হল মুম্বই পুলিশকে। বৃহস্পতিবার সকালে মুম্বইয়ের বেশ কিছু থানায় ফোন করে এবং ইমেল পাঠিয়ে এই হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন এক পুলিশ আধিকারিক। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শিন্ডের দপ্তর, বাড়িতে কড়া নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে গোরেগাঁও, জেজে মার্গ থানা এবং রাজ্যর সরকারের সদর দপ্তর 'মন্ত্রালয়'-এর কন্ট্রোল রুমে ফোন আসে। সেই ফোনে জানানো হয়, বোমা মেরে শিন্ডের গাড়ি উড়িয়ে দেওয়া হবে। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশ মনে করছে, থানায় ফোন করে 'ভুয়ো' হুমকি দেওয়া হয়েছে।

বিএসএফ-বিজিবি বৈঠক

সীমান্তে লাগাতার উস্কানি দিচ্ছে বাংলাদেশ। তালে তাল মিলিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে বিজিবি। ভারতের মাটিতেই কাঁটাতার বসাতে গিয়ে বাধা পাচ্ছে বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স)। এদিকে বিজিবির বিরুদ্ধে 'নো ম্যানস ল্যান্ডে' বাঙ্কার তৈরির অভিযোগও উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে বৈঠক করলেন বিএসএফ ও বিজিবির কর্তারা। সেখানেই সুর নরম বিজিবির (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ)। এদিকে বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁদের তরফে কখনও বিজিবিকে আক্রমণ করা হয়নি। এই ধরণের মনোভাব তাঁদের নেই।

হিরণের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস

বিধানসভায় অসত্য ভাষণ, কুৎসা, আর ঘৃণ্য ব্যক্তিগত আক্রমণের প্রথা অব্যাহত রেখেছে বিজেপি। বিরোধী দলনেতা গদ্দার অধিকারীর পর মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিধানসভাকে বিভ্রান্ত করে এবার স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়ক হিরণময় চট্টোপাধ্যায় (হিরণ)। মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অসত্য ও অবমাননাকর তথ্য বিধানসভায় পেশ করার জন্য খড়গপুরের বিধায়কের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস জমা দেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিন দ্বিতীয়ার্ধের অধিবেশনের শুরুতে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ওই স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। অধ্যক্ষ্য হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়কে বিধানসভায় আনা তার অভিযোগের সপক্ষে নথি জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে চতুর্থ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ রেখার

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি: ২৭ বছর পরে আবার দিল্লিতে ক্ষমতাসীন হল বিজেপি। বৃহস্পতিবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং তাঁর মন্ত্রিসভার ছ'জন সদস্য উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনার কাছে শপথবাক্য পাঠ করলেন রামলীলা ময়দানে। নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছেন এ বারের বিধানসভা ভোটে নয়াদিল্লি আসনে আম আদমি পার্টি (আপ)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হারানো জাঠ নেতা প্রবেশ সাহিব সিং বর্মা, জনকপুরীর বিধায়ক তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'অমিত শাহের ঘনিষ্ঠ' আশিস সুদ, প্রভাবশালী শিখ নেতা তথা রাজৌরী গার্ডেনের বিধায়ক মনজিন্দর সিং সিরসা। দলিত বিধায়ক (বওয়ানা) রবিন্দর ইন্দ্রাজ সিং, প্রাক্তন আপ মন্ত্রী তথা করাওয়াল নগরের বিধায়ক কপিল মিশ্র, বিকাশপুরীর বিধায়ক তথা পুর্বাঞ্চলীয় রাজপুত জনগোষ্ঠীর নেতা পঙ্কজ কুমার সিংও শপথ নিয়েছেন মন্ত্রী হিসাবে।

জাঠ নেতা প্রবেশের নাম মুখ্যমন্ত্রিত্বের দৌড়ে ছিল গোড়া থেকেই। তাঁর প্রয়াত পিতা সাহিব সিং বর্মা নব্বইয়ের দশকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। গোয়া বিজেপির সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত আশিস এবং প্রাক্তন অকালি দলের নেতা মনজিন্দরকে পঞ্জাবের বিধানসভা ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখেই মন্ত্রী করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। অন্যদিকে, পূর্বাঞ্চলীয় পঙ্কজকে মন্ত্রী করার নেপথ্যে রয়েছে চলতি বছরের বিহারের বিধানসভা ভোট। প্রসঙ্গত, সুষমা স্বরাজ, শীলা দীক্ষিত, আতিশী মারলেনার পরে দিল্লির চতুর্থ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হলেন রেখা।

প্রসঙ্গত, সাংবিধানিক বিধি অনুযায়ী, বিধানসভার বিধায়ক সংখ্যার মধ্যে মোট ১৫ শতাংশ মন্ত্রী হতে

পারেন। ৭০ সদস্যের দিল্লি বিধানসভায় রেখাকে নিয়ে ১১ জনের মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার সুযোগ আছে। ২০২০ সালে অরবিন্দ কেজরিওয়াল মন্ত্রিসভায় ছিলেন ১০ জন। প্রথম বারের বিধায়ককেই যে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করা যায়, রাজস্থানে ১৪ মাসে আগেই তা করে দেখিয়েছিলেন মোদি-শাহেরা। বেছে নিয়েছিলেন আনকোরা ভজনলাল শর্মাকে। ২৭ বছর পরে ক্ষমতা দখল করে দিল্লিতেও প্রথম বারের বিধায়ক রেখার উপরেই ভরসা রেখেছেন তাঁরা। ঘটনাচক্রে, যিনি এখনও দিল্লি পুরসভার কাউন্সিলর। শালীমার বাগ আসন থেকে প্রথম বার বিধায়ক হলেও দিল্লির পুরভোটে টানা তিন বার জিতেছেন রেখা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের পাশাপাশি বিজেপিশাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও ছিলেন মন্ত্রিসভার শপথে। ছিলেন সহযোগী টিডিপির চন্দ্রবাবু নাইডু, জনসেনার পবনকল্যাণ, এনসিপির অজিত পাওয়ার, এনপিপির কনরাড সাংমা, আপনা দলের অনুপ্রিয়া প্যাটেল, শিবসেনার একনাথ শিন্ডে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি ছিল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ প্রধান নীতীশ কুমারের।

এ ছাড়া প্রায় ৩০ হাজার আমজনতার ভিড় হয়েছিল রামলীলা ময়দানে। যাঁদের বড় অংশ 'কেজরির ভোটব্যাঙ্ক' হিসাবে পরিচিত মহিলা এবং বস্তিবাসীরা। ছিলেন বহু সংখ্যালঘুও। সূত্রের খবর, তাঁদের সংগঠিত ভাবে নিয়ে আসা হয়েছিল রামলীলায়। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তৃতীয় বার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপ প্রধান কেজরিওয়ালের শপথে আমন্ত্রণ পেয়েও এড়িয়ে গিয়েছিলেন মোদি।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লির ৭০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে বিজেপি জয়ী হয়েছিল ৪৮টিতে। মুখ্যমন্ত্রী আতিশী মারলেনা নিজে জিতলেও, টানা ১০ বছর ক্ষমতায় থাকার পর হেরে গিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ। তারা পেয়েছে মাত্র ২২টি আসন। এর ফলে দেশে একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে যাবেন কি না, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বুধবার সন্ধ্যায় সেই সম্ভাবনায় জল ঢেলে দিয়ে রেখার নাম ঘোষণা করেছিল বিজেপি। বৃহস্পতিবার রেখা শপথ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে।

নিউটাউনে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের শিলান্যাস মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্ষমতায় আসার পর থেকেই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন করেছে রাজ্য সরকার। হাসপাতালের মানোন্নয়ন করা হয়েছে। নিউটাউনে ১ হাজার ১০০ শয্যার বেসরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের শিলান্যাস করে আরও একবার উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নতুন হাসপাতালের শিলান্যাসের পাশাপাশি নিউটাউনে বাংলার হাটেরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের সময় একটি বেসরকারি সংস্থা ১ হাজার ১০০ শয্যার এই হাসপাতাল তৈরি করবে বলেই জানিয়েছিল। সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন শিলান্যাসের অনুষ্ঠানে নিজে উপস্থিত থাকবেন। মাত্র ১৩-১৪ দিনের মধ্যে বৃহস্পতিবার নিউটাউন কনভেনশন

সেন্টারের বিপরীতে হাসপাতালে শিলান্যাস। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই হাসপাতালে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। দুটি দফায় হাসপাতালের শিলান্যাস হবে। প্রথম দফায় ৫০০ এবং দ্বিতীয় দফায় ৬০০ শয্যা হবে। ক্যানসারের চিকিৎসা যেমন হবে তেমনই আবার হাসপাতালে হার্ট অপারেশনের বন্দোবস্ত থাকবে। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বন্দোবস্তও থাকবে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কমপক্ষে ১০ হাজার কর্মসংস্থান হবে হাসপাতালে। রাজ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন মমতা। বলেন, 'রাজ্যে ১৪টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে। ৪২টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল রয়েছে। ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট আগে জেলায় থাকত না। এসএনসিইউ আগে ৬টি ছিল। আমরা ৭১টি করেছি। ১৩ হাজার ৩৯২ স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করেছি। ১১৭টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান খোলা হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'সরকারের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যে বিপ্লব এনেছি। বিনামূল্যে চিকিৎসা দিই। ওষুধের ব্যবস্থা করি। আমাদের স্বাস্থ্যসাথী ৯ কোটি মানুষ পান। পরিবারের মহিলা সদস্যের নামে দেওয়া হয় স্বাস্থ্যসাথী। আমরা গর্বিত।'

'মৃত্যুকুম্ভ' শব্দের প্রতিবাদে রাজভবনে নালিশ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলার প্রতিবাদ। রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে নালিশ বিজেপি বিধায়কদের। বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে মৃত্যুকুম্ভ বাদ দেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে বলে খবর। এদিন ফের একবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা ভাষায় তোপ দাগলেন শুভেন্দু। 'মৃত্যুকুম্ভ' মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, '৪৮ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। কোনও অনুশোচনা নেই। রাজ্যপাল স্পিকারকে বলুন এক্সপাঞ্জ করতে। আমরা চাই না রেকর্ডে থাকুক। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বাংলায় এই শব্দ রেকর্ডে থাকুক আমরা চাই না।' এখানেই না থেমে তিনি আরও বলেন, 'রাজ্যপাল নিজে বলেছেন মৃত্যুঞ্জয় মহাকুম্ভ। মানে মৃত্যুকে জয় করা যেতে পারে এই কুম্ভ থেকে। এটা আমাদের মতো সনাতনীদের আস্থা। আর উনি বলছেন মৃত্যুকুম্ভ। তাই আমাদের প্রতিবাদ জারি থাকবে। সনাতন সমাজ যতদিন থাকবে ততদিন প্রতিবাদ চলবে। আমরা আমাদের ধর্মের সঙ্গে তঞ্চকতা বিগত দিনে করিনি। আমরা রেড রোডে অন্য ধর্মের প্রার্থনায় চলে যান। সেখানে বিরক্ত হন লোকেরা। কিন্তু আপনি চলে যান ভোটের জন্য। আপনার মতলব সবাই জানে।'

এখানেই না থেমে মমতার বিরুদ্ধে আক্রমণের ধার বাড়িয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, 'আমাকে ইঙ্গিত করে অনেক কথা বলেছিলেন। নতুন হিন্দু নেতা বলেছিলেন। আমি হিন্দু ধর্মীয় নেতা নই। হিন্দু নেতা শঙ্করাচার্যরা। আখড়ার যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন

তাঁরা। আমাদের রাজ্যে যেমন কার্তিক মহারাজরা রয়েছেন। এরা ধর্মীয় নেতা। আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করছেন। শুভেন্দুর সাফ দাবি, মুসলিমদের ভোটে জেতেনি বিজেপি। জয় এসেছিল সনতনীদের ভোট, জনজাতিদের ভোটে। শঙ্কর ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পালদের পাশে নিয়ে কটাক্ষের সুরেই বলেন, 'আপনি কতটা সাম্প্রদায়িক সেটা আমি নন্দীগ্রামে দেখেছি। তখন আমি নন্দীগ্রামে তাঁদের ভোট নিয়ে আপনাকে হারিয়েছি। তাই যাঁদের ভোট নিয়ে জিতেছি তাঁদের ধর্মীয় আঘাত, তাঁদের শাস্ত্রে যদি সরকার, সরকারি দল দেয় প্রতিবাদ আমরা করব। আমি তো বারেবারে বলেছি আমরা বিজেপির বিধায়করা মুসলিমদের ভোটে কেউ জিতিনি। হিন্দুদের ভোটে জিতেছি। জনজাতিরাও আমাদের ভোট দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে আমরা দায়বদ্ধ সনাতনী এবং জনজাতিদের কাছে। এটা নিয়ে সাজাসাজির বিষয় নেই।'

বসন্তের শহরে অঝোর বারিধারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীত বিদায়ের পর থেকেই বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া অফিস। সেই পূর্বাভাস মেনে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ছিল আকাশের মুখ ভার ছিল। বেলা বাড়তেই মেঘে ছেয়ে যায়। বেলা সোয়া ১১টা থেকে আকাশ কালো করে কলকাতায় নামে ঝেঁপে বৃষ্টি। সঙ্গে ছিল বজ্রবিদ্যুৎ-এর ঝলকানি। সঙ্গে দোসর ঝোড়ো হাওয়া। তবে শুধু কলকাতা নয়, সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয় পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে। সকাল থেকেই পশ্চিম বর্ধমানে মেঘলা আকাশ। সেইসঙ্গে শুরু হয় বৃষ্টিপাত। এদিকে মাঘের শেষ থেকেই দক্ষিণবঙ্গ থেকে উধাও শীত। ঠান্ডার জায়গায় অনুভূত হতে থাকে গরমের আমেজ। তার জেরে দিনের বেলায় রীতিমতো ঘাম হচ্ছিল। কিন্তু জোড়া ঘূর্ণাবর্ত এবং সক্রিয় অক্ষরেখার প্রভাবে আচমকাই হাওয়া বদল। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর আগেই জানিয়েছিল, বৃহস্পতিবার থেকে ঝেঁপে বৃষ্টি হবে কলকাতা-সহ পশ্চিমের কিছু জেলায়। বাদ পড়বে না নদিয়া, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনাও। এদিন সকাল থেকেই সেই পূর্বাভাস সত্যি করে বৃষ্টি নামে রাজ্যজুড়ে। বেলা যত বেড়েছে বৃষ্টির দাপট ততই বেড়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৭/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪৩ নং এফিডেভিট বলে Mukunda Sarker S/o. Atul Sarker ও Dr. Mukunda Sarkar S/o. A. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১০/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪০ নং এফিডেভিট বলে Tapas Kumar Ghosh S/o. Kartick Chandra Ghosh ও Tapas Kumar K Ghosh S/o. Kartick Chandra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৪৪৪ নং এফিডেভিট বলে Shyamal Ghosh S/o. Basudeb Ghosh ও Shyamal Kr. Ghosh S/o. B. Ghosh সাং পাকড়ি, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৯ নং এফিডেভিট বলে Sujay Mal S/o. Kashinath Mal ও Sujoy Mal S/o. Lakshim Mal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৪৪৫ নং এফিডেভিট বলে Nilabjya Ghosh ও Nilabja Ghosh S/o. Samar Krishna Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Rashid Ahmed, son of Mubarak Ali, residing at B5, Prince Dilawarjah Lane, P.S. Garden Reach, Kolkata - 700024, do hereby solemnly declare before the 1st Class Judicial Magistrate, Sealdah, vide affidavit No. 1493 dated 11/02/2025, that My father's correct name is Mubarak Ali, but in my Indian Passport No. L8833680, it is recorded as Mohammed Ahmed and my correct date of birth is 20-06-1964. I declare that Mohammed Ahmed and Mubarak Ali are the same person.

NAME CHANGE

I, NAZIR ALI,S/O Anar Ali, residing at Vill: Paschim Simla, P.O.-Simla Durgapur, P.S.- Baduria, Dist: North 24 Parganas, Pin-743401do hereby declare that "NAZIR ALI" and "NAJIR ALI MONDAL" is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Basirhat Court, North 24 Parganas dt. 18.02.2025.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী ইন্দ্রনীল মুখার্জী, পিতা- স্বর্গীয় মিত্রদেব মুখার্জী, নিবাস- ৩৯ এ.জি.টি. রোড বালি, হাওড়া, পিন কোড- ৭১১২০১। আমি আমার পরিবার সমেত অর্থাৎ আমার মা শাশ্বতী মুখার্জী, আমার দাদা নীলাদ্রী মুখার্জী সহিত এই এ্যাপার্টমেন্টে একক উত্তরাধিকার সূত্রে বসবাস করছি। আমার দাদু শ্রী হিমাংশু মুখার্জীর মৃত্যুর পর এই এ্যাপার্টমেন্টের যাবতীয় রক্ষনাবেক্ষন করা দায়দায়িত্ব পালন করা এবং সিদ্ধান্ত আমি এবং আমার পরিবার পালন করছি এবং ভবিষ্যতেও করব। যদি কারোর এই সংক্রান্ত কোন কিছু বক্তব্য জানানোর থাকে তাহলে আমাদের উকিলের সহিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় এসে যোগাযোগ করিবেন।

বিকাশ কুমার সিং, এ্যাডভোকেট
Howrah Judges' Court, Howrah
M- 8013799339

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো হইতেছে যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর- ২ ব্লকের জে এল নঃ ২৪৪ আড়াসীনি মৌজায় ১৭ নঃ দাগে অবস্থিত শ্রী শ্রী সিংহবাহিনী ঠাকুরানী মায়ের নামীত, মিশ্র পরিবারের যেই পারিবারিক দেবত্ব সম্পত্তিটি রয়েছে, সেটি সেবাইতগন ডিস্ট্রিক্ট জর্জ কোর্টের জে মিশ কেশ নাম্বার ৩৮/২০২২ -এর ১৪ নাম্বার অর্ডার মূলে, আবীর ভট্টাচার্য -কে সর্বমোট ০২ একর জমি বিক্রি করেছেন। এই জমির সাথে সম্পর্কিত কোনো ব্যাক্তির কোনো অভিযোগ থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে খড়্গপুর-২ ব্লকের বি.এল.আর অফিসে যোগাযোগ করুণ।

SOURAV GANGULY
Advocate
(W8/360/237/2017)
Midnapore Judges' Court
Paschim Medinipur

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

হীরন্ময় দাস, পিতা- মৃত সুবোধ দাস, সাং ও পো: গোয়ালদহ, থানা- কোতয়ালী, জেলা - নদীয়া, কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর.এস. ১৭২৯৭ দাগ, এল.আর. ২১৩৭৬ দাগের সাবেক ৯৩২৫ খতিয়ান, এল.আর. ১১৫৯৯১ খতিয়ান থেকে ১৮.৬২ শতক সম্পত্তি গত ইং ১২/০৯/২০১৮ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-58/2018 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক রতন দাস, পিতা- মৃত খীরেন্দ্র কুমার দাস, সাং- গোয়ালদহ চারাবাগান, পো: গোয়ালদহ, জেলা- নদীয়া মহাশয়ের দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ১) সঞ্জয় ধারা, পিতা- নারায়ণ চন্দ্র ধারা, ২) অনুরাধা ধারা, স্বামী- সঞ্জয় ধারা, উভয়ের সাং- হরিনাথ কুমার লেন, মানিকপাড়া, পো: কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়ার ০৯/০৬/২০২২ তারিখে A.D.S.R অফিসে ৭৯৫৫/২০২২ দলিলে আর.এস. দাগ ১৭২৯৭ এল.আর. দাগ ২১৩৭৬ সাবেক ৯৩২৫ খতিয়ান, এল.আর. ১৫৯৯১ খতিয়ান থেকে ০.৭৫ শতক বিক্রয় করিয়াছে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L.R.O কৃষ্ণনগর-১ ও A.D.S.R কৃষ্ণনগর যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী মদুসূদন নন্দী, পিতা অনিমেষ চন্দ্র নন্দী, সাং ২৫১/১, গোকুলপুর, থানা কল্যানী, জেলা নদীয়া। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি গোকুলপুর নিবাসী সুখরঞ্জন সরকারের পুত্র সনৎ সরকারের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছি। উক্ত সনৎ সরকার গোকুলপুর নিবাসী যোগেশ চন্দ্র দে মহাশয়ের পুত্রদ্বয় লক্ষীকান্ত দে ও সন্তোষ কুমার দে-র পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার গোকুলপুর নিবাসী দিলীপ রায় চৌধুরীর পুত্র অঞ্জন রায় চৌধুরী ও কাঁটাগঞ্জ নিবাসী গোপী বল্লভ রায়ের পুত্র তরুন রায়ের নিকট হইতে সম্পত্তি খরিদ করেন। উক্ত আমমোক্তর কল্যাণী সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ৩০/১০/২০০৬ তারিখের ০৪ নম্বর বহির ১৪৩ নম্বর আমমোক্তার নামা হইতেছে। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি যদি রেকর্ড করা হয় উল্লেখিত আমমোক্তারনামা দলিলের বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

-:তপশীল সম্পত্তির পরিচয়:-
জেলা- নদীয়া, থানা- কল্যাণী, মৌজা-৭৩ নং, গোকুলপুর।
খতিয়ান নম্বর : এল.আর. ৭১, ৮১, ৮৯, ৩৩৮,
দাগ নম্বর: এল.আর. ১৬৬,
জমির পরিমাপ: ০২ কাঠা।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী সঞ্জিব সিং, পিতা সত্যেন্দ্র সিং, সাং ২/৬২৯, কাঁটাগঞ্জ, থানা কল্যাণী, জেলা -নদীয়া। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি যাহা আমি গয়েশপুর নিবাসী নিতাই সরকার ও গৌরাঙ্গ সরকার, উভয়ের পিতা গোপাল সরকার নিকট হইতে বিগত ইংরাজি ১৯/০৪/২০১৬ তারিখে কল্যাণী সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের ০৪ নম্বর বহির ১১৫ নম্বর আমমোক্তার দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে ব্যাঙ্গালোর নিবাসী রহিনী রায়ের পুত্র বরুন কুমার রায়ের নিকট নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি হইতে ০২ কাঠা এবং ডাঙ্গাপাড়া নিবাসী বলরাম শর্মার পুত্র সঞ্জয় কুমার শর্মার নিকট ০২ কাঠা জমি বিক্রয় করিয়াছি। তৎপর উক্ত সঞ্জয় কুমার শর্মা তাহার খরিদাকৃত ০২ কাঠা জমি শঙ্কর কুমার বসুর স্ত্রী কল্পনা বসুর নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি যদি রেকর্ড করা হয় উল্লেখিত আমমোক্তারনামা দলিলের বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

-:তপশীল সম্পত্তির পরিচয়:-
জেলা- নদীয়া, থানা- কল্যাণী, মৌজা- ৮৭ নং, গয়েশপুর।
খতিয়ান নম্বর: আর.এস. ৪৮৭, এল.আর. ১৪৬/২, ১৯৬/২, ২৩৭/১, ২৪১/১, ২৮৯/১, ৪১৩/১, ৬০৭/১, ৭২৩, **দাগ নম্বর:** আর.এস. ১১৭৩, এল.আর. ১৪৩০
জমির পরিমাপ: ৫৫ শতক,
রকম: আউশ

Public Notice

This is to inform to all the concerned that my client Nilesh Doshi son of Late Ramesh Doshi residing at 8, Heysham Road, Kolkata 700020, P.S. Bhowanipore, P.O. Elgin Road a director of Seth Mehta & Co. Pvt. Ltd came to learn that on 15th February,2025 that a bag containing the original title deeds in respect of premises no. 8, Heysham Road, Kolkata – 700020 got misplaced as such my client lodged a general dairy being G.D. No. 1374 dated 15th February, 2025 before the Bhowanipore P. S. and if any person finds the title deeds being Deed no. 3280 of 1914, Deed no. 779 of 1945, Deed no. 3383 of 1959 and Deed of Exchange no. 5901 (Primary Title Deed) of 1960, and Original Share Certificates of Seth Mehta & Co. Pvt. Ltd., please contact undersigned at mobile no. 9830547806.

Sd/-
Ayan Kumar Boral
Advocate
Date : 17th February, 2025

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা- নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগরের সিভিল জজ (সিঃ ডিঃ) ১ম আদালত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
দেওয়ানি মোকর্দ্দমা নং- ১৬/২০১৭
বাদী:-বিধুমতি ওঃ বিন্দুমতি ওঝা দিং
বনাম
বিবাদী :- বিধান বিশ্বাস দিং

এতদ্বারা এই মর্মে সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উল্লেখিত মোকর্দ্দমায় বাদীগন নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে তাহাদের স্বত্ত্ব দখলীয় অংশের যথাযথ বিভাগ বন্টন চাহিয়া উপরিল্লিখিত বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একটি বিভাগ বন্টনের মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। এমতবস্থায় সকলের জ্ঞতার্থে জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমায় পক্ষভুক্ত বিবাদীগন ব্যাতিরেকে যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগনের নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনরূপ স্বত্ত্ব, স্বামিত্ব অথবা অংশ রহিয়া থাকে সেক্ষেত্রে মহামান্য আদালতের দ্বারা ধার্য্য 17.04.2025 তারিখে সকাল ১০.৩০ ঘটিকার মধ্যে আপনি/আপনারা স্বয়ং বা আপনাদের দ্বারা নিযুক্ত উকিলবাবু মারফৎ যথাযথ দলিলপত্র প্রমানাদি সহ আদালতে উপস্থিত হইবেন। অন্যথায় মহামান্য আদালত আইন আমলে আসিবেন।

-: মোকর্দ্দমায় বর্ণিত সম্পত্তির তপশীল :-
জেলা- নদীয়া, থানা- কোতয়ালী অধীন, মৌজা- সন্ধ্যা, জে.এল. নং- ৯৭, খতিয়ান নং- আর.এস. ১৮১৮, দাগ নং- আর.এস. ৫৪৭২/৭০৭২, শ্রেণী- আউশ, পরিমান- ৪২ শতক।

আদেশানুসারে,
স্বা/- সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (সিঃ ডিঃ) ১ম আদালত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল প্রসুন মন্ডল, পিতা- শান্তিময় মন্ডল গত ইংরাজী-০৫/০২/২০২৫ তারিখ এ. ডি. এস. আর., ঝাড়গ্রাম রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২০১/২৫ নম্বর বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম থানাধীন শুয়াবাসা মৌজাস্থিত জে. এল. নং- ৩৫০, খতিয়ান নম্বর- ৭৫৬ ভুক্ত রিভিজন্যাল ও হাল দাগ নম্বর- ২০০/৩৩৩ মধ্যে ৭.৯২ ডেসিমেল ভূ-সম্পত্তি রাজেশ সোমানী (গত ইং- ০৩/১১/২০২৩ তারিখ, এ. ডি. এস. আর., ঝাড়গ্রাম রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৯৬৪/২০২৩ নম্বর আমমোক্তার মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছেন।

আমার উপরিউক্ত মক্কেল সমূহ ৭.৯২ ডেসিমেল ভূ-সম্পত্তির মিউটেশান এর জন্য বি. এল. এ্যান্ড. এল. আর. ও., ঝাড়গ্রাম অফিসে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত ভূ-সম্পত্তি মিউটেশানের বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উপযুক্ত তথ্য সহ নিজ আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় কাহারো আপত্তি নাই বলিয়া আমার মক্কেল প্রয়োজনীয় কার্যাদি করিবেন।

নিবেদন ইতি,
নীলেশ দাস,
এ্যাডভোকেট
ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত
Enrolement No- F/740/2C12
Contact No- 9635478630.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল কৃষ্ণা সাহু মন্ডল, স্বামী-প্রসুন মন্ডল গত ইংরাজী, ০৫/০২/২০২৫ তারিখ এ. ডি. এস. আর., ঝাড়গ্রাম রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২০০/২৫ নম্বর বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম থানাধীন শুয়াবাসা মৌজাস্থিত জে. এল. নং- ৩৫০, খতিয়ান নম্বর-৭৫৬ ভুক্ত রিভিজন্যাল ও হাল দাগ নম্বর- ২০০/৩৩৩ মধ্যে ০৪ ডেসিমেল ভূ-সম্পত্তি রাজেশ সোমানী (গত ইং- ০৩/১১/২০২৩ তারিখ, এ. ডি. এস. আর. ঝাড়গ্রাম রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৯৬৪/২০২৩ নম্বর আমমোক্তার মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার) মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছেন।

আমার উপরিউক্ত মক্কেল সমূহ ০৪ ডেসিমেল ভূ-সম্পত্তির মিউটেশান এর জন্য বি. এল. এ্যান্ড. এল. আর. ও., ঝাড়গ্রাম অফিসে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত ভূ-সম্পত্তি মিউটেশানের বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উপযুক্ত তথ্য সহ নিজ আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় কাহারো আপত্তি নাই বলিয়া আমার মক্কেল প্রয়োজনীয় কার্যাদি করিবেন।

নিবেদন ইতি,
নীলেশ দাস,
এ্যাডভোকেট
ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত
Enrolement No- F/740/2C12
Contact No- 9635478630.

NOTICE

My client Sri Arpan Bala son of Sri Asit Bala, residing at 46, Friends Club, Library Road, Gupti Para, P.O. GIP Colony, P.S. Jagacha, District Howrah, Pin-711112 has lost two Original Title Deeds, which were registered before i) D.S.R. at Howrah and duly recorded in Book No. 1, CD Volume No.10, Pages from 3369 to 3393, Being No.02640/2008 and ii) D.S.R. at Howrah and duly recorded in Book No, 1, CD Volume No. 20, Pages from 2486 to 2518, Deed No. 8059/2011. This matter has been informed to the O.C. Chatterjeehat P.S. on 05-02-2025 by G.D Entry vide G.D.E. No. 204. All Persons are hereby informed not to deal or carry out any transaction with anyone on the basis of the said missing Deeds. If anyone has got the said documents kindly return to my above mentioned Client at his address within 10 days from this day.

Advocate, Sukeh Kr. Samanta
Enroll No. WBF526/95, Mob: 9477486138

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম,
মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভুম-৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে ফেব্রুয়ারি। শুক্রবার, ৮ ই ফাল্গুন, শুক্র বার । শুক্লা অষ্টমী তিথি, অনুরাধা নক্ষত্র । জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা। বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ। কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর ছারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন। আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধ্য। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হাবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বৃদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ডিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। কর্মে কালো পথ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দূর্গা মায়ের নাম করুন।

(আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

হাওড়ায় গুলিবিদ্ধ পুলিশ অফিসার, আটক এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন হাওড়া: ঘোষ পাড়া পেট্রোল পাম্পের সামনে গুলিবিদ্ধ হন পুলিশ অফিসার। ওই ঘটনায় নতুন তথ্য সামনে এল। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁর বাঁ হাতে গুলি লাগে। ঘটনায় আটক হয়েছিলেন ওই আহত পুলিশ অফিসারের সঙ্গে থাকা এক মহিলা। প্রথম থেকেই প্রশ্ন উঠছিল কীভাবে গুলিবিদ্ধ হলেন ওই অফিসার। সময় যত গড়িয়েছে প্রকাশ্যে এসেছে একাধিক তথ্য। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, বান্ধবীর সঙ্গে বচসার জেরেই গুলিবিদ্ধ হয়েছেন চণ্ডীতলা থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি। ওই মহিলা এই পুলিশ আধিকারিকের বান্ধবী বলেই জানা যাচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, চণ্ডীতলা থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি জয়ন্ত পালের বান্ধবীর নাম ইতি দাম, ওরফে টিনা। তিনি আবার হাওড়ার সাঁকরাইলের বাসিন্দা। তিনি হাওড়ারই একটি পানশালার কর্মী। বেশ কয়েক মাস ধরেই চণ্ডীতলার ভারপ্রাপ্ত ওসির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে বলে খবর। এরপর গত বুধবার বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে প্রায়শই কেনাকাটা করতে যান ওসি। জানা যাচ্ছে, প্রায় ২৮ থেকে ৩০ হাজার টাকার কেনাকাটি করেন তাঁরা। সূত্রের খবর, এরপর সেই নিয়েই জয়ন্তর সঙ্গে টিনার বচসা বাধে। তারপর সেই বচসা পৌঁছয় হাতাহাতিতে। আর তারপরই গুলি চলে বলে জানা যাচ্ছে। পুলিশের নিয়ম অনুযায়ী, নিজের থানা এলাকার বাইরে বেরতে হলে নিয়ম অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই জানাতে হবে। তবে জয়ন্তবাবু তা করেননি বলেই জানা গিয়েছে। কার্যত একপ্রকার বেআইনিভাবে নিজের থানা এলাকার বাইরে গিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, সরকারি গাড়ির পরিবর্তে অন্য একটি বেসরকারি গাড়িতে পুলিশ স্টিকার লাগিয়ে এসেছিলেন হাওড়ায়। সূত্রের খবর, জয়ন্তবাবু ওই এলাকায় একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলেন। তিনি মাঝে মধ্যেই সেখানে আসতেন।

উল্লেখ্য, বুধবার রাত ১১ টায় হাওড়ার ঘোষ পাড়া পেট্রোল পাম্পের সামনে গুলিবিদ্ধ হন পুলিশ অফিসার জয়ন্ত পাল। তিনি হুগলী জেলায় কর্মরত। তাঁর হাতে গুলি লাগে। রাত এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ব্যান্টরা ও শিবপুর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় একটি গুলির খোল। তাঁকে হাওড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গাড়িটিকে আটক করার পাশাপাশি পুলিশ অফিসারের সঙ্গে থাকা মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আটক করে পুলিশ। বুধবার রাতের এই ঘটনার নিন্দা করে ভারতীয় জনতা পার্টির হাওড়া জেলা সম্পাদক প্রমোদ সিং বলেন, 'মানুষ ভাবুক কোন রাজ্যে তারা বসবাস করছে। যেখানে পুলিশের কর্তাকে গুলি করা হচ্ছে, আর পুলিশ মন্ত্রী চুপ। কোনও কথা বলছেন ন। সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়, সেটা বোঝাই যাচ্ছে।'

বাজেটের জবাবি ভাষণে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নকেই ঢাল চন্দ্রিমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামাজিক ক্ষেত্রকে অবহেলা না করেই রাজ্যের পরিকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়নকে সামনে রেখে এবারের রাজ্য বাজেট তৈরি করা হয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় দু'দিনের বাজেট বিতর্কের শেষে জবাবি ভাষণে তিনি দাবি করেন এবারের রাজ্য বাজেটের অভিমুখ দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী। কেন্দ্রীয় সরকারের লাগাতার বঞ্চনার সত্ত্বেও বাজেটে সাধারণ মানুষের জীবনকে সুগম করার পথ নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে একদিকে যেমন রাজ্য বাজেটে মূলধনী খাতে ব্যয় পূর্বতন বাম আমলের তুলনায় এবার প্রায় সাড়ে চারশ গুণ বেড়ে ৬৬ দশমিক ৬৫ কোটি টাকা হচ্ছে। তেমনি সামাজিক প্রকল্প খাতে বরাদ্দ ২০১১ সাল থেকে ১৪ গুণেরও বেশি বাড়ানো হয়েছে। নারীদের সুরক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নেও বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। রাজ্যে দুকোটি ২১ লক্ষের বেশি মানুষ লক্ষীর ভাণ্ডারে সুবিধা পাচ্ছেন। উল্লেখ্য, এর আগে বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে বিরোধী পক্ষের মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তোলেন। তিনি অভিযোগ করেন রাজ্যে নতুন একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলেও পড়ুয়ার সংখ্যা ক্রমশ কমছে। রাজ্য বাজেটে উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত হয়েছে বলে দাবি করে শংকর বাবু বলেন, যেখানে ২০২০-২১ আর্থিক বছরে রাজ্য বাজেটে উত্তরবঙ্গের জন্য ৭১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেখানে বর্তমান আর্থিক বছরের সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে করা হয়েছে ৫৩১ কোটি টাকা। আলোচনার শেষে বিধানসভায় বাজেট প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিরোধীদের সমালোচনার জবাব অর্থমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুধু আবাস যোজনা বা একশো দিনের কাজ নয়। অধিকাংশ কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্য সরকারের প্রাপ্য অর্থ কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ করে রেখেছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা নারী সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ রয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অভিযোগ করেছেন। যার অধিকাংশ রাজ্য সরকার নিজের কোষাগার থেকে অর্থ বরাদ্দ করে চালিয়ে যাচ্ছে। বিধানসভায় এদিন তিনি জানান, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন সহ স্বাস্থ্য খাতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে অর্থ দেয়নি। এক্ষেত্রে মোট বকেয়ার অঙ্ক ৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি। বঞ্চনার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে, যথারীতি ১০০ দিনের কাজ এবং গ্রামীণ আবাস যোজনা। এই দুই প্রকল্পে রাজ্যের বকেয়া যথাক্রমে ৬৯১৯ কোটি এবং ৮ হাজার ১৪০ কোটি টাকা। শহরে দরিদ্রদের বাড়ি তৈরির প্রকল্পেও ১৪৬ কোটি টাকার বেশি বকেয়া মেটায়নি কেন্দ্র। বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের প্রাপ্য ২ হাজার ৫২৪ কোটি টাকার বেশি। জল স্বপ্ন নাম দিয়ে ওই প্রকল্প নিজেদের অর্থে চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিরাট বিরাট প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্যক্ষেত্রে সেখানেও রাজ্যের প্রাপ্তি শূন্য। মহিলাদের জন্য বিশেষ আদালত তৈরি সহ একাধিক খাতে টাকা দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। একশো দিনের টাকা না পাওয়ার জন্য রাজ্যে বহু ভুয়ো জব কার্ড থাকার অভিযোগ তোলে বিরোধীরা। তাদের সেই যুক্তিখন্ডন করে অর্থমন্ত্রী জানান, ভুয়া জব কার্ডের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে উত্তর প্রদেশ। সেখানে প্রায় ৯০ লক্ষ ভুয়ো জব কার্ড মিলেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশের মত বিজেপি শাসিত রাজ্যের ৩৪ লক্ষ, ৩২ লক্ষ ভুয়ো জব কার্ডের সন্ধান মিলেছে। অথচ ওইসব রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করা হয়নি। বঞ্চিত হয়েছে শুধু বাংলা।

একইসঙ্গে, রাজ্যের ঋণ প্রসঙ্গে বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিলেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিধানসভায় রাজ্যে বাজেট বিতর্কের উপর আলোচনা শেষে তথ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি দাবি করেন , রাজ্য সরকারের ঋণের হার মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশের মত বিজেপি শাসিত রাজ্যের তুলনায় অনেক কম। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারের কাজকর্ম চালাতে প্রত্যেক রাজ্যই ঋণের সাহায্য নেয়। আমাদের রাজ্যও নিচ্ছে। তবে এফআরবিএম আইনের সীমার মধ্যে থেকেই ঋণ নেওয়া হচ্ছে। আগামী আর্থিক বছরে বাজেটে আনুমানিক ৭ লক্ষ ৭১ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। যদিও অংকের হিসেবে তা মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা উত্তরপ্রদেশের থেকে কম। তিনি জানান এবার নিজেদের বাজেটে, মহারাষ্ট্র ৮ লক্ষ ১২ হাজার কোটি তেলেঙ্গানা, ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি , উত্তর প্রদেশ ৮ লক্ষ ৫৭ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। শুধু তাই নয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সঙ্গে ঋণের অনুপাতের পার্থক্য ক্রমশ কমছে। এই নিরিখে দেশের প্রথম চার সেরা রাজ্যের তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। অথচ উত্তর প্রদেশ পাঞ্জাব রাজস্থান বিহারের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্য গুলি তালিকায় নিচের দিকে নেমে গিয়েছে।'

হালিশহরে ওঙ্কারনাথ দেবের আবির্ভাব উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন উত্তর ২৪ পরগনার: হালিশহর নবনগরে ওঙ্কারনাথ মিলন মন্দিরে পাঁচদিন ব্যাপী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের আবির্ভাব উৎসব ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে প্রতিদিন সকাল থেকে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, কীর্তন, নগর সংকীর্তন, ধর্মসভা, গুণীজন সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার নগর সংকীর্তন ধর্মসভা, অখিলভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের প্রধান কর্তৃক দীক্ষা দান। বিকেলে ধর্ম সভা। বিষয় রয়েছে, নামে সীতারাম মহাসিন্ধু তীরে। বিষয়ের উপর আলোকপাত করবেন ত্রিবেণী সীতারাম মঠের অধ্যক্ষ রাজনুজ মহারাজ এবং শামানন্দ। প্রতিদিন মহাপ্রসাদ বণ্টন করা হবে। রবিরার সন্ধেয় কীর্তনান্দ সমাপনে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ৮ ফাল্গুন ১৪৩১ শুক্রবার

চিটফান্ড ইস্যুতে রাজ্যের বক্তব্য জানাতে আদালতে স্বরাষ্ট্রসচিব

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিটফান্ড-কাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বিশেষ কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। ক্রমাগত সেই কমিটির প্রতি অবহেলা করা হচ্ছে বলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। দিনের পর দিন সেই কমিটিতে নিয়োগ না হওয়ায় কাজ এগোচ্ছে না বলেও অভিযোগ ওঠে। এরপরই আদালতের তরফ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়, কেন এই পরিস্থিতি বা কেন এত অবহেলা তা নিয়ে। এর পাশাপাশি এই মামলায় রাজ্যের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ওঠে, কমিটির নতুন চেয়ারম্যানকে রেমুনারেশন বা টাকা দেওয়ার বিষয়ে সরকার কোনও অনুমোদন দেয়নি। আগের চেয়ারম্যানেরও মোটা টাকা এখনও বকেয়া রয়েছে। এর উত্তর জানতে আদালত তলব করে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবকে। তারই উত্তর দিতে বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির হন নন্দিনী চক্রবর্তী। এই মামলায় রিপোর্ট দিয়ে রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়, যে ছ'টি শূন্যপদ পূরণ হয়েছে। ওই কমিটিতে নোডাল অফিসার যাতে দ্রুত নিয়োগ করা হয়, সেই নির্দেশ দেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি। নিয়োগ করলে কীভাবে চলবে, জানতে চান বিচারপতি। তিনি উল্লেখ করেন, স্টেনোগ্রাফার এবং ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করা খুব দরকার। নোডাল অফিসার হিসেবেও কাউকে নিয়োগ করা হয়নি বলে অভিযোগ মামলাকারীর আইনজীবী। এরপরই এজি জানান, 'আমরা দ্রুত নিয়োগ করছি।' কোন কোন শূন্যপদে নিয়োগ করা হল, তা পরবর্তী শুনানিতে জানাবে রাজ্য। এদিনের শুনানিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি জানান, যাতে কাজের প্রতিফলন দেখা যায়, সেই কারণেই স্বরাষ্ট্র সচিবকে হাজির থাকতে বলা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি বদলে ইউজিসি'র খসড়া বাতিলের দাবি গৃহীত বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষানীতিতে বদল আনার নাম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার কুক্ষিগত করতে চাইছে। এছাড়া কলেজে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার যে খসড়া ইউজিসি তৈরি করেছে তাও বাতিলের দাবি করেছে রাজ্য সরকার। এই মর্মে একটি প্রস্তাব বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবের উপর আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করতে চাইছে। তাই নিয়োগ সংক্রান্ত নতুন খসড়া তৈরি করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেছেন, সম্পূর্ণভাবে দেশের বহুত্ববাদকে ধ্বংস করতে চাইছে কেন্দ্র সরকার। মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু ইউজিসি সেই সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিচ্ছে না। বাংলা ছাড়াও ছ'টি রাজ্য এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাঁর কথায়, তবিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি খুঁজে বের করা, বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ, অধ্যাপক, অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতন, ছাত্রদের পড়ার খরচ, বিভিন্ন পরিষেবা সব দেবে রাজ্য আর উপাচার্য ঠিক করবে কেন্দ্র। এটা গৈরিকীকরণ ছাড়া আর কী! নির্বাচিত সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা খর্ব করতে এই নিয়মের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। যেসব বদলের প্রস্তাব রয়েছে সেগুলি বেশ আপত্তিকর। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূলে গিয়ে কুঠারাঘাত করতে চাইছে।' রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতর সূত্রের খবর, এতদিন উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫ জনের সার্চ কমিটি ছিল। তাতে রাজ্যপালের একজনের প্রতিনিধি (তিনিই সভাপতি), মুখ্যমন্ত্রীর একজন প্রতিনিধি, রাজ্যের শিক্ষা সংসদ, ইউজিসির এবং বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলের একজন করে সদস্য থাকতেন। ব্রাত্য বলেন, এখন কেন্দ্র বলছে পাঁচজন নয় তিনজনের কমিটি করতে হবে। এর মধ্যে ইউজিসির একজন, রাজ্যপালের একজন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিল মেম্বার একজন থাকবেন। অর্থাৎ তিনজনের মধ্যে ২জন কেন্দ্রের। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ওরা এভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করতে চাইছে। এরই প্রতিবাদে আমরা বিধানসভায় স্পিকারের অনুমতি নিয়ে নতুন শিক্ষানীতি পেশ করেছিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার ঘুরপথে রাজ্যের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে চাইছে বলে অভিযোগ করেছেন ব্রাত্য। তিনি বলেন, 'যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার কায়দা করতে পারছে না সেখানে ঘুরপথে ইউজিসির নিয়মের মধ্যে দিয়ে হস্তক্ষেপ করছে। তারা জানে এসব রাজ্যে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পছন্দের লোক বসাতে চাইছে কেন্দ্র।' ওই খসড়া প্রস্তাবের বিরোধিতা করে প্রস্তাব আনা হয় বিধানসভায়। আলোচনার পর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের রিপোর্ট পেশ করতে হাইকোর্টে সময় নিল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে আর কত সময় লাগবে, সে সংক্রান্ত রিপোর্ট দেওয়ার জন্য আরও ২ সপ্তাহ সময় চাইল রাজ্য। তাতে সম্মতি দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। এর আগে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য রাজ্যকে আড়াই মাস সময় দেয় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবারের নির্দেশের পর মোট ৩ মাস সময় পেল রাজ্য।

দীর্ঘদিন ধরেই ঝুলে ছিল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন সাংসদ দেব। সেই সময় এই প্রকল্প বাস্তবায়নের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। কেন্দ্র টাকা না দিলে রাজ্য দেবে, এমনটা বলেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। কথা রেখেছেন তিনি। বাজেটে এই বাবদ ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবারের শুনানিতে সেকথা প্রধান বিচারপতিকে জানান সরকারি আইনজীবী। এর আগে গত ২ জানুয়ারি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে রিপোর্ট পেশ করে রাজ্য। সে সময় অবশ্য রিপোর্ট দেখে মৃদু উষ্মাপ্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। কীভাবে মাস্টার প্ল্যান কার্যকর হবে তা কেন রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি, সে বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন তিনি। আগামী বর্ষার আগে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেন প্রধান বিচারপতি। এছাড়া ঘাটাল বন্যাদুর্গতদের জন্য কটি শাড়ি, বিছানার চাদর, লুঙ্গি, শিশু খাদ্য বিতরণ হয়েছে তা জানানোর নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি। ওই রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য আরও ২ সপ্তাহ সময় চাইল রাজ্য। উল্লেখ্য, ঘাটাল মূলত শীলাবতী, কংসাবতী এবং দ্বারকেশ্বর নদের শাখা নদী ঝুমির লীলাভূমি হিসাবে পরিচিত। তখনকার আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলস্বরূপ স্থানীয় ভূস্বামীরা এই নদীগুলির বন্যা ঠেকাতে সার্কিট বাঁধ দিয়ে নিজেদের জমিদারিতে নিচু এলাকাগুলিকে বন্যা থেকে বাঁচিয়ে আবাদি জমি বাড়ানোর উদ্যোগ নেন। সেই জমিদারি জমানা আর নেই। কিন্তু জমিদারি বাঁধগুলি আজও রয়ে গিয়েছে। এই জমিদারি বাঁধগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে। তার ফলে বাঁধগুলি ভেঙেই মূলত ঘাটাল এলাকায় বন্যা দেখা দেয় ফি বছর। উলটোদিকে জোয়ারের সঙ্গে আসা পলি নদী বাঁধ উপচে ছড়িয়ে পড়তে না পেরে নদীতেই জমতে থাকে পলি মাটি। ফলে নদীর জলধারণ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। আর ফি বছর বন্যা প্রবণতাও বাড়তে থাকে। এই সমস্যা মেটাতে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের ভাবনা। কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনায় ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হয়নি বলেই অভিযোগ।

বাড়ি ভাঙা নিয়ে আদালতের কড়া ভর্ৎসনার মুখে কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'মানুষ মরে গেলে আপনাদের ঘুম ভাঙবে?' ঠিক এই ভাষাতেই কলকাতা হাইকোর্টে ভর্ৎসনার মুখে কলকাতা পৌরসভা। আদালত সূত্রে খবর, বেআইনি বাড়ি ভাঙা নিয়ে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা ছিল প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে। তাই প্রেক্ষিতে এদিন এমনটাই বলতে শোনা যায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে। সূত্রে খবর, সম্প্রতি বেনিয়াপুকুর থানার একটি বেআইনি বাড়ি নিয়ে মামলা হয়। মামলাকারীর বক্তব্য ছিল, বেনিয়াপুকুর থানার ঠিক উল্টোদিকে একটি বাড়ি বেআইনিভাবে নির্মীত হয়েছে। সেই বাড়ির উল্টোদিকে রাস্তা অত্যন্ত সরু। আর এখানেই মামলাকারীর বক্তব্য, কোনও অঘটন ঘটলে সেখানে উদ্ধারকার্য করা সম্ভব হবে না। অভিযোগ জানানোর পরেও পুরসভা কিছু করেনি। এরপরই পৌরসভার কাছে জবাব তলব করা হয়। কিন্তু পৌরসভার উত্তরে হাইকোর্ট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট তা স্পষ্ট হয় প্রধান বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যে। এদিন কলকাতা পৌরসভাকে প্রধান বিচারপতি এও বলেন, 'ভাঙার বদলে বলছেন যেমন কাজ চলছে চলুক পরে দেখব? এটা আপনাদের সঠিক জবাব নয়।' শুনানি চলাকালীন পৌরসভার তরফে জানানো হয়, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই বিস্তারিত রিপোর্ট তারা দেবে। হতে পারে কিছু বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে। কলকাতা হাইকোর্ট আগামী সপ্তাহের মধ্যেই রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

সঙ্কটজনক বড়তলায় 'নিগৃহীত' শিশু, সরকারি সুবিধাদানে উদ্যোগী শিশু সুরক্ষা কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড়তলায় ৭ মাসের শিশুর উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনায় দোষীকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনিয়েছে পকসো আদালত। গত বছরের সেই ঘটনার পর থেকে সেই শিশু হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। এখনও সে সঙ্কটজনক বলেই হাসপাতাল সূত্রে খবর। বৃহস্পতিবার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে তাঁকে দেখতে গিয়েছিল শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিদল। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা জানান, এ ধরনের ঘটনায় যাবতীয় ক্ষতিপূরণ পাবে শিশুর পরিবার। এছাড়া শিশুর পুষ্টিগত সমস্যা দূর করতে বাড়িতে রেশন পৌঁছে দেওয়া হবে। সরকারি সমস্ত সুযোগসুবিধা যাতে পায় সে, তা সুনিশ্চিত করেছেন শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্যরা। এই মুহূর্তে ওই শিশু আর জি কর হাসপাতালের পিআইসিইউ বিভাগে চিকিৎসাধীন। এদিন শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাসের নেতৃত্বে চারজনের প্রতিনিধি হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চারতলায় সেই বিভাগে গিয়ে শিশুর শারীরিক অবস্থা কেমন রয়েছে, তা দেখেন। কথা বলেন তার পরিবারের সঙ্গে। শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস জানান, 'এই ধরনের ঘটনায় সরকারি প্রকল্পে যে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা। সমস্ত ধরনের ক্ষতিপূরণ পাবে শিশুটি ও তার পরিবার। তার পরিবারের তরফ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে, তারা গ্রামে ফিরে যাবে। শিশুটির পুষ্টিগত সমস্যা দূর করতে জেলাশাসককে জানাব, তার বাড়িতে যেন চাল থেকে শুরু করে খাবার প্রতিনিয়ত পৌঁছে যায়।'

তুলিকা দাস, অনন্যা চক্রবর্তীরা আরও জানান, 'এখানে ভালো চিকিৎসা হচ্ছে। চার বছরের ভাই রয়েছে ওই শিশুর। তাদের যা চাহিদা রয়েছে মেটানো হবে। জেলাতে যারা দায়িত্ব রয়েছে, তাদের সবটা দেখতে বলেছি। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, মাসে চার হাজার টাকা পাওয়ার কথা পরিবারের। সেটা যাতে পায়, দেখব। শিশুটির পরিবারের কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, সেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' কলকাতার বড়তলা এলাকার ফুটপাথবাসী ওই শিশুকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে দোষী রাজীব ঘোষকে।

বিনীতের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলায় অব্যাহতি নিলেন প্রধান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে দায়ের জনস্বার্থ মামলা থেকে অব্যহতি নিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। বৃহস্পতিবার ব্যক্তিগত কারণে ওই মামলা শুনতে অপরাগতার কথা জানান তিনি। তাঁর এজলাসে শুনানির তালিকা থেকে ওই মামলা তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি জানান, অন্য বেঞ্চে এই মামলা পাঠানো হবে। আরজি করের নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশ করেছেন কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হোক আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন অনামিকা পাণ্ডে জনৈকা মহিলা। এর আগে ওই মামলার শুনানি হয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। বৃহস্পতিবারও প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। তখনই মামলা ছেড়ে দেওয়ার কথা জানান প্রধান বিচারপতি।

২-৩ কাঠা জমিতে বাড়ি তৈরির অনুমোদন-ফি কমছে ৫০ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: খুশি মধ্যবিত্ত। বিল্ডিং স্যাংশন ফি অর্ধেক হওয়ায় কিছুটা স্বস্তিতে তাঁরা। কারণ, কলকাতায় বাড়ি তৈরির খরচ আরও কমছে, বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরসভার বাজেট পেশ করতে গিয়ে এমনটাই জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, ২ থেকে ৩ কাঠা জমির উপর বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে অনুমোদন ফি ৫০ শতাংশ কমানো হচ্ছে। এছাড়া এদিনের বাজেটে কাউন্সিলরদের জন্য উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বেড়ে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। বৃদ্ধি করা হয়েছে বোরো ফান্ডও। আগে তা ছিল ২৫ লক্ষ, বেড়ে দাঁড়াল ৩০ লক্ষ।

বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরসভার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। গতবারের তুলনায় ১১২ কোটি ঘাটতিকে ছাপিয়ে ১১৪.৭২ কোটি টাকায় দাঁড়াল ঘাটতি। যা প্রায় ২.৭২ কোটি টাকা অতিরিক্ত। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সংশোধিত আয় ছিল ৪০০৮.৬৮ কোটি টাকা। পরের অর্থবর্ষে তুলনামূলকভাবে আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৫৫২৪.৮৪ কোটি টাকা হয়েছে। একইভাবে গত অর্থবর্ষে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৬৫৭.১৪ কোটি টাকা, এবারের বাজেটে সেই ব্যয় ৫৬৩৯.৫৬ কোটি টাকা। অন্যদিকে, সম্পত্তি করের ক্ষেত্রে আয় বেড়েছে বলে বাজেটে দাবি করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্পত্তি কর থেকে সংগৃহীত আয়ের পরিমাণ ৯৪৪ কোটি টাকা। সেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর আদায়ের পরিমাণ ছিল ১২১০ কোটি টাকা। আর ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর সংগ্রহের পরিমাণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে ১৫৮১.৩৩ কোটি টাকা। আসন্ন অর্থবর্ষে ট্রেড লাইসেন্স থেকে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হল ৮০ কোটি টাকা। একইভাবে কার পার্কিং থেকে কোষাগারে কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২১ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি গতবারের বাজেটে কার পার্কিং থেকে কোষাগারে আয় হয়েছিল ১৩.৪৬ কোটি টাকা। বৃহস্পতিবার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন রাজ্য সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয়। তারপরেই শোকপ্রস্তাব পেশ করেন কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়। ১ মিনিটের নীরবতা পালন করা হয় সদ্য প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে। মেয়রের প্রথম দিনের বাজেট প্রস্তাব পেশ করার পর আগামী মঙ্গলবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাজেট অধিবেশন স্থগিত রাখার ঘোষণা করেন চেয়ারপার্সন মালা রায়।

উত্তর দিনাজপুরে বই চুরির ঘটনায় সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন গুদাম থেকে বই চুরির ঘটনায় নতুন করে সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের। একইসঙ্গে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে, তিন মাসের মধ্যে এই তদন্ত শেষ করতে হবে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরকে। একইসঙ্গে জেলাশাসককে সব রকমভাবে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র গুদামের দু'জন চুক্তিভিত্তিক নিরাপত্তারক্ষীর পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব না। এর পিছনে বড় কোনও চক্র থাকতে পারে বলেও বৃহস্পতিবার মন্তব্য করতে শোনা যায় প্রধান বিচারপতিকে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, রাজ্যের তরফে এ দিন জানানো হয়, ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য ২, ৭৬,২৭৫ টি বই পাঠানো হয়। ১, ৯৯,০৭৫ টি বই চুরি যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। পরে গুদাম থেকে ৪০,৮৪৫ টি বই পাওয়া যায়। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী মোট ১,৫৮,২৩০ টি বই খোয়া গিয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্য এদিন এও জানায়, সমস্ত পড়ুয়া বই পেয়েছে। এরপরই প্রধান বিচারপতি জানতে চান, কারা বই চুরি করেছে সে ব্যাপারে। উত্তরে রাজ্য জানায়, গুদামের দুজন চুক্তিভিত্তিক নিরাপত্তাকর্মীর নাম চার্জশিটে আছে। এরপর প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, এরা হয়ত গুদাম খুলে প্রক্রিয়াটা শুরু করেছে। কিন্তু এর পিছনে অন্য কেউ আছে। সঙ্গে এও বলেন, '১ লাখ ৫৮ হাজার বই অটো, রিকশা করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। কমপক্ষে দুটি ট্রাক লাগবে। আমার মনে হয় এই দুজনকে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে।' এখানেই শেষ নয়, রাজ্যকে বিদ্ধ করে তিনি এও বলেন, 'এরা বিচার প্রক্রিয়ার সময় এটা বলতেই পারে যে ওইদিন কিছু লোক এসে আমাদের মেরে অজ্ঞান করে চাবি নিয়ে লুঠ করে চলে গিয়েছে।' আর এখানেই প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, তখন রাজ্য কী করবে?

উল্লেখ্য, সরকারি গুদাম থেকে প্রাথমিকের তিন কোটি টাকার বই চুরির অভিযোগ। পড়ুয়াদের বিনামূল্যে দেওয়ার জন্য বরাদ্দ ২ লাখ বই চুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন গুদাম থেকেই। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে ইসলামপুরের সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন গুদাম থেকে চুরি হয় বই। এফআইআর দায়ের হয়। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার দু'জন গ্রেপ্তার হয়। তারা এই মুহূর্তে জামিনে রয়েছেন। ২০২৪ সালে চার্জশিট দাখিল হয়। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে এবং উপযুক্ত তদন্ত চেয়ে দায়ের হয় জনস্বার্থ মামলা।

সাইবার প্রতারণার শিকার এক প্রতিবন্ধী মহিলা: দিনকে দিন বাড়ছে সাইবার প্রতারণা। সাধারন মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী-সহ সমাজের বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন সাইবার প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। এবার সাইবার প্রতারণার শিকার হলেন নিউ বারাকপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের এস এন ব্যানার্জি রোডের একটি বহুতল আবাসনের বাসিন্দা প্রতিবন্ধী মহিলা রীনা চৌহান। ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর একাউন্ট থেকে গায়েব হয়ে যায় ৯ লক্ষ টাকা। টাকা ফিরে পেতে তিনি নিউ বারাকপুর থানার সাইবার সেলে অভিযোগ দায়ের করেন। নিউ ব্যারাকপুর থানার সাইবার টিমের প্রচেষ্টায় অবশেষে ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৭০৯ টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

গ্রিন লাইন মেট্রো বন্ধ থাকলেও আমজনতাকে স্বস্তি দিচ্ছে উবের শাটল

শুভাশিস বিশ্বাস

ফের বন্ধ কলকাতা মেট্রো পরিষেবা। বৃহস্পতি থেকে রবিবার অর্থাৎ চারদিন আবারও বন্ধ থাকবে গ্রিন লাইনে মেট্রো চলাচল। ২২ ফেব্রুয়ারি শেষ হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। আর তার মধ্যেই বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত বন্ধ থাকবে গ্রিন লাইনের মেট্রো। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত মেট্রো ট্র্যাকের কাজ শেষ হয়েছে। এবার স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা অর্থাৎ কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেমের পরীক্ষা পর্ব চলছে। এর আগে গ্রিন লাইনের নির্মাণকারী সংস্থা কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষ থেকে দেড় মাসের 'পাওয়ার ব্লক' নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু, টানা দেড় মাস পুরো গ্রিন লাইন বন্ধ থাকলে যাত্রীদের হয়রানির শেষ থাকবে না, এমনটা ভেবেই দু'ধাপে অর্থাৎ আট দিনের 'পাওয়ার ব্লক' রাখার অনুমতি মেলে মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে।

তবে কলকাতা মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এই সময় ব্লু লাইন, অরেঞ্জ লাইন ও পার্পেল লাইন পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থার কাজের কারণে দু'ধাপে বন্ধ থাকবে গ্রিন লাইনে মেট্রো চলাচল। এর আগে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ ছিল এই লাইনে মেট্রো পরিষেবা। এবার বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত বন্ধ থাকবে হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা। গ্রিন লাইনে মেট্রো বন্ধ থাকার কারণে যাতে আমজনতার অসুবিধা না হয় তার জন্য ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের ১৩ মার্চ পর্যন্ত শিয়ালদা থেকে নিউটাউনে একটি নতুন শাটল রুট চালু করল। ফলে শিয়ালদা-সল্টলেক, সেক্টর-ফাইভ লাইনে সাময়িকভাবে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রাখার ফলে যাত্রীদের স্বস্তি দেবে। এখানে আরও একটা কথা না বললেই নয়, ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে উবের এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ বিভাগের মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, প্রথম ভারতীয় শহর হিসেবে কলকাতা উবের শাটল চালু করে। উবেরের তরফ থেকে এই ঘোষণার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, 'পরিবহণ সংক্রান্ত পছন্দ ও যানজটমুক্ত দৈনিক যাতায়াত সুনিশ্চিত করাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অগ্রাধিকার।' নতুন এই উবের শাটল রুট মেট্রো রক্ষণাবেক্ষণের সময় মানুষের সমস্যা দূর করা বা কমানোর ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি নিরাপদ, সুবিধাজনক বিকল্প। শুধু তাই নয়, পরিবহণ মন্ত্রী উবেরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাতেও ভোলেননি। আর এরই রেশ ধরে মন্ত্রী এও জানান,'আমরা উবেরের দায়বদ্ধতা এবং কলকাতায় গতিশীলতার উন্নয়নের অঙ্গীকারের প্রশংসা করি।' উবেরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন এই রুটটি প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বেলা ১১টা এবং বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত চলবে। উবের অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রীরা টিকিট বুক করতে পারবেন। এয়ার কন্ডিশনারযুক্ত এই বাসগুলিতে রয়েছে লাইভ ট্র্যাকিংয়ের ব্যবস্থা। সঙ্গে রয়েছে, উবারের টোয়েন্টি ফোর ইনটু সেভেন সেফটি লাইন এবং অন্যান্য ইন-অ্যাপের সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যও। এরই প্রেক্ষিতে উবেরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, বর্তমানে উবের শাটল নেটওয়ার্ক কলকাতার উপকণ্ঠের বেশ কয়েকটি জেলা সহ ব্যারাকপুর, সোনারপুরের মতো কিছু নিকটবর্তী অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। উবেরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, শিয়ালদা থেকে নিউ টাউন উবের শাটল বুক করতে প্রথমে উবেরের অ্যাপ খুলতে হবে। এরপর অপশন থেকে বেছে নিতে হবে শাটল অপশন। এরপর সেখানে পিকআপ আর ড্রপ অফ অবস্থান গিয়ে পথ ও যাত্রার সময় বেছে নিতে হবে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে এই রুটে প্রতিটি উবের শাটল বাসে ২৪ থেকে ৪৩ জন যাত্রী বসতে পারবেন। এদিকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পরীক্ষার্থী এবং যাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই এই রুটে পর্যাপ্ত পরিমাণে বেসরকারি বাস চালানো হচ্ছে। এছাড়াও এই রুটে বেসরকারি বাসের ট্রিপের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি হাওড়া ও সল্টলেকে বেসরকারি বাস মালিকদের পক্ষ থেকে পুরো ব্যবস্থার উপর নজরদারি চালানো হবে বলেও জানানো হয়েছে। পরিবহণ আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ হবে। কোনও রুটে যদি বাসের সংখ্যা কম থাকে, তাহলে রিজার্ভে রাখা বাস নামিয়ে দ্রুত যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, জলপথে পরিবহণে বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত সচল থাকবে ফেরি পরিষেবা। প্রয়োজনে পরিষেবার সংখ্যা বাড়ানো যায় কি না, সেই বিষয়ও আলোচনা করেছেন রাজ্যের পরিবহণ সচিব। এছাড়াও উল্টোডাঙা থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ এবং নিউটাউন এবং হাওড়া ও শিয়ালদার মধ্যে শাটল গাড়ির সংখ্যাও বাড়ানো হবে।

সম্পাদকীয়

আদর্শবাদী গণতন্ত্রকে ফেরানো আশু প্রয়োজন

আমাদের সংবিধান-রচয়িতারা মৌলিক অধিকারের তালিকা গ্রহণ করেছিলেন আমেরিকার সংবিধান থেকে, সংসদীয় গণতন্ত্রের আদল নিয়েছেন ব্রিটেন থেকে, নির্দেশক নীতির ধারণা আয়ারল্যান্ড থেকে। আমাদের গণতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের। কিন্তু আমেরিকার মতো অঙ্গরাজ্যগুলিকে সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। অথচ রাজ্যগুলির ঐতিহাসিক উদ্ভব ও বৈচিত্রের কথা মনে রেখে বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়েছে। আধুনিক ভারতের রূপকার হিসাবে ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়-এর একটি পত্রে দেখা যাচ্ছে, তিনি রাজতন্ত্রে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন এবং রাজনীতিতে প্রজাতন্ত্রের সমর্থক হয়েছেন। তিনি সেই সময়ে ব্রিটিশ সংবিধানের চমৎকার নীতিগুলোর সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ তাঁর চিন্তায় পরিবর্তন ঘটে। একান্ত আলোচনায় রামমোহন ব্রিটিশ রাজতন্ত্র নিয়ে পরিহাস করতেন। রামমোহন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতী হলেও ঔপনিবেশিক প্রথার বন্ধু ছিলেন না। সহানুভূতিশীল অফিসার ফন ট্রট এবং ডক্টর ডার্ট সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রায়ই বলতেন যে, স্বাধীন ভারতের পক্ষে ব্রিটেনের পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা উপযুক্ত হবে। কিন্তু শক্তিশালী সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি নেতাজির পক্ষপাত তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে দলীয় রাজনীতির পাঁকে হাবুডুবু খাওয়া গণতন্ত্র জোড় দেওয়া সংবিধানটির অস্তিত্ব রক্ষায় মত্ত। তাই দেশ জুড়ে বিচারাধীন বন্দিমৃত্যু, নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব, শাসকের সমালোচনায় দেশদ্রোহী আইনের ব্যর্থ প্রয়োগ সব কিছুতেই স্বৈরতন্ত্রের ছায়া দেখতে পাচ্ছে দেশের জনগণ। যুগনায়কদের উপহার দেওয়া গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ভারত বর্তমান শাসকের নিকট রাজনীতির পাকেচক্রে পড়ে কুক্ষিগত কামনা-বাসনা এবং ক্ষমতা বহিঃপ্রকাশের একটি উৎসস্থল হয়ে উঠতে চলেছে। আদর্শবাদী গণতন্ত্রকে ফেরানো আশু প্রয়োজন।

শব্দবাণ-১৯৮

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অনিষ্ট ৪. রাবণের দেশ ৫. মাড় ৭. শিয়াল--- ৯. মাত্র, কেবল ১১. ঘুমের সময়।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. নবরত্নের অন্যতম ২. অধস্তন, সহকারী ৩. টিউব-ওয়েল ৬. বাতাবরণ ৮. অসি, তরবারি ১০. মেঘ।

সমাধান: শব্দবাণ-১৯৭

পাশাপাশি: ১. সচরাচর ৩. পাষক ৫. কমলা ৭. টক্কর ৮. রজত ১০. সন্ধ্যাআহ্নিক।

উপর-নীচ: ১. সবিষ ২. চটকদার ৩. পালট ৪. কলির সন্ধ্যা ৬. লালিত ৯. জনক।

জন্মদিন

আজকের দিন

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৭ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।
১৯৬১ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।
১৯৭৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর জন্মদিন।

আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

মাতৃত্বহীন মাতৃভাষা আমরা চাই না

স্বপনকুমার মণ্ডল

গণমাধ্যমের দৌলতে বছরের প্রায় প্রতিটি দিন আমাদের কাছে ক্ষণিকের তরে হলেও স্থায়ী আবেদনের দাবিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এতে যেমন প্রতিটি দাবি দিনের আলোতে হাজির হয়ে রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন করে, তেমনই তার স্থায়িত্ব পরের দাবি আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃত হয়ে পড়ে। ফলে সব পূজাই সাঙ্গ হয়, কিন্তু কোনো পূজাই সঙ্গী হয়ে ওঠে না। সেক্ষেত্রে স্মরণীয় দিনের বিস্মরণ সময়ের অপেক্ষামাত্র। অন্যদিকে প্রতিটি দিনই স্মরণীয় হয়ে ওঠায় সেই বিস্মরণের মাত্রা আপনাতেই গতিলাভ করে। এজন্য আবেগপ্রবণ বাঙালির ভাষাদিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষায় আভিজাত্য লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু তার ভাষিক মানসিকতায় মাতৃত্বহীনতা এখনও প্রকট মনে হয়। যে-ভাষাআন্দোলন বাঙালিকে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, সেই ভাষিক চেতনাই বাঙালি মনে পরাধীনতার গ্লানি বয়ে এনেছে। ভাষার আভিজাত্যে বাংলা ভাষাও আজ আত্মসংকটে ভুগছে। অবশ্য এই সংকট যতটা না আত্মিকসত্তার, তার চেয়ে অনেকবেশি আত্মিকচেতনার। বিষয়টি একটু বিশদ করা প্রয়োজন।

আসলে মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে যেভাবে সমার্থক করে তোলা হয়, সেভাবে তাকে গ্রহণ কিংবা মান্যতা প্রদানে আমাদের অনীহা বর্তমান। স্তন্যপায়ী যে-শিশুটি মায়ের মুখে শুনে শুনে সেই ভাষাকে আত্মস্থ করে আয়ত্ত করতে থাকে, সেই শিশুটি সময়ান্তরে মাতৃস্তনবিচ্যুত হলেও মাতৃভাষাটিকে আজীবন বয়ে চলে। ফলে মাতৃভাষার প্রভাব যে সুদূরপ্রসারী, তা সহজেই অনুমেয়। অন্যদিকে এই সুদুরপ্রসারী প্রভাবের মধ্যে মাতৃভাষায় মাতৃত্বহীনতা ক্রমে প্রকট হয়ে ওঠে। আসলে সময়ান্তরে শিশুর সঙ্গে তার মায়ের নিবিড়তা শিথিল হয়ে পড়ে। ভাষিক দূরত্বও যায় বেড়ে। বিশেষ করে নিরক্ষর মায়ের ভাষার সঙ্গে শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত সন্তানটির মৌখিক ভাষার অন্তরায় অনিবার্য হয়ে ওটে। তখন মায়ের মুখের অকৃত্রিম ভাষা অপেক্ষা শিষ্টজনের কৃত্রিম ভাষার আভিজাত্য সহজেই মাতৃত্ববোধকে উপেক্ষা করার শক্তি জোগায়। এজন্য একই ভাষা ঘরে-বাইরে শিষ্ট-অশিষ্টভেনে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। সেখানে যে-বাংলা ভাষা মাতৃভাষাকে সম্মান করার কথা সারা বিশ্বে পৌঁছে দিয়েছে সেই ভাষাতে শুধু ঘটি-বাঙালের পারস্পরিক ভাষিকচেতনায় অন্তরায় সৃষ্টি করে না, সেইসঙ্গে তার মধ্যে শিষ্ট-অশিষ্টতাজনিত ব্যবধান এবং তজ্জনিত দূরত্ব ক্রমে বেড়েই চলেছে। কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক হয়ে ওঠে যখন সন্তান-সন্ততি শিষ্টতাবোধে নিজের মায়েরই ভাষা শুধরে দেওয়ায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ তো প্রকারান্তরে মাতৃভাষাকে মাতৃত্বহীন করার অশুভ কৌশল তথা ঘৃণ্য হীন মানসিকতা। যেখানে মায়ের ভাষাকে সংশোধন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সেখানে ভাষ্যর মাতৃত্ব আপনাতেই প্রাসঙ্গিকতা হারায়। তাহলে কি বলতে হয় মাতৃভাষা দিবস আসলে শিটভাষা দিবস ? মনে রাখা প্রয়োজন, বাহান্ন'র ভাষা আন্দোলন দেশের সিংহভাগ তথাকথিত অশিষ্ট বাঙালির দৌলতেই সহজসাধ্য এবং সম্ভব হয়েছিল।

অথচ সেই অশিষ্ট জনের ভাষা আজও শিষ্টজনের মর্মমূলে শ্রদ্ধা দূরস্থান, ভালোবাসার ছাড়পত্রও পায়নি। ঘরের ভাষাকে যে পর করে তোলে, সে যতই শিষ্ট ভাষার আভিজাত্যে আত্মগরিমাবোধ করুক না কেন, তার ভাষাবোধ অপরের শ্লাঘার কারণ হতে পারে না। আপামর বাঙালির কাছে বাংলা ভাষা সেই বর্ণভেদী পরিচয়ে রিক্ত এবং বিবর্ণ মনে হয়।

বাঙালির আত্মপরিচয়ে তার ভাষাই সবচেয়ে বড় সত্তা। সেই ভাষা অঞ্চলভেদে যেমন বহুরূপময়, তেমনই শিক্ষাভেদে বৈচিত্রময় । বিশেষ করে শিষ্টজনের ভাষিক চেতনায় অশিষ্টজনের ভাষা শুধু ব্রাত্যই মনে হয় না, সেইসঙ্গে বাক্তিপরিচয়কে উপেক্ষা করার কারণ হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই সেক্ষেত্রে শিক্ষিত-নিরক্ষরের ভাষার ব্যবধান প্রকট মনে হয়। সেদিক থেকে অনেকে মনে করেন বাংলা ভাষা অস্তিত্ব একসময়ে একমাত্র নিরক্ষরের মধ্যে পাওয়া যাবে। কিন্তু ভাষার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিরক্ষর থাকার তো কোনও মানে হয় না। অন্যদিকে ভাষা তার ভাঙা-গড়ার মাধ্যমে নিজেকে নিত্য নতুন করে গড়ে তুলে তার সজীবতাকে রক্ষা করে চলে। সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষাও প্রাণশক্তিতে বলীয়ান হয়েই তার গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়িয়ে তুলবে এবং তাই প্রত্যাশিত হওয়া উচিত। এজন্য তার গ্রহণযোগ্যতায় প্রতিকূলতা লক্ষ করে আহা-উঁহু করার কোনও মানে হয় না। এটা স্বাভাবিক, নিজের দারিদ্রবোধের সুযোগে অন্যের ধনের কদর বাড়ে। এজন্য বাংলা ভাষার দারিদ্রবোধ বিলোপ করার জন্য অশিষ্ট বাংলা ভাষাকে মান্যতা প্রদান একান্ত প্রয়োজন। আর তাতে অশিষ্টজনের মনে নিজের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেয়ে অপর বিজাতীয় ভাষার প্রতি অকারণ শ্রদ্ধাবৃদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠবে না। ফলে বাংলা ভাষার আত্মসংকটে আত্মসচেতনতার সংকটটি আপনাতেই অন্তর্হিত হয়ে পড়বে। আসলে নিজের ভাষার প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ থাকলে তবেই একজনের পক্ষে মাতৃভাষায় নিবিড় থাকা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় শিষ্ট ও অশিষ্ট বিভাজনে সেই সম্মান ও শ্রদ্ধা তলানিতে ঠেকে। এতে বাংলা ভাষারই সমূহ ক্ষতি। মনে রাখা প্রয়োজন এই অশিষ্ট জনই ভাষার সজীবতায় সবচেয়ে বড় দাবিদার। শিষ্ট বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা একসময় অচল হয়ে পড়েছে, কিন্তু প্রাকৃত (সাধারণ আমজনতা) ভাষা আজও সচল রয়েছে। আর বাংলা ভাষা সেই প্রাকৃত ভাষারই উত্তরসূরি। সেই ভাষাকে শিষ্টজনের ভাষায় সীমাবদ্ধ করে তার গতিকে রুদ্ধ করা সমীচীন নয়।

আসলে উৎকর্ষের আভিজাত্যে বাংলা ভাষার প্রত্যাশা ক্রমশ উর্ধ্বগামী। এজন্য তার গ্রহণযোগ্যতায় ঘাটতি দেখা দিলেই সুধীজনের আতঙ্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। অথচ দিনের পর দিন তথাকথিত অশিষ্ট বাঙালির ভাষাকে উপেক্ষা আর অবজ্ঞা করায় বাতিকগ্রস্ত উন্নাসিক শিষ্ট বাঙালিসমাজ কখনও আত্মসমালোচনার অবকাশে আত্মসমীক্ষা করার প্রয়োজনবোধ করেনি। এজন্য বাড়ির কাজের মাসি কিংবা দারোয়ানের প্রতি উপেক্ষার দৃষ্টিতে অশিষ্ট বাঙালির বাংলা ভাষা নিয়ে হাসি-তামাসা করার বদঅভ্যাস আজও চরৈবেতি। আমাদের ভাষাচিন্তা সেই শিষ্ট ভাষাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। সেখানে তার উপভাষা যেমন বিশেষত্বেই শুধুমাত্র বিশিষ্ট, তেমনই মাতৃভাষার বিশেষত্ব মাতৃত্বহীন। আসলে সুধীজনের কাছে বাংলা ভাষা যেখানে শিষ্ট বাঙালির ভাষায় পর্যবসিত হয়েছে, সেখানে অশিষ্টজনের ভাষা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। অথচ বাংলা ভাষা আপামর বাঙালির ভাষা। এই ভাষা যেমন বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের, তেমনই পরাণ মণ্ডল-রমা কৈবর্ত-হসিম শেখেরও। শেযোক্তজনদের সংখ্যাধিক্যই শুধু নয়, তাদের অকৃত্রিম ভাষা বাংলা ভাষার সম্পদ। অথচ সেই সম্পদ শিষ্টজনের তুল্যমূল্যে নগণ্য হয়ে থেকেছে। ৩০ কোটিরও উপরে লোকসংখ্যায় শিষ্ট বাঙালির আত্মশ্লাঘাবোধ স্ফীত হয়ে ওঠে। অথচ সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিষ্ট বাঙালির ভাষা শিষ্টজনের শ্রেষ্ঠতাবোধে মূল্যহীন মনে হয়। মস্তিষ্ককে দেহের শ্রেষ্ঠ অংশ ধরে নিলেও দেহের বাকি অংশকে বাদ রেখে যেমন চলা অসম্ভব, তেমনই মাতৃভাষাকে মাতৃত্বহীন করে চলাটাও আত্মহত্যার সামিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'প্রথমা' (১৯৩২) কাব্যের 'মানে' কবিতায় 'গোটা মানুষের মানে' চেয়েছিলেন। তাঁর কথায় 'মানুষের মানে চাই---/গোটা মানুষের মানে।/ রক্ত মাংস হাড় মেদ মজ্জা/ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ কাম হিংসা সমেত-/গোটা মানুষের মনে চাই।' উক্ত 'মানুষের' স্থানে 'বাংলা ভাষা' বসিয়ে নিলে যা দাঁড়ায়, তাই আসলে বাঙালির ভাষা। সেই ভাষার আত্মসংকটে আত্মিক সত্তার চেয়ে আত্মসচেতনতার অভাববোধই নিবিড়তা লাভ করেছে। এজন্য আমাদের 'গোটা বাংলা ভাষার মানে'-কে শ্রদ্ধা ও মান্যতা প্রদান করা একান্তভাবেই কাম্য। তাহলে আর যাইহোক বাংলা ভাষাকে মাতৃত্বহীন মাতৃভাষা দিবসের দায় মাথায় নিতে হবে না। সেইসঙ্গে আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও-এর আদর্শে বাঙালি আবার নতুন করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে যথার্থ সোপানে পৌঁছে দিতে সমর্থ হবে। শুধু তাই নয়, তার ফলে সারাবিশ্বে প্রত্যহ ৮.৩ শতাংশ হারে ভাষার বিলুপ্তি ঠেকানো অনেকটাই সম্ভব বলে মনে হয়।

লেখক : প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাষা আন্দোলনের ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আজ বিস্মৃতপ্রায়

শান্তনু রায়

আজ সেই দিন একুশে ফেব্রুয়ারী-যে দিনটিকে আবিশ্বে বিশিষ্টতা দিয়েছে আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলা। বহুদিন আগে শামসুর রহমান লিখেছিলেন, একুশের প্রথম প্রভাতফেরি-অলৌকিক ভোর। বাংলাভাষার জন্য বাহান্নয় ঢাকার রাজপথে চারটি প্রাণের আত্মোৎসর্গের এদিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে সারা বিশ্বে উদযাপিত হয়ে আসছে ইউনেস্কোর অনুমোদনে ২০০০সন থেকে। তবে ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যাবে, যে ভাষা আন্দোলনের সূত্রে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষাদিবস পালিত হয় যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালি আবেগ তার সূচনা ১৯৪৮ সালের ফেরুয়ারী মাসে পাকিস্তান গনপরিষদে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনে । সেই ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন যে সাহসী ভাষাসংগ্রামী তাঁর নাম আজ কিঞ্চিৎ প্রান্তিকতায় নির্বাসিত। তিনি অধুনাপ্রয়াত ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। সে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছিলেনপাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলি খান, পূর্বপাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এবং গণ পরিষদের সহ সভাপতি বাংলাভাষী মৌলভি তমিজউদ্দিন। তথ্য বলছে সেদিন গণ পরিষদে ৭৯ সদস্যের মধ্যে পূর্ববঙ্গের ৪৪জন সদস্য উপস্থিত থাকলেও এবং সদস্য প্রেমহরি বর্মণ , শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ভুপেন্দ্র কুমার দত্ত ঐ প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেও মুসলিম ঐক্যের দোহাই দিয়ে অনেক বাঙালি মুসলিম লীগ সদস্য সমর্থন না করায় সংখ্যাধিক্যে খারিজ হয়ে যায় প্রস্তাবটি। এর ফলে পূর্ব-পাকিস্থানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ায় সূত্রপাত হয়েছিল এক যৌক্তিক ভাষা বিতর্কের -ক্ষোভে দিকে দিকে আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে।রাজনীতিক সমাজকর্মী ভাষা সংগ্রামী ধীরেন্দ্রনাথ ছিলেন কুমিল্লায় সেই আন্দোলনের নায়ক। গণ পরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়েই কুমিল্লা তথা সারা পূর্ববঙ্গের ছাত্র-শিক্ষক-জনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনেও বিপ্লবী সমর গুহের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হলে উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে অনড় সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে।১৯৫২ এর ২৭শে জানুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় ঘোষণা করেন যে একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। এরই চূড়ান্ত পরিনতিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি রাজপথ রঞ্জিত হয় ভাষাশহীদের রক্তের আল্পনায়। সেদিন ঢাকার রাজপথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে আইনসভামুখী বিশাল মিছিল ১৪৪ ধারা অমান্য করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পৌঁছলে অকস্মাৎ পুলিশের গুলিবর্ষনে ফাল্গুনের মধ্যাহ্নে রাজপথে লুটিয়ে পড়ে চারটি তাজা প্রান।এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় দেশজুড়ে,আন্দোলন আরও ব্যাপক হল ।শেষ পর্যন্ত জন আন্দোলনের চাপে পাকিস্থান সরকার নতিস্বীকার করে ১৯৫৬ সালে সংবিধান সংশোধন করে বাংলাভাষাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। সেই ইতিহাস সকলেরই কমবেশি জানা। যদিও সে ইতিহাস ভুলিয়ে ও গুলিয়ে দেওয়ার চতুর সর্বাত্মক প্রয়াস চলছে আজ সেদেশে দিকে দিকে।

যাহোক পশ্চিম পাকিস্তান আধিপত্যে নিষ্পেষিত পূর্ববঙ্গে ভাষার জন্য সে আন্দোলন,যার বীজ রোপিত হয়েছিল ধীরেন্দ্রনাথের সেই প্রয়াসে, একুশের চেতনায় সঞ্জিবীত ঐ ভূখন্ডে ক্রমে এক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং এই ঘটনা বাংলাভাষাকে কেবলমাত্র ঐ ভূখণ্ডের মাতৃভাষার গৌরব দেয়নি এক ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদেরও (পরবর্তীকালে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত) জন্ম দিয়েছিল সেখানে যার অভিঘাতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভীস্পা রূপ পায়, ১৯৭১ এ বিশ্বে একমাত্র বাংলাভাষাভাষী রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায়। সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রারম্ভেই অশীতিপর পথিকৃৎ ভাষাসৈনি্ক ধীরেন্দ্রনাথকে সপুত্র নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছিল পাক সেনাবাহিনীর হাতে।দুর্ভাগ্য ভাষার জন্য যে সংগ্রামী পরে দেশের জন্য নিজের জীবনটাই বিসর্জন দিলেন সেই ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ কিন্তু পরবর্তীতে আর তেমন আলোচিত হননি। ভাষা আন্দোলনের সেই অগ্রপথিক এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের সন্তান ধীরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৮৬ সালের ২রা নভেম্বর তৎকালীন বাংলা প্রদেশের ত্রিপুরা (বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া) জেলার রামরাইল গ্রামে। বাবা জগবন্ধু ছিলেন মুন্সেফ আদালতের সেরেস্তাদার। ধীরেন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ নবীনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে। কুমিল্লা কলেজ থেকে এফ এ এবং কোলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে বি এ ও বি এল পাশ করেন। ১৯০৬ এ ২১ বছরের ধীরেন্দ্রনাথ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন পেশায় আইনজীবী কৃষ্ণকমল দাসমুন্সির সাথে।

কুমিল্লার মুরাদনগর উমালোচন উচ্চবিদ্যালয়ে সহকারী প্রধানশিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও ধীরেন্দ্রনাথ আইন ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন ১৯১১ সালে ত্রিপুরা জেলা বারে (তখন কুমিল্লা ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ছিল) যোগদানের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের প্রভাবে ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৯ এ ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে তিন মাসের জন্য আইন ব্যবসা স্থগিত রেখে অসহযোগ আন্দোলনেও অংশ গ্রহণ করেন। ত্রিপুরা হিতসাধনী সভার সচিব হিসেবে ও অন্যান্য ভাবে বিভিন্ন জনহিতকর কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পরবর্তীতে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণে মুক্তি সংঘ নামে একটি সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা গঠন করেন। কুমিল্লার বিখ্যাত অভয় আশ্রমের কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৬ ত্রিপুরা জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন-১৯৩৭ এ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।১৯৪০ এ দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণকাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।.১৯৪২ এ ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিলে গ্রেফতার হন.১৯৪৬ এ কংগ্রেস দলের হয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য -ডিসেম্বর এ সংবিধান রচনার জন্য পাকিস্থান গণপরিষদের সদস্য হন।ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও তিনি কুমিল্লার ভূমি তিনি কখনও ত্যাগ করেননি। ১৯৪৮ সালের ফেরুয়ারীতে পাকিস্তান গনপরিষদে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি সম্বলিত তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন তো ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে নান্দীমুখ হয়ে আছে। পূর্ব পাকিস্থানে গভর্নরের শাসন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ধীরেন্দ্রনাথ ১৯৫৪ য় পাকিস্তান গণ পরিষদের অধিবেশনে প্রস্তাব আনেন। ইতিমধ্যে ১৯৪৯ এ হারিয়েছেন সুদীর্ঘ তেতাল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের সঙ্গী স্ত্রী সুরবালাকে। পাকিস্থানে সামরিক আইন জারি হলে ১৯৬০ এ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বিরুদ্ধে 'এবডো' প্রয়োগ করা হয়। ১৯৬৫ এ ভারত-পাক যুদ্ধের সময় তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয় । এরপর তিনি সক্রিয় রাজনীতির অঙ্গন ত্যাগ করলেও তৎকালীন পূর্ববাংলার চলমান রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল-ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বাঙলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথেও। তাঁর নয় সন্তানের মধ্যে দুই পুত্র- বড় লেখক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক সঞ্জীব ১৯৯১ এ কোলকাতায় মারা যান - ছোট দিলীপ বাবার সাথে শহীদ হন ১৯৭১ এ পাকবাহিনীর হাতে। একাত্তরে মার্চে কুমিল্লা শহরের ঝাউতলার নিজের বাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ান ধীরেন্দ্রনাথ। পরিণামে ২৯ শে মার্চ রাতে বাড়ী থেকে অশীতিপর সেই বৃদ্ধ ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র দিলীপকে তুলে নিয়ে যায় খান সেনারা কুমিল্লার কুখ্যাত রাজাকার আইন জীবী আব্দুল করিমের তত্ত্বাবধানে। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার করে হত্যা করে সেই নর পিশাচ দখল দারী সেনারা।

ভাষা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অক্লান্ত যোদ্ধার পবিত্র রক্তে সেদিন শুধু ভেজেনি সে ভুমি-ভিজে আছে আজও বাংলা বর্ণমালা। একুশের পুণ্যদিনে সেই মহাপ্রাণের স্মরণও অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।

যদিও শোনা যায় তাঁর বসতবাটিটি যেটি হতে পারত ভাষা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিচিহ্ন সেটি আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রায়।

আশঙ্কা দেরিতে হলেও কুমিল্লা শহরে ধীরেন্দ্রনাথের নামে যে ভাষা চত্বর,ম্যুরাল ও স্টেডিয়াম হয়েছিল সেকি রক্ষা পাবে দেশব্যাপী এই পরিকল্পিত উন্মত্ততায়। পরিশেষে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি আজ একবিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন- কিঞ্চিৎ বিপন্নও বটে। বাংলা ভাষা ব্যবহারের পরিসরে আজ যেমন একদিকে ক্রমসঙ্কোচন বিবিধ কারণে অন্যদিকে সে ভাষাও আজ কিছু মানুষের মুখের বচনে খিচুড়ি ভাষায় পর্যবসিত ।অপ্রিয় হলেও বাংলা ভাষার ব্যবহারের অশুদ্ধির ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করা অবশ্যই প্রয়োজনীয়- কারোকে অখুশি করলেও। এগিয়ে চলার প্রবণতাই ভাষার বৈশিষ্ট্য ধরে নিলেও এবং ইতিমধ্যে বাংলা ভাষাও ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেলেও খেয়াল রাখতে হবে বাংলা ভাষার শুদ্ধতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার দিকেও। অন্যদিকে এত সমৃদ্ধ বঙ্গ সংস্কৃতির চালচিত্রের মধ্যে আমাদের যাপন সত্বেও শুধু বছরে নির্দিষ্ট কয়েক দিন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় 'দিন' পালনেই দায়িত্ব সীমায়িত থাকবে কিনা এবঙ্গের বাঙ্গালী অস্মিতার এ আত্মবীক্ষণও জরুরি হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক কারণেই-পড়শি দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার, একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায় সেদেশের বাঙ্গালিদের উপরে বর্তায় এমন ভ্রান্ত আত্মবিনাশী ভাবনা ত্যাগ করে এ বঙ্গের বাঙ্গালিরা এগিয়ে এসে বাড়তি দায়িত্ব নিলেই ভাষাদিবস পালন সার্থক হতে পারে। বাঙ্গালির চেতনার প্রতীক আজকের দিবসটিতে মাতৃভাষার প্রতি সচেতন মমত্ব বোধের জাগরণই এই দিবস যথার্থ পালন ।

আফ্রিকার এই দেশটির মানুষ কথা বলেন বাংলায়

সিদ্ধার্থ সিংহ

বাংলা ভাষা তার সীমানা পেরিয়ে প্রায় ১৫ হাজার মাইল দূরে আফ্রিকার একটি ছোট্ট অপরিচিত দেশে শুধু পৌঁছেই যায়নি, সবার মুখের ভাষা হয়ে উঠেছে।

দেশটির নাম--- সিয়েরা লিওন। এর উত্তর দিকে রয়েছে গিনি, দক্ষিণ-পূর্বে লাইবেরিয়া আর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর।

এর মোট আয়তন ৭১ হাজার ৭৪০ বর্গকিলোমিটার। মোট জনসংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ। সিয়েরা লিওনে ১৯৯১ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে প্রায় পাঁচ লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা যান। দেশের কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়ে। তলানিতে এসে ঠেকে জনগণের গড়পড়তা আয়।

ফলে দলে দলে কুড়ি লক্ষেরও বেশি মানুষ অন্যান্য দেশে শরণার্থী হিসাবে চলে যেতে বাধ্য হন। এখানে প্রায় ১৬টি জাতি বাস করেন। যাঁদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভাষা, আলাদা আলাদা সংস্কৃতি।

সিয়েরা লিওনের সরকারি কাজকর্ম মূলত ইংরেজি ভাষায় হলেও এখানে আরও প্রায় ২০টি ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে মেন্দে ও তেমনে ভাষা উল্লেখযোগ্য। প্রায় ১০ শতাংশ লোক ইংরেজি ভাষাভিত্তিক একটি ক্রেওল ভাষা, ক্রিও-তে কথা বলেন।

এই ক্রেওলটি সিয়েরা লিওনের প্রায় সবারই দ্বিতীয় ভাষা ছিল। মেন্দা ভাষা দক্ষিণাঞ্চলে, তেমনে ভাষা মধ্যাঞ্চলে এবং ক্রিও ভাষা প্রায় সার্বজনীন ভাষা বা লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

এখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে গৃহযুদ্ধ যখন প্রকট আকার ধারণ করে তখন জাতিসংঘ শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেয়। বাংলাদেশ-সহ আরও ১২টি দেশ এই মিশনে যোগদান করে। সবাই মিলে সেই ভয়ংকর পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রধানত বাংলাদেশের সেনারা ওখানকার গেরিলা নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধার করেন। সংঘাত দমন করেন এবং পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে খুব সহজেই সেখানকার সাধারণ মানুষজনের মন জয় করে নেন তাঁরা। হয়ে ওঠেন আপনজন। আর এই সময়েই কথা বলার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাও প্রাধান্য পেতে শুরু করে। ওই সেনারাই ওখানকার সাধারণ মানুষকে বাংলা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সংস্কৃতিও শেখাতে শুরু করেন। ফলে অচিরেই এই বাংলা ভাষা আফ্রিকার ওই ছোট্ট দেশটির অন্যতম ভাষায় পরিণত হয়।

শুধুমাত্র বাংলাতে কথা বলাই নয়, এঁরা বাংলা ভাষাতে গান, নাচ, আবৃত্তিও করা শুরু করে দেন। অনেক সময় নিজেদের মধ্যেও মাতৃভাষায় নয়, তাঁরা বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন।

আর এ জন্যেই সুদূর আফ্রিকার একটি ছোট্ট দেশে ইংরেজির পাশাপাশি কেজো ভাষা হিসেবে দ্বিতীয় সরকারি ভাষার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে আমাদের এই বাংলা ভাষা। আর এখন ওই দেশের প্রায় সকলেই বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন।

নিমন্ত্রণ বাড়িতে ১১ মাসের শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কালনার ১ নম্বর ব্লকের হাটকালনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধর্মডাঙা গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খেতে এসে ১১ মাসের শিশু পুত্রের রহস্যজনক ভাবে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতদেহ পাঠানো হয় কালনা মহকুমা হাসপাতাল থেকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, মৃত ওই শিশুর নাম আরিফ শীল। বাড়ি হুগলি জেলার মগরার জয়পুর গ্রামে। স্থানীয় এলাকারই এক যুবক বচ্চন শীলের সঙ্গে স্থানীয় আরেক যুবতী রুমা সমাদ্দারের বিয়ে হয় বছর তিনেক আগে। এরপরই তাদের একটি পুত্র সন্তান হয়। গত দু'মাস ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাংসারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঝামেলা অশান্তির শুরু হয়। ওই গৃহবধূ বাপের বাড়ি চলে আসেন। গত মঙ্গলবার সে কালনার ধর্মডাঙা গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে সে ও তার পুত্র সন্তানকে নিয়ে নিমন্ত্রণ খেতে যায়। এরপরই বুধবার বিকেল নাগাদ তার শিশুকে খাইয়ে দাইয়ে একটি ঘরে শুইয়ে রেখে খেতে যাওয়ার পরেই, তার এক মাসি দেখতে পায় শিশুটি উল্টে পড়ে রয়েছে। সে কোনও রকম সাড়া শব্দ দিচ্ছে না। তাকে তড়িঘড়ি কালনা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত ওই শিশুর বাবা বচ্চন শীল কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে গিয়ে শিশুর মৃত্যু স্বাভাবিক নয় এর পেছনে কোনো রহস্য রয়েছে বলে দাবি করে। রহস্যর সত্যতা উদঘাটন হোক বলে দাবি জানান মৃত শিশুর পিতা। একই সঙ্গে তার স্ত্রীর সঙ্গে যে তার বনিবনাও হত না সে বিষয়েও সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন। যদিও মৃত ওই শিশুর মা এবং তার পরিবার কিভাবে তাদের বাচ্চার মৃত্যু হল সেই নিয়ে সন্দিহান। পাশাপাশি তিনি ফের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যাওয়ায় তাকে জোর করে তার স্বামী বাচ্চা নষ্ট করানোর জন্য চেষ্টা করেন বলেও অভিযোগ তুলেছেন গৃহবধূ।

মহিলা তৃণমূলের কংগ্রেসের সম্মেলনের প্রস্তুতি পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: চলতি মাসের ২২ তারিখ পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, সেই সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। পাণ্ডবেশ্বরের অজয় নদীর পঞ্চপাণ্ডব মন্দিরের সামনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার পাণ্ডবেশ্বর ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব পরিদর্শনে আসেন। এ বিষয়ে পাণ্ডবেশ্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কিরিটি মুখার্জি বলেন, এই সম্মেলনে বার্তা যেন আগামী নির্বাচনে সবার কাছে পৌঁছে যায়। এই কামনা করেন তিনি।

এছাড়াও কিরিটি বাবু জানান, এই সম্মেলনে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রায় চার হাজার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী উপস্থিত থাকবেন, উপস্থিত থাকবেন মহিলা নেত্রী অর্পিতা ঘোষ, থাকবেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

ঋষি অরবিন্দ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস- গ্রাম-খালিয়া, ডাকঘর-চামরাইল, হাওড়া-৭১১১১৪

নিবন্ধন সংখ্যা (Registration No.)-৩৫/ হাওড়া (১৯.০৬.১৯৮৯)

প্রতিনিধি নির্বাচন-২০২৫

খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voters' List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের সহ নিবন্ধক, হাওড়া রেঞ্জ তথা হাওড়া সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) দ্বারা আদেশ নং 108/II-6/12, Dated 21.01.2025 দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আমি মহঃ আনিস, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক, হাওড়া রেঞ্জ তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার (Assistant Returning Officer/ARO) এতদ্বারা ঋষি অরবিন্দ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগণকে জানাইতেছি যে, উক্ত সমিতির আসন্ন প্রতিনিধি (Delegate) নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন ক্ষেত্র (Constituency) ভিত্তিক নির্বাচক তালিকা ২১/০২/২০২৫ তারিখ প্রকাশিত হল। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা লিখিত ভাবে ইং ১০.০৩.২০২৫ তারিখের মধ্যে সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়ে যে কোন কাজের দিনে সকাল ১১টা থেকে ১০টা এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টার মধ্যে (সমিতির নিজস্ব, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) জমা দিতে পারিবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং- ১১.০৩.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার (Assistant Returning Officer) দ্বারা সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়ে শুনানি হবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদনকারীকে তাহার বক্তব্যের স্বপক্ষে লিখিত/মুদ্রিত প্রমাণপত্রাদি দাখিল করিতে হবে। শুনানি অন্তে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voters' List) আগামী ইং ১১.০৩.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হবে।

স্বা/-

মোহাম্মদ আনিস

সহকারী নির্বাচক আধিকারিক

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সৌরভ গাঙ্গুলি, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে খোলামেলা আড্ডায় মহারাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম হলে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ও 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা' সৌরভ গাঙ্গুলি বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৃহস্পতিবার। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শঙ্কর কুমার নাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সৌরভ গাঙ্গুলি ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তার ক্রিকেট জীবনের নানা ওঠা-পড়া, সাফল্যের পেছনের পরিশ্রম ও পারিবারিক জীবনের অভিজ্ঞতা তিনি অকপটে শেয়ার করেন। তিনি বলেন, 'হার্ড ওয়ার্কের কোনও বিকল্প নেই। ভাগ্যের কথা বলা হলেও, সেটিও আসে পরিশ্রমের মাধ্যমে।'

এক প্রশ্নের উত্তরে সৌরভ জানান, তার জীবন কখনোই সহজ ছিল না। ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়া থেকে শুরু করে ক্যাপ্টেন থাকা পর্যন্ত তাকে সবসময় পারফর্ম করতে হয়েছে এবং প্রচণ্ড চাপের মধ্যেও থাকতে হয়েছে।

সঞ্চালিকা তুলিকার প্রশ্নের উত্তরে সৌরভ বলেন, 'সাফল্যের জন্য নিজের পেশার প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা থাকতে হবে। সমালোচনা থাকবেই, তবে শেষ পর্যন্ত পরিশ্রমের ফল ভালোই হয়'।

এক ছাত্রী প্রশ্ন করেন, ছোটবেলায় তিনি কী ভালোবাসতেন? সৌরভ মুচকি হেসে বলেন, 'আমার ব্যাট আর বলই আমার প্রিয় সঙ্গী ছিল'।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সৌরভ গাঙ্গুলিকে সংবর্ধনা জানায় এবং তার একটি বিশেষ প্রতিকৃতি উপহার দেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েশা রানি এ এবং পুলিশ সুপার সায়ক দাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান শেষে মহারাজ রাধারানি স্টেডিয়ামে পৌঁছন বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের একটি অনুষ্ঠানে সেখানে তাকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার প্রথমে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি যান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসে। সেখান থেকে যান বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহনবাগান মাঠে। এদিন সৌরভ গাঙ্গুলি বলেন, আমি আপ্লুত। খুব ভালো লাগছে বর্ধমানে আসতে পেরে। অনেকদিন ধরেই বিডিএসের (বর্ধমান ক্রীড়া সংস্থা) পক্ষ থেকে আসার জন্য বলা হচ্ছিল। আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। ৫০ বছর ধরে বর্ধমান ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে সিএবি কাজ করছে। জেলা থেকে অনেক খেলোয়াড় উঠে এসেছে। আগামী দিনেও এইভাবে সমন্বয় রেখে কাজ করে জেলা থেকে খেলোয়াড় তুলতে হবে। কিন্তু তাল কাটল শেষে। একদল খুদে ক্রিকেটার যারা রাধারানি স্টেডিয়ামে অনুশীলন করে তারা কার্যত ক্ষোভ প্রকাশ করে। কারণ তাদেরকে সৌরভ গাঙ্গুলির কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি।

গৃহবধূর লক্ষ্মী ভাণ্ডারে টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে জমা পড়ায় ক্ষোভ খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের এবার জালিয়াতির অভিযোগ উঠল। একজন মহিলার লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা অন্য এক মহিলার অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে বলে অভিযোগ। এবারের ঘটনা আরামবাগ মহকুমার খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের সাবলসিংহপুর অঞ্চলের। জানা গেছে, ওই এলাকার বাসিন্দা সাবিনা খাতুনের লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে। অথচ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে ওই মহিলার স্বামীর অভিযোগ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের গাফিলতির জন্যই এই ঘটনা ঘটছে। প্রায় দুই বছর ধরে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকার ঘোটালা হচ্ছে। বারবার জানিয়েও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত,পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প বহু মহিলাদের জন্য আর্থিক সুরক্ষায় বড় অবদান রাখে। অথচ দুই বছর ধরে একজন দরিদ্র পরিবারের গৃহবধূকে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। উঠছে প্রশ্ন?

যে অ্যাকাউন্টে সাবিনার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢুকছে, সেই অ্যাকাউন্টের মালিক অন্য মহিলা। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, হাওড়ার গ্রামীণ ব্যাংকের একটি অ্যাকাউন্টে নাকি সাবিনার লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা জমা পড়ছে বলে অভিযোগ। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে কীভাবে এক জনের আবেদনপত্রের সঙ্গে অন্য জনের অ্যাকাউন্ট নম্বর যুক্ত হয়? আর এই সব তথ্য সংক্রান্ত কাজ ব্লক অফিসের কর্মীরাই করে থাকেন। ব্লক অফিস থেকেই প্রত্যেক মাসে সুবিধা ভোগীদের অ্যাকাউন্টে অনুদানের টাকা পাঠানো ব্যবস্থা করে থাকে। সেই ক্ষেত্রে ব্লক অফিসের কর্মীদের দিকেই অভিযোগের আঙুল উঠছে। উল্লেখ্য, খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের লক্ষ্মী ভাণ্ডারের আইডি জালিয়াতি করে টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিযোগে বেশ কয়েক জন অন্য জেলা থেকে গ্রেপ্তারও হয়। তার পরেও হুঁশ ফেরেনি প্রশাসনের। সাবিনার স্বামী দর্জির দোকানে কাজ করেন। তিন ছেলে মেয়ে। কোনও রকমে সংসার চলে। দরিদ্র পরিবার। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের সঙ্গে এই ভাবে জালিয়াতি করে বছরের পর বছর সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করা হয়। এখন প্রশ্ন তাহলে ২০২৩ সাল থেকে কি সাবিনা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাবে? এই বিষয়ে সাবিনা খাতুনের স্বামী শেখ নাসিরউদ্দিন আহমে বলেন, মাসের পর মাস ধরে লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা ঢুকছে অন্য একাউন্টে। বিষয়টি নিয়ে বার বার বিভিন্ন জায়গায় আবেদন জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। ঘটনার তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থ গ্রহণের

দাবি জানিয়ে ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিসে আবেদন জমা দিয়েছি। অপরদিকে খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের বিডিও মধুমিতা ঘোষ বলেন, এই বিষয়টি জানা নেই। উনি আবেদন করলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

শ্রী কৃষ্ণ পেপার মিলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪৮৩০/২৪, প্রহ্লাদ স্ট্রিট, আনসারি রোড, দরিয়া গঞ্জ, নিউ দিল্লি-১১০০০২

CIN - L21012DL1972PLC279773

ওয়েবসাইট: www.skpmil.com ইমেল: info@skpmil.com ফোন: ৯১-১১-৪৬২৬৩২০০

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি মারফত ২০২১ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ডিলিস্টিং অব ইকুইটি শেয়ারস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ এর সাব রেগুলেশন (১) এর ক্লজ (সি) অধীনে জানানো হচ্ছে যে কোম্পানি দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের (সিএসই) থেকে তার ইকুইটি শেয়ারসমূহ স্বেচ্ছায় তালিকামুক্ত করার জন্য দরখাস্ত দাখিলের প্রক্রিয়াধীন।

তালিকা মুক্তিকরণের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য:

সিএসই তে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারসমূহের কোনও লেনদেন না হওয়ার কারণে এবং প্রধানত প্রশাসনিক কাজ হ্রাস, সংশ্লিষ্ট ব্যয় হ্রাসের জন্য দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের (সিএসই) থেকে তালিকাভুক্তি ফি এর চক্রবৃদ্ধি ব্যয় সংকোচ নিমিত্ত। উক্ত সিএসই থেকে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারসমূহ তালিকামুক্ত হওয়ার ফলে শেয়ারহোল্ডারদের দেশব্যাপী প্রবেশাধিকারের সুযোগ ব্যতীতই, যেহেতু কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারসমূহ জাতীয় লেনদেন কেন্দ্র বিএসই (বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ) তালিকাভুক্ত থাকছে। সিএসই থেকে ইকুইটি শেয়ারসমূহ তালিকামুক্তির পর কোম্পানির মূলধন কাঠামোয় কোনও পরিবর্তন হবে না। সিএসই থেকে ইকুইটি শেয়ারসমূহ তালিকামুক্তির পর বিনিয়োগকারীগণ কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া ভোগ করবেন না।

শ্রী কৃষ্ণ পেপার মিলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লি এর পক্ষে

স্বা/-

ঋতিকা প্রিয়াম

স্থান : নিউ দিল্লি — কোম্পানি সেক্রেটারি তথা প্রয়োগ আধিকারিক

তারিখ : ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ — সদস্য নং : এ৫৩৫০২

পাকশির চারদিনব্যাপি ঐতিহাসিক মাহফিল শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বুধবার শুরু হয়েছে পাকশির ঐতিহাসিক ৪ দিনের ঐতিহ্যবাহী মাহফিল। ফুরফুরার প্রতিষ্ঠিত পাকশির ঐতিহাসিক ইসলামী জলসা এবার ৭৩ বছরে পদার্পণ করেছে। সভার সূচনা করেন ফুরফুরার গদ্দিনশীন পীর শায়খুল হাদিস শায়খ মিশকাত সিদ্দিকী। উপমহাদেশের প্রখ্যাত ওয়ায়েজীন পীর সাহেব এদিন উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কিছু মূল্যবান উপদেশ দিলেন। সভায় হাজির হয়েছিল বেশিরভাগ জেলার হাজার হাজার মানুষ। ফুরফুরার পীর বড় হুজুর সভা কায়েম করেছিলেন। বর্তমান সমগ্র প্রধান দায়িত্ব পালন করছেন পীর মিশকাত সিদ্দিকী সাহেব। পীর মতিউল্লাহ ও পীর আবদুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী, পীরজাদা মুজাহিদ সিদ্দিকী, পীরজাদা মোস্তফা সিদ্দিকী ও পীরজাদা আয়াতুল্লাহ সিদ্দিকী সহ অন্যান্য পীর সাহেবগন বক্তৃতা রাখেন। এখানে বিনামূল্যে অনাথ শিশুদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে। উচ্চ ও আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে।

কুম্ভস্নান যাওয়ার পথে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা, মৃত ২, আহত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: কুম্ভ যাওয়ার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জনের। এই ঘটনায় দুটি পরিবারের চার মহিলা সহ মোট ৬ আহত হয়ে আসানসোল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটে বুধবার গভীর রাত্রে। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের অযোধ্যা গ্রাম থেকে একই পরিবারের ৮ জন একটি গাড়ি করে মহামুণ্ডে স্নান করার উদ্দেশ্যে প্রয়াগরাজ যাচ্ছিলেন। পথে কুলটি থানার চৌরঙ্গী মোড়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়িটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। গাড়ির চালক সোমনাথ চক্রবর্তী জানান, একটি লরি তাদের গাড়িকে ধাক্কা মারে। তারপর গাড়িটি একটি দাঁড়িয়ে থাকা কন্টেনারে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় শান্তনু মুখোপাধ্যায় (৬৫), শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় (৬০) নামে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতরা সম্পর্কে শালা জামাইবাবু। আহতরা হলেন মৃত শান্তনু বাবুর স্ত্রী মনসা মুখোপাধ্যায়, ছেলে সৌরভ মুখোপাধ্যায়, পুত্রবধূ অনন্যা মুখোপাধ্যায়, মৃত শৈলেন বাবুর স্ত্রী রুম্পা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শৈলেন বাবুর নিকট আত্মীয় শিউলি কর্মকার ও চালক সোমনাথ চক্রবর্তী। এরমধ্যে শিউলি কর্মকারের অবস্থা সংকটজনক।

পুলিশ মৃতদেহ আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। আহতরা জেলা হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। উল্লেখ্য, প্রয়াগরাজ ও দিল্লি স্টেশন ছাড়াও কুম্ভ স্নানে একাধিক দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে দেশজুড়ে।

আস্তাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি. নং.-২৫ এইচ.জি. তারিখ- ১১.০৯.১৯৪৬

আস্তাড়া, তারকেশ্বর, হুগলী

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৮৪৮ তারিখ ২৬.০৭.২০২৪ মোতাবেক এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে আস্তাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য ও সদস্যাগনকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরাজীর ২৩.০৩.২০২৫ রবিবার আস্তাড়া বীনাপানি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন যোগ্য সদস্য সংখ্যা ৯(নয়)। এর মধ্যে অসংক্ষিত ৬, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ২ এবং তপঃজাতি।উপজাতির জন্য ১। উক্ত সভায় সমিতির সহকারী নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক অত্র সমবায় সমিতির নির্বাচন প্রক্রিয়া সকাল ১১টা হইতে দুপুর ২টো পর্যন্ত সম্পন্ন হবে (প্রয়োজন হলে)। অত্র সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যাগনকে উক্ত তারিখে, উক্ত স্থানে এবং উক্ত সময় উপস্থিত থাকিয়া পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নারায়ণ চন্দ্র মাইতি

সম্পাদক

আস্তাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule for B.O.D. Election)

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৮৪৮ তারিখ ২৬.০৭.২০২৪ মোতাবেক এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে আস্তাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য ও সদস্যাগনকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরাজীর ২৩.০৩.২০২৫ রবিবার আস্তাড়া বীনাপানি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে (প্রয়োজন হলে)। নির্বাচনী নির্ঘন্টটি নিম্নে দেওয়া হল-

ক্র.নং. (Sl.)	বিষয় (Subject)	তারিখ (Date)	সময় (Time)	স্থান (Place)
১	মনোনয়ন বিলি (Distribution of Nomination)	২৪.০২.২০২৫ হইতে ২৫.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
২	মনোনয়নপত্র পেশ (Filling of Nomination Papers)	২৪.০২.২০২৫ হইতে ২৫.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
৩	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা Scrutiny of Nomination Papers)	২৭.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
৪	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Canditates)	২৭.০২.২০২৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর	১. তারকেশ্বর B.D.O. অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ড
৫	প্রার্থীপদ/ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ (Last Date of Withdrawl of Candidate Nomination)	২৮.০২.২০২৫	বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
৬	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Candidates)	২৮.০২.২০২৫	বৈকাল ৩টার পর	১. তারকেশ্বর B.D.O. অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ড
৭	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান (প্রয়োজনে) Date, Time & Place) of Poll (If Required)	২৩.০৩.২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত	আস্তাড়া বীনাপানি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮	ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ (Counting of Voted and Declaration of Result)	২৩.০৩.২০২৫	ভোট শেষের পর	আস্তাড়া বীনাপানি প্রাথমিক বিদ্যালয়

WBCS এবং **Rules** অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে। পরিচালকমন্ডলী সংখ্যা ও সংরক্ষন নিম্ন বর্নিত তালিকা অনুযায়ী হইবে।

পরিচালকমন্ডলী	সংখ্যা
মোট যত জন পরিচালকমন্ডলী নির্বাচিত হবেন তার সংখ্যা	৯(নয়)
যার মধ্যে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত	২(দুই)
তপঃজাতি/ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত	১(এক)

তাং ঃ ১৯.০২.২০২৫

স্থান ঃ আস্তাড়া, তারকেশ্বর, হুগলী

(প্রলয় বিশ্বাস) — সহকারী রিটার্নিং অফিসার — আস্তাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

(রাফসান জানি মোল্লা) — সহকারী রিটার্নিং অফিসার — আস্তাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

মহানন্দা নদীর উপর পাকা সেতুর দাবিতে গ্রামবাসীদের আন্দোলন

টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুরাতন মালদায় মহানন্দা নদীর উপর পাকা সেতুর দাবিতে গ্রামবাসীদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। গত তিনদিন ধরে পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর এলাকায় শতাধিক গ্রামবাসীরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই এলাকার গ্রামীণ সড়কে টায়ার জ্বালিয়েই রীতিমতো বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় গ্রামবাসীরা। মহানন্দা নদীর ওপর পাকা সেতুর দাবিতেই মূলত সোচ্চার হয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। এদিন দুপুরে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে সোচ্চার হোন গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভের খবর জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। কিন্তু পুলিশের সামনেও বিক্ষোভকারীরা, নিজেদের দাবিতে অনড় থাকে। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, এই এলাকায় মহানন্দা নদীর ওপর পাকা সেতু না হলে আন্দোলন আরও বৃহত্তর হবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার মহানন্দা নদীর একদিকে পুরাতন মালদা ব্লক। অপরদিকে রয়েছে রতুয়া ২ ব্লকের পীরগঞ্জ এলাকা। বর্তমানে বাঁশ ও চাটাইয়ের কাঁচা অস্থায়ী সেতু দিয়ে গ্রামবাসীদের পারাপার করতে হয়। তার জন্য তাদের টাকাও দিতে হয়। পাকা কংক্রিটের সেতুর দাবিতেই এই বিক্ষোভ শুরু করেছেন গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, যতক্ষণ জেলা প্রশাসন প্রতিশ্রুতি না দেবে তারা তাদের আন্দোলন চালাবে।

এদিন বিক্ষোভকারী জিসান আহমেদ বলেন, এর আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল পাকা সেতু বানিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। আর সেই কারণেই গ্রামবাসীরা এই বিক্ষোভ শুরু করেছেন। বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়েছিল পাকা সেতু গড়ে তোলার কিন্তু। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

এদিকে এবিষয় রাজ্য তৃণমূলের সহ-সভাপতি কথা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, ওই এলাকায় বিজেপির সাংসদ রয়েছেন। গ্রামবাসীরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হন নিশ্চয়ই ব্রিজ হবে।

যদিও তৃণমূলের এই মন্তব্যকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। দলের জেলার সহ-সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি বলেন, ভোটের পাওয়ার জন্য তৃণমূল প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছে। কাজের কাজ কিছু করতে পারেনি।

বর্ধমানে শুরু হল বইমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পেরিয়েছে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। বর্ধমান জেলা সদরেও অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে অভিযান গোষ্ঠীর বইমেলা। আউশগ্রামের প্রত্যন্ত জঙ্গলমহল এলাকার অনেক বইপ্রেমীর সেই বই মেলায় যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এবার

তাঁদের বাড়ির কাছে হাতের নাগালের মধ্যে অনুষ্ঠিত হল বইমেলা। এই বইমেলার জ্বরে কাঁপছে আউশগ্রামের জঙ্গলমহল এলাকা। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া এই বইমেলা চলবে ছয়দিন ধরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আউশগ্রামের 'সহজ সেবা ও সংস্কৃতি শিক্ষা মিশনে'র উদ্যোগে এই বইমেলায় থাকছে নানা আয়োজন। আয়োজকেরা জানান, প্রায় ৬০টি প্রকাশনা সংস্থার স্টল থাকছে মেলায়। তাছাড়া প্রতিদিনই থাকছে কিছু না কিছু অনুষ্ঠান। ক্যুইজ, নাচ, গানে অংশ নেবে স্থানীয় স্কুলের পড়ুয়ারা। এছাড়া ভারতীয় ডাক বিভাগের তরফে আধার কার্ড সংক্রান্ত স্টল করা হয়েছে। সেখানে নতুন আধার কার্ড তৈরি থেকে বিভিন্ন সংশোধনের আবেদন করা হচ্ছে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে মেলার উদ্বোধন করেন কথা সাহিত্যিক সায়ন্তনী পূততুণ্ড। উপস্থিত ছিলেন আউশগ্রাম ২-ব্লকের বিডিও চিন্ময় দাস, জয়েন্ট বিডিও রামপ্রসাদ সাহা সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সাহায্যার্থে বনকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বোঝাই টোটো বিকল হয়ে গেল জঙ্গলের মাঝে। এতে দুশ্চিন্তায় পড়ে পরীক্ষার্থীরা। এমন ঘটনা নজরে আসতেই ওই সমস্ত পরীক্ষার্থীদের নিজেদের গাড়িতে করে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিলেন বনকর্মীরা। আর এই ঘটনা জানাজানি হতেই বৃহস্পতিবার তাদের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা। জানা গিয়েছে, বন্যপ্রাণীদের হাত থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা যাতে সুরক্ষিত থাকে সেজন্য জঙ্গলের রাস্তায় নজরদারি চালাচ্ছিলেন বনকর্মীরা। আর এদিন গুসকরা রেঞ্জের অধীনস্থ ওই সমস্ত বনকর্মীদেরই বিষয়টি নজরে আসে। প্রতাপপুর ডাঙাপাড়া হাইস্কুলের পাঁচজন পরীক্ষার্থী একটি টোটোতে চড়ে এড়াল অঞ্চল হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল। তখনই টোটো বিকল হয়ে যাওয়ায় এমন বিড়ম্বনায় পড়ে পড়ুয়ারা। তাদের দেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় বন কর্মীরা। বন কর্মীদের সাহায্য পেয়ে তারা বনকর্মীদের ভূমিকায় আপ্লুত।

মাধ্যমিক পরীক্ষা সেন্টারের কাছে বিকিকিনি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: বৃহস্পতিবার ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ লগ্ন। মেইন সাবজেক্টের শেষ দিন। এরপর অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট। ফলে অনেক ছাত্রছাত্রীকে এরপর আর পরীক্ষা দিতে পাওয়া যাবে না। হাওড়ার বাগনানের মুর্গাবেড়িয়া নজরুল বিদ্যাপীঠের মাঠে অভিভাবকদের জন্য তৈরি টেন্টে দেখা গেল এক অভিনব দৃশ্য। এখানে গত কয়েকদিন ধরে মাধ্যমিক চলাকালীন বসছে বিকিকিনির হাট। যা ক্ষণিকের জন্য হলে ও কর্মসংস্থান জুগিয়েছে কিছু মানুষকে। যাকে কুর্ণিশ জানিয়েছে বাঙালপুরের মানুষ ও এই সেন্টারে আসা অভিভাবকরা। জানা গিয়েছে, এদের অনেকের সন্তানই এবার মাধ্যমিক দিচ্ছে। নহলার সবজি বিক্রেতার সন্তানও এবার মাধ্যমিক দিচ্ছে। আবার তিনিই অতিরিক্ত আয়ের আশায় এখানে সবজি বিক্রি করছেন। আবার কেউ বিক্রি করছেন ছোটখাটো গৃহস্থালীর সামগ্রী। যা অবসর সময়ে কিনছেন অভিভাবকরা। ফলে মাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে অভিনব কর্মসংস্থান দেখা গেল হাওড়ার এই সেন্টারটিতে। মুর্গাবেড়িয়াত্র নজরুল বিদ্যাপীঠের পরিচালন সমিতির সভাপতি আশিক রহমান জানান, 'প্রতিদিনই বাগনানের বিধায়ক অরুণাভ সেনের নির্দেশে অভিভাবকদের জল, চা, বিস্কুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এইভাবে একটি কর্মসংস্থান গড়ে উঠবে তা ভাবিনি। আমরা খুশি কয়েকদিনের জন্য হলেও এই সেন্টারকে ঘিরে কিছু পয়সা মানুষ রোজগার করেছে।'

দরিদ্র বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে তিন যমজ বোন একসঙ্গে দিল মাধ্যমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: জামালপুর ব্লকের সাদিপুর গ্রামের বাসিন্দা মঙ্গলা পাল। পেশায় তিনি দিন মজুর। ওই গ্রামের মনিন্দ ওরফে মঙ্গলা পালের তিন যমজ কন্যা রিয়া, সুপ্রিয়া ও পাপিয়া এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। ছোট থেকেই মাটির ঘরে

থেকেই তারা চালিয়ে যাচ্ছে পড়াশুনা। তারজন্য তাদের কোনও দুঃখ নেই। তার জানে জীবনে লড়াই তাদের করতেই হবে। তবে অসহায় তাদের বাবা। কিছুতেই তিনি আর ভাত জোগাড় করতে পারছেন না। লেখাপড়া শেখাবেন কি করে সেই নিয়েই দুঃশ্চিন্তায় পড়েছেন। এমনিতেই তাদের অবস্থা নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এই পরিস্থিতিতে 'শিক্ষা' তাদের কাছে বিলাসিতা ছাড়া কিছুই নয়। বাবা হিসাবে মঙ্গলা এই মুহূর্তে বড়ই অসহায়। তিন মেধাবী কন্যার পড়া চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তিন কন্যা সাদিপুর ধর্মদাস সিংহ স্মৃতি বিদ্যানিকেতনের ছাত্রী। পরীক্ষার সিট পড়েছে বনবিবি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। তিন জনের পরীক্ষা ভালো হয়েছে বলে তারা জানিয়েছে। কিন্তু অর্থাভাবে এখন ওই তিন মেধাবী বোনের আগামী ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে।

বাবা মঙ্গলা পেশায় একজন কুমোর। অন্যের জমিতে দিনমজুরি করে কোনওভাবে সংসার চালিয়ে যাচ্ছে। তিন মেয়েকে কোনওভাবে মাধ্যমিক পর্যন্ত টেনে নিয়ে এসেছেন তিনি। এর পর তাদের লেখাপড়া কি ভাবে হবে তা তার জানা নেই। সরকার ও মানুষদের কাছে তার সবিনয় আবেদন কিছু আর্থিক সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসে। যদি কিছু আর্থিক সাহায্য পায় তাহলে এই তিন কন্যা হয়তো ভবিষ্যতে দেশের বড় সম্পদ হয়ে উঠতে পারে বলে তার দাবি।

মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থতা কামনা করে পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুস্থতা কামনা করে মন্দিরে পুজো দিলেন প্রাক্তন তপসিয়া অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি তথা জেলার নেতা নিরঞ্জন দাস। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলার অন্যতম তৃণমূলের নেতা নিরঞ্জন দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের শতাধিক নেতাকর্মীদের নিয়ে মন্দিরে পুজো দেন। জানা গেছে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্যতম জাগ্রত প্রাচীনতম মন্দির হাতিখেদা মন্দির। সেই মন্দিরে এদিন তৃণমূল নেতা নিরঞ্জন দাস সহ তৃণমূলের কর্মীরা গিয়ে পুজো দেন।

কর পুনরুদ্ধার অধিকারীর কার্যালয়, আসানসোল

আয়কর ভবন, ১১৬ বিবেকানন্দ সারণী, আসানসোল, পিন-৭১৩৩৪১,

নিম্ন সাক্ষরকারী ১৯৬১র আয়কর আইন দ্বিতীয় শিডিউলে বর্ণিত নিয়ম ৪৮ অধীনে নিমোক্ত স্থাবর সম্পত্তির ক্রোক করিয়াছেন| জনসাধারন কে জানানো যাইতেছে যে, (১৯৬১র আয়কর অধিনিয়ম অধীন) আয়কর দপ্তরের বকেয়া উসুলের জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উল্লেখিত চার্জযুক্ত সম্পত্তির নিলাম "যেখানে যে অবস্থায় আছে" এবং "যেখানে যাহা কিছু আছে" ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইবে :

খেলাপি এসেসির নাম		সংরক্ষিত মূল্য -	অংশ গ্রহনের জন্য অনুরোধ পত্র/অনুমোদন	নিলামের তারিখ ও সময়
মেসার্স যুগান্তর রিয়েলিটি লিমিটেড, (প্যান নং:, AACCJ3436C) ম্যানেজিং ডিরেক্টর অজয় চক্রবর্তী এবং সুজয় চক্রবর্তী, উভয়ের পিতা: কালিপদ চক্রবর্তী, নিবাস: গোপালপুর, পো: কেজাকুড়া, থানা: বাঁকুড়া, জেলা: বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৩৯	(ক)বকেয়া আয়করের পরিমান যাহার জন্য সম্পত্তি বিক্রিত হইবে :- ৯,৬৩,০২,৮৬৯টাকা(ITCP-1) + সুদ ২২০(২) ধারামতে+প্রাসঙ্গিক খরচ (খ) ডিমান্ড নোটিসের তারিখ (ITCP-1) :- ০৪.০৯.২০১৭ (গ) দখলের তারিখ :- ২৪.০৯.২০১৯ (ঘ)সম্পত্তির দলিল মালিকের নাম:মেসার্স যুগান্তর রিয়ালিটি লিমিটেড, ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণ :- অজয় চক্রবর্তী এবং সুজয় চক্রবর্তী. আর এস প্লট্ নং : ৪৮৫, ৪৮৭, ৪৮৯ এরিয়া : ৮২ ডেসিমেল	৬৩,৯১,৫০০ বায়না জমা - ১৫,৯৭,৮৭৫ বৃদ্ধির পরিমাণ - ১০,০০০	পত্র/বায়না জমার ব্যাঙ্ক ড্রাফট এবং প্যান কার্ড ইত্যাদি দাখিলের তারিখ ও সময়- **২৬/০৩/২০২৫** সকাল ১১.৩০ মিনিট	- **২৬/০৩/২০২৫** দুপুর ১২.৩০ মিনিট
	সম্পত্তির বিবরণ : জেলা পশ্চিম বর্ধমান থানা আসানসোল মৌজা হাটগাড়ুই অধীন জে এল নং ১৩ আর এস খতিয়ান নং ২৯১ এল আর খতিয়ান নং ২৯৫ নিম্নবর্ণিত সর্বমোট ৮২ ডেসিমেল কৃষিজমি (জমির শ্রেণী:- ডাঙ্গা)			

নিলাম "যেখানে যে অবস্থায় আছে" এবং "যেখানে যাহা কিছু আছে" ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইবে| নিলাম আয়কর দপ্তরের আয়কর ভবন, ১১৬ বিবেকানন্দ সারণী, আসানসোল, পিন-৭১৩৩৪১, **২৬/০৩/২০২৫** তারিখে বেলা ১২.৩০ মিনিটে- এ অনুষ্ঠিত হইবে| আগ্রহী ক্রেতা/ডাক দাতাগনকে কোনও রাষ্ট্রায়াত্ত বা সিডিউল বাঙ্কের উপর কাটা ডিমান্ড ড্রাফ্ট Pr. Commissioner of Income Tax, Asansol-এর অনুকূলে তাদের বায়না আকারে (২৫ শতাংশ) জমা দিতে হইবে| সফলকাম ডাক দাতার বায়নাজমা বিক্রয়মূল্যের অংশবাবদ রাখিয়া দেওয়া হইবে এবং অসফল ডাক দাতার বায়না জমা ফেরত দেওয়া হইবে| বায়না জমা উপর কোনরূপ সুদ বর্তাইবে না| সফলকাম ডাকদাতাকে অবিলম্বে আধিকারিক কর্তৃক নির্ধারিত ডাকমূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হইবে এবং বিক্রয়মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ ১৫ দিন অথবা সম্মতমতে সম্পসারিত মেয়াদের মধ্যে জমা দিতে হইবে| সফলকাম ডাক দাতা অর্থ জমা দিতে অপারগ হইলে ইতিমধ্যে জমা দেওয়া সমগ্র অর্থ হইতে ঐ দিনের নিলাম বাবদ সমস্ত মূল্য বাদ দিয়া বাকি অর্থ ফেরত দেওয়া হইবে এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে তোলা হইবে এবং খেলাপকারী ডাকদাতার সম্পত্তি/অর্থের উপর কোনও দাবী বা অধিকার থাকিবে না | কর পুনরুদ্ধার অধিকারীর সর্বোত্তম তথ্যমতে সম্পত্তির উপর কোনও দায় নাই| অবশ্য, আগ্রহী ডাকদাতাগণ তাহাদের ডাক দাখিলের পূর্বে সম্পত্তিকে প্রভাবিত করিয়া থাকে এইরূপ দাবী/অধিকার/বকেয়া এবং নীলামে তোলা সম্পত্তির দায়, সত্ব সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে নিজ খরচে খোঁজখবর করিতে পারেন| আগ্রহী ক্রেতা এই সম্পত্তির জন্য নিজ ব্যবস্থায় সম্পত্তি পরিদর্শন করিতে পারেন| সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য আগ্রহী ডাকদাতাগণ নিমোক্তর সঙ্গে যোগাযোগ করিতে পারেন| এই নিলাম বিজ্ঞাপনে এমন কিছু নাই ও এমন কিছু থাকিতে পারে বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলিবে না যাহা আয়কর বিভাগের পক্ষে কোন বক্তব্য বা অঙ্গীকার বলিয়া গণ্য হইবে| সম্পত্তি আয়কর বিভাগের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যাবতীয় বর্তমান এবং ভবিস্যত দায়সহ বিক্রয় করা হইবে | আধিকারিক কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবী বা অধিকার বা বকেয়ার জন্য কোনও ভাবে দায়ী হইবে না| এই বিক্রয় আয়কর আইন ১৯৬১র অধীনে নির্ধারিত নিয়ম বা সর্তসাপেক্ষে হইবে| *প্রস্তাবিত নিলাম বাতিল করা বা মুলতবি রাখা সম্পূর্ণভাবে কর আদায় আধিকারিক আসানসোলের বিবেচনাধীন|*

কর পুনরুদ্ধার অধিকারী, আসানসোল,

আরও অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন :- টি আর ও, আসানসোল, ঠিকানা : আয়কর ভবন, ১১৬ বিবেকানন্দ সারণী, আসানসোল, পিন-৭১৩৩৪১,

স্ত্রীর উপর যৌন নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতেই হজরতকে খুন করেছিল জলিল, দাবি পুলিশ সুপারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: স্ত্রী সুফিয়ার উপর হওয়া যৌন নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতেই খুন। স্ত্রীকেই টোপ করে তাকে দিয়েই ফোন করিয়ে মদের পার্টি করার প্রলোভন দেখিয়েই হজরতকে ডেকে এনে খুন করে জলিল। পূর্বপরিকল্পনা মতো মহম্মদ জলিল গাজি ও তার স্ত্রী সুফিয়া বিবি মিলেই হজরত লসকরকে খুন করেছিল। খুনের আগে অস্ত্রে ধার দিয়ে, কেরোসিন কিনে বাড়িতে মজুত করেছিল জলিল। শুধু তাই নয়, দেহ যাতে শনাক্ত না করা যায় তার জন্যই মুণ্ডু কেটে অন্যত্র ফেলে দিয়েছিল তারা। হজরতের হাতের ট্যাটুই দেহ শনাক্ত ও খুনিদের ধরতে সাহায্য করেছে বলে দাবি তদন্তকারী পুলিশদের। বৃহস্পতিবার বারাসাত পুলিশ জেলার সুপার পতিক্ষা ঝারখ রিয়া বারাসাতের ময়নাতদন্তের পর সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই জানান। এদিন তিনি আরও বলেন, খুনে ব্যবহৃত হাতুড়ি ও হাঁসুয়া পুলিশ উদ্ধার করেছে। তবে হজরতের মোবাইল ফোন পুলিশ এখনও উদ্ধার করতে পারেনি। ঘটনার দিন অর্থাৎ ২ ফেব্রুয়ারি দুপুর তিনটে নাগাদ হজরত তার গাইঘাটার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। স্ত্রীকে বলেছিল বামনগাছিতে জলিলের বাড়ি যাচ্ছি, সকালেই ফিরে আসব। গাইঘাটা থেকে বাসে করে এসে বারাসাতের গেঞ্জি মিলের কাছ থেকে মদ, চিপস কিনে বামনগাছি স্টেশন সংলগ্ন জলিলের ভাড়া বাড়িতে এসেছিল হজরত। সেখান থেকে সন্ধ্যা নাগাদ মদের পার্টি করতে বাজিতপুরের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সকলে মিলে। আনুমানিক রাত সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে হজরতকে খুন করে জলিল ও তার স্ত্রী সুফিয়া। প্রথমে পেছন থেকে হাতুড়ির দিয়ে আঘাত করে সুফিয়া। পরে হজরতের মুণ্ডু কেটে ফেলে। পরের দিন তিন তারিখ ভোরে মুণ্ডুহীন দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সুপার খুনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, জলিল ও হজরত দু'জনই অপরাধ জগতের লোক। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা আছে। তাদের ছুরির মালের ভাগবটরা নিয়ে গন্ডগোল ছিল। হজরত পুলিশকে খবর দিয়ে কয়েকবার দলের লোকেদের ধরিয়ে দিয়েছিল। ফলে আগে থেকেই হজরতের উপর রাগ ছিল জলিলের। তবে খুনের মূল কারণ জলিলের স্ত্রী সুফিয়ার উপর হজরতের বারংবার যৌন নির্যাতন। এই বিষয়টি মেনে নিতে না পারায় স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলেই পরিকল্পনা করে হজরতকে খুন করে। খুনের ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে বামনগাছি স্টেশন সংলগ্ন কচুবনের মধ্যে হজরতের মুণ্ডু ফেলে দিয়েছিল তারা।

আবারও সক্রিয় কয়লা পাচারকারীরা, জামুরিয়ায় চলছে লাগামছাড়া কয়লা পাচার, উদাসীন প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: আবারও সক্রিয় হয়ে উঠল কয়লা কারবারীদের দৌরাত্ম্য। দিনে দুপুরে চলছে রমরমা কয়লার কারবার। দু'চাকা গাড়ির দ্বারা প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে পাচার হচ্ছে, বস্তাবন্দি টন টন কয়লা। এই কয়লা কারবারে রয়েছে কার হাত? কার মদতে বস্তা বস্তা বাধা হচ্ছে কয়লা যা দু'চাকা গাড়ি করে পাচার হয়ে যাচ্ছে ভিন জেলায়। ঘটনাটি জামুরিয়া থানার কেন্দা ফাঁড়ির অন্তর্গত কেন্দা গ্রামের একটা খোলা মুখ খনির। প্রকাশ্য দিবালোকে কেন্দা খোলা মুখ খনি থেকে কয়লা চুরি করে বস্তায় বেঁধে মজুত করা হচ্ছে কেন্দা গ্রামের বিভিন্ন জায়গায়। তারপর সেই কয়লা রাতের অন্ধকারে পিকআপ ভ্যান গাড়ির মাধ্যমে চলে যাচ্ছে এলাকার বিভিন্ন ইটভাটায়, রানিগঞ্জের রোনাই, ধান্ডাডিহি, বীরভূম, বাঁকুড়া সহ জামুরিয়ার বিভিন্ন এলাকায়। উল্লেখ্য কেন্দা গ্রাম থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে জামুড়িয়া থানার কেন্দা ফাঁড়ি। প্রকাশ্য দিবালোকে টন টন কয়লা হচ্ছে পাচার অথচ পুলিশের নজরে কিছুই আসছে না এটা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন? এমনকী প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে সেই কয়লা রাতের অন্ধকারে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে পাচার করা হচ্ছে গাড়ির মাধ্যমে। প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি প্রশাসন বিষয়টা এড়িয়ে চলছে? নাকি প্রশাসনের নজরে পড়ছে না?

প্রসঙ্গত মাস খানেক আগে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইসিএলের সিকিউরিটি দল কেন্দা গ্রামের ভগবতী মন্দির এলাকায় হানা দিয়েছিল, কিন্তু সেই খবর চাউর হতেই ভগবতী মন্দিরের সংলগ্ন জায়গায় যে বস্তা বন্দি মজুত করা কয়লা ছিল সেটি পাচারকারীরা সরিয়ে দেয়, এমনকী ওই মজুত কয়লা সুরক্ষা কর্মীরা বাজেয়াপ্ত করতে গেলে তাদেরকে জানান এটা বিয়ে বাড়ির কয়লা। তাহলে কি একটা বিয়ে বাড়িতে এতটাই কয়লা লাগে যে টন টন কয়লা মজুত রাখতে হবে। ঘটনাকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়।

এ বিষয়ে জামুরিয়া মণ্ডলের বিজেপি নেতা জানান, বেপরোয়াভাবে এভাবে কয়লা চুরির পেছনে রয়েছে শাসকদলের হাত। অন্যদিকে কেন্দা অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সন্দীপ ব্যানার্জি জানান, বিজেপির তোলা অভিযোগ মিথ্যা। তিনি বলেন, এটা ইসিএল এর ব্যাপার, তাই ইসিএল কর্তৃপক্ষকেই এই চুরি আটকাতে হবে।

লালগড়ের হত্যা মামলায় এনআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ২০১০ সালে লালগড়ের মুচিপাড়ায় প্রবীর মাহাতোকে খুনের মামলায় বৃহস্পতিবার দুপুরে লালগড় থানার ভুলাগেড়িয়া থেকে সন্তোষ মাহাতকে গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ। এই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত জনসাধারণের কমিটির প্রাক্তন মুখপাত্র ছত্রধর মাহাতো সহ ৩৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয় এনআইএ। এদিন গ্রেপ্তার হওয়া সন্তোষ মাহাতো বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি অনুপ মাহাতোর বাবা। সন্তোষ মাহাতোর স্ত্রী অনিতা মাহাতো জানান, দুপুর ১২ টা নাগাদ একটি পুলিশ গাড়ি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়ায়। এরপরেই সন্তোষবাবুর খোঁজ করেন এবং গাড়িতে তুলে এলাকা ছেড়ে চলে যায়। পরিবার সূত্রের খবর, এর আগেও একাধিক বার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা তাদের বাড়িতে এসেছেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য সন্তোষ বাবুকে নিয়ে যেতে পারেননি।

জানা গেছে, লালগড়ের একাধিক মামলার তদন্ত করছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। এর আগে লালগড় থেকে ছত্রধর মাহাতোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ সন্তোষ মাহাতোকে এর আগে একাধিকবার তলব করেছিল। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। তাই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরিবার সূত্রে খবর, সন্তোষ মাহাতো দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল করতেন। কিন্তু তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ থাকায় আদালতে উপস্থিত থাকতে পারেননি। দলের কাছ থেকে কোনও সহযোগিতাও পাননি।

নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পাঁচ বছরের নাবালিকা কন্যার সঙ্গে লুকোচুরি খেলার নাম করে যৌন হেনস্তার অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রতিবেশী যুবক, বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানা এলাকায় নাবালিকা কন্যাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রতিবেশী যুবক। ১৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলে এক নাবালিকা কন্যাকে গ্রামেই তার মামা বাড়িতে রেখে পাশে সেলাইয়ের কাজ করতে গিয়েছিল নাবালিকা কন্যার মা। সেই সুযোগে বাড়িতে একা পেয়ে ওই নাবালিকা কন্যার সঙ্গে প্রতিবেশী এক যুবক যৌন হেনস্তা করে বলে অভিযোগ। এরপর ওই নাবালিকা কন্যার পরিবারের লোকজন ওইদিনই সন্ধেবেলা ইন্দাস থানা একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাবালিকা কন্যার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর পর একটি পকসো আইনে মামলা রুজু করে ইন্দাস থানার পুলিশ। এরপর অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ এবং বিষ্ণুপুর মহাকুমা আদালতে তোলা হয় অভিযুক্ত যুবককে। মহামান্য আদালতে একদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয় অভিযুক্ত যুবককে। ফের অভিযুক্ত যুবককে পুনরায় বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

জলাতঙ্কে নাবালকের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: চলতি মাসের ১২ ফেব্রুয়ারি বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে জলাতঙ্কে মৃত্যু হয় জয়পুর থানা এলাকার ডাঙ্গরপাড়ার বাসিন্দা ঋজু লোহার নামের ১২ বছরের এক বালকের। মৃত্যুর ঘটনার তিন মাস পূর্বে একদিন ওই নাবালক স্কুলে যাচ্ছিল ঠিক তখনই একটা পাগলা কুকুর ছুটে এসে তাকে কামড় দেয়। তড়িঘড়ি পরিবারের লোকজন অসুস্থ ওই বালককে পাশের গ্রামে বেলিয়াড়াতে নিয়ে যায় বলরাম কুণ্ডু নামের এক ওঝার কাছে। অভিযোগ সেখানে ওঝা তাকে ঝাড়ফুঁক করে এবং মন্ত্রপুত চুন লাগিয়ে দেয় এবং ওই বালকের মা-বাবাকে বলে ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন নেই ঠিক হয়ে যাবে। তার তিনমাস পর মর্মান্তিক পরিণত হয় ওই নাবালকের। নজরে আসে বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের। এরপর বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলার ডেপুটি সিএমওএইচটু এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গ্রামে গিয়ে বিষয়টি তদন্ত করে দেখে, সেই রিপোর্ট হাতে আসার পরেই ওঝার বিরুদ্ধে বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ওঝা বলরাম কুণ্ডুর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর জয়পুর থানার পুলিশ ওঝাকে গ্রেপ্তার করে। পরে ওই ওঝাকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

স্কুল চলাকালীন সহপাঠীর ঘুষিতে মৃত্যু ছাত্রের, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: স্কুল চলাকালীন সহপাঠীর বেদম প্রহারে মৃত্যু হয় ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম অভিনব জালান (১৫)। চাঁপদানী আর্য বিদ্যাপিঠ স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র সে। ঘটনার পরেই অভিযুক্ত ছাত্র পালায়। তবে পালিয়ে বাঁচতে পারল না সে। কয়েক ঘণ্টার ভিতর তাকে পাকড়াও করে পুলিশ। মুহূর্তে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় স্কুলে। প্রচুর পুলিশ মোতায়েনও করা হয়। সূত্রের খবর, হঠাৎ ক্লাসের মধ্যেই শুরু হয় মারপিট। অভিনবের বুকে ঘুষি মারে অন্য জন। তাতে যন্ত্রণায় মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ে অভিনব। কিছু ক্ষণের মধ্যে জ্ঞানও হারায় সে। সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গাস ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে গেলে অভিনবকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : সরিস্থা এগ্রি এলএলপি** **ঠিকানা :** আমলা পাড়া বাই লেন, জৈন মন্দির গলি পুরুলিয়া এর নিকট, পো এবং থানা : জেলা : পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ। **অংশীদারগণ : ১) শ্রী রীতেশ আগরওয়ালা,** পিতা শ্রী হরি শঙ্কর আগরওয়ালা, ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ২এ, টাওয়ার নং ২৭, তিনতলা, জেনেক্স ভ্যালি, ডায়মন্ড হারবার রোড, জোকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৪ **এবং ২) শ্রী গুঞ্জন আগরওয়ালা,** পিতা শ্রী হরি শঙ্কর আগরওয়ালা, ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ২এ, টাওয়ার নং ২৭, তিনতলা, জেনেক্স ভ্যালি, ডায়মন্ড হারবার রোড, জোকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৪ **এবং ৩) শ্রী রাহুল সরওগি,** পিতা স্বরূপ কুমার সরওগি, ঠিকানা : সরওগি হাউস, থানা লেন, ওয়ার্ড নং ১৩, পুরুলিয়া(এমসি), পশ্চিমবঙ্গ ৭২৩১০১।	ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন সার্ভে নং : জেএল নং ১৫৩, অবস্থিত মৌজা : কাঠালডিহা, হুটমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, খতিয়ান নং ৩৪৪, এলআর খতিয়ান নং ১১৭০, ১১৭১, ১১৬৮, ১১৬৬, আরএস/এলআর প্লট নং ৫৯২, কাঠালডিহা, ভাঙড়া মোড়ের নিকট, পো : বঙ্গাবাড়ি এবং থানা : পুরুলিয়া, পিন ৭২৩১৪১, পরিমাণ মোট এরিয়া : ১৩৩.৩৪ ডেসিমেল, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী সরিস্থা এগ্রি এলএলপি, স্বত্ব দলিল নং ১-৩২৬-২০২১ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত তারিখ ২৫ জানুয়ারি ২১, (বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৪০২-২০২১, পৃষ্ঠা ৬৪৬৬ থেকে ৬৪৯১, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ)। সম্পত্তি সরিস্থা এগ্রি এলএলপি এর নামে, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস আমলা পাড়া বাই লেন, জৈন মন্দির গলির নিকট, পুরুলিয়া, জেলা পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ পিন ৭২৩১০১। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সিংবাজার থেকে কেশরগড় পাকা রোড পর্যন্ত; দক্ষিণে : আরএস/এলআর প্লট নং ৫৯৪ এবং ৫৯৩ ; পূর্বে : অজয় কুমার ফোগলা এবং আনমোল ফোগলার জমি ;পশ্চিমে : আরএস/এলআর প্লট নং ৫৯১ এবং ৫৯৫।	১) ০৫.০৬.২০২৪ ২) ১৮.০২.২০২৫ ৩) ৪,০০,৭৯,২৮০.০০ টাকা (চার কোটি উনআশি হাজার দুশো আশি টাকা) টাকা এবং ০২.০৬.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য : ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে পূর্বের সকল নোটিশ বাতিল/প্রত্যাহার/তুলে নেওয়া হল। উক্ত আইনের সংস্থান অধীনে কোনওরকম বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী।
দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।
তারিখ - ১৮.০২.২০২৫
স্থান - পুরুলিয়া
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [৮(৬) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৪.০৩.২০২৫
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ১৭.০৩.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে** ২৪.০৩.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]
সংশ্লিষ্ট **১,৯৮,৭৩,১৯৩.৮৫ টাকা (এক কোটি আটানব্বই লাখ তিয়াত্তর হাজার একশ তিরানব্বই টাকা এবং পঁচাশি পয়সা)** ০২.০১.২০২৪ **অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং খরচ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **নিয়োগী অটোমোবাইলস, অংশীদারগণ এবং জামিনদাতাগণ : ১) দেবপ্রতীম নিয়োগী ২) শ্রীমীত দীপ্তি নিয়োগী কর্পোরেট জামিনদাতা : নিয়োগী অটো প্রা. লি.**-এর কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ : ৬৩৮.০০ লাখ টাকা বায়না জমা : **৬৩,৮০,০০০.০০ টাকা**
ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : **১,০০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : মেসার্স নিয়োগী অটো প্রাইভেট লিমিটেড-দলিল নং ১-৫৬৫০-২০০৬ সালের।
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত লিজ দলিল নং নং ১-৫৬৫০ তারিখ : ১০.১০.২০০৬ সম্পাদিত এডিএসআর দুর্গাপুর, বর্ধমান , মেসার্স নিয়োগী অটো (প্রা) লি এর অনুকূলে এবং তদস্থিত বহুতল ভবন এরিয়া ১৪০০০ বর্গফুট (আনুমানিক) ১৯০০০ বর্গফুট থেকে (আনুমানিক), সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক জমি এরিয়া পরিমাণ ৮.০০ কাঠা/বা ৫৭৬০ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত প্লট নং বাল্ক ব্লক/সেক্টর দক্ষিণ জি টি রোড, প্লট নং সিএস ৩৩৯৫(অংশ) মৌজা : ফরিদপুর, জেএল নং ৭৪, তৌজি নং ১, সিটি সেন্টার, থানা : দুর্গাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১৬, ১৯০০০ বর্গফুট জমির থেকে (আনুমানিক) জমির অংশ এবং ভবন বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত নয়:
ক) এরিয়া ১০৬৮ বর্গফুট একতলায় এবং ৩৯৩২ বর্গফুট দোতলায় এবং ৩০০ বর্গফুট একতলায় বিনা শুল্কে ব্যাবহার করা যাবে ডিজেল জেনারেটর, ট্রান্সফর্মার, ম্যান হোলস, আর্থ পিঠ এবং ফাইবার পাথ এর জন্য এবং এইচভিএসি এবং ওডিইউ এর বিনা শুল্কে ব্যবহার করা যাবে আনুমানিক ১০০ বর্গফুট পাশের দেওয়াল ঘেঁষে এবং ভি-স্যাট আনুমানিক ১০০ বর্গফুট ছাদে বিনা শুল্কে ব্যবহারের জন্য এবং অবিভক্ত লিজভুক্ত জমির যথাযথ অংশ ভোগ দখল এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত যা বিশেষভাবে সাবলিজ দলিলে বর্ণিত মতে : নং ১-০১৭১৭/১৫ তাং ২১.০৪.২০১৫ মেসার্স নিয়োগী অটো (প্রা) লি এবং রিলায়েন্স কর্পোরেট আইটি পার্ক লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ রেজিস্টার্ড অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -৩, কলকাতা সমীপে **এবং**
খ) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১০০ বর্গফুট একতলায় আর্থ পিঠ সংস্থাপন এবং ম্যানহোলস এবং ৩২০ বর্গফুট ছাদের উপর পোল/মাস্ট এবং ছাদের/টেরেসে সংস্থাপন আরও বিশেষভাবে চুক্তিতে উল্লিখিত মতে লাইসেন্স তাং ২৯.০৪.২০১৫অনুযায়ী মেসার্স নিয়োগী অটো (প্রা) লি এবং রিলায়েনল জিও ইনফোকম লিমিটেডের , নোটারিকৃত আলিপুর পুলিশ কোর্ট, কলকাতা সমীপে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ মি আড্ডা রোড বেং এইচ টি করিডর; দক্ষিণে : আড্ডা অধিকৃত জমি ; পূর্বে : আড্ডা অধিকৃত জমি; পশ্চিমে : আড্ডা অধিকৃত জমি।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
তারিখ ঃ ২১.০২.২০২৫
স্থান ঃ বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank)
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২১.১১.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা শ্রী ভিখু মিঞা এবং শ্রীমতী লালি খাতুন, বি কে পাল এভিনিউ শাখা নিকট নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৬,৬৬,৮৫০.০০ টাকা (ছয় লাখ ছেষট্টি হাজার আটশ পঞ্চাশ টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **৬,৮৯,০৮৩.০০ টাকা (ছয় লাখ উননব্বই হাজার তিরাশি টাকা) ১৭.০২.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে :
সম্পত্তির বিস্তারিত
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৬১৩১৪৯৭৯: সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৬০৬৯০৫৫৮।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক সম্পূর্ণ সিমেন্টের মেঝে দোকান ঘর নং ১২/২, একতলায়, পরিমাণ এসবিএ-২২৯.৯২ বর্গফুট, মা সারদা অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ২১/১৯, বি টি রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১১৭, খড়দহ পুরসভা অধীন, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সীমা পাঁচিল এবং চলার পথ; **দক্ষিণে :** দোকান ঘর নং ১২/১; **পূর্বে :** চলার পথ; **পশ্চিমে :** লবি এবং অন্যান্য দোকান।
তারিখ :১৭.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank)
বড়দঙ্গল শাখা, গ্রাম এবং পো. বড়দঙ্গল
বড়দঙ্গল, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৬১৭
ফোন : ৭৮১১৯৫১০৯৭, ইমেল : B864@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৪.১১.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন :
১. **মেসার্স কালীমাতা শ মিল (স্বত্বাধিকারী দিবাকর সামন্ত, পিতা - মদন সামন্ত) গ্রাম - মদনবাটি, পো - চুয়াডাঙ্গা, থানা - খানাকুল, জেলা - হুগলি (পব), পিন - ৭১২৬১৭**
২. **শ্রী দিবাকর সামন্ত (প্রয়াত), (স্বত্বাধিকারী এবং বন্ধকদাতা) আইনি উত্তরাধিকারীর মাধ্যমে,**
এ. **শ্রীমতী পদ্মা সামন্ত, স্বামী - দিবাকর সামন্ত, গ্রাম - মদনবাটি, পো - চুয়াডাঙ্গা, থানা - খানাকুল, পব, পিন - ৭১২৬১৭**
বি. **শ্রী অনুপ কুমার সামন্ত, পিতা দিবাকর সামন্ত, গ্রাম - মদনবাটি, পো - চুয়াডাঙ্গা, থানা - খানাকুল, পব, পিন - ৭১২৬১৭**
সি. **শ্রীমতী রীতা মাইতি, স্বামী - নিমাই মাইতি, গ্রাম - মদনবাটি, পো - চুয়াডাঙ্গা, থানা - খানাকুল, পব, পিন - ৭১২৬১৭**
ডি. **শ্রীমতী দীপা বাগ, স্বামী - বিজন বাগ, গ্রাম - মদনবাটি, পো - চুয়াডাঙ্গা, থানা - খানাকুল, পব, পিন - ৭১২৬১৭**
ই. **শ্রীমতী কৃষ্ণা মাইতি, স্বামী - অবনী মাইতি, গ্রাম - মদনবাটি, পো - চুয়াডাঙ্গা, থানা - খানাকুল, পব, পিন - ৭১২৬১৭**
এফ. **শ্রীমতী মিতা ভৌমিক, স্বামী - কাশীনাথ ভৌমিক, গ্রাম - মদনবাটি, পো - চুয়াডাঙ্গা, থানা - খানাকুল, পব, পিন - ৭১২৬১৭**
৩. **শ্রী প্রভাকর সামন্ত (জামিনদাতা), পিতা - মদন সামন্ত, গ্রাম - মদনবাটি, পো - চুয়াডাঙ্গা, থানা - খানাকুল, পব, পিন - ৭১২৬১৭**
বড়দঙ্গল শাখা ০৪.১১.২০২৪ তারিখের দাবি নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১০৮৭৬৫৮ টাকা (দশ লাখ সাতাশি হাজার ছশো আটান্ন টাকা) ০৪.১১.২০২৪ অনুযায়ী এবং উক্ত পরিমাণ ০৪.১১.২০২৪ তারিখ থেকে পুনরাদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১০৮৭৬৫৮ টাকা (দশ লাখ সাতাশি হাজার ছশো আটান্ন টাকা) ০৪.১১.২০২৪ অনুযায়ী এবং উক্ত পরিমাণ ০৪.১১.২০২৪ তারিখ থেকে পুনরাদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ** আদায়দান সাপেক্ষ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট জেএল নং ১০, এলআর খতিয়ান নং ১৬৯৮, দাগ নং এলআর ৬৬৪, ৬৬৬ এবং ৬৬৭, সম্পত্তির পরিমাণ ১০ শতক , অবস্থিত মহিষগোট, মৌজা : মহিষগোট, জিপি কিশোরপুর ১, থানা : খানাকুল, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২৬১৭, দলিল নং ৫৬৯৫, ১৯৮৭ সালের তারিখ ২৮/১০/১৯৮৭, সম্পত্তি দিবাকর সামন্ত, পিতা মদন সামন্ত এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী দিবাকর সামন্তর সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** শ্রী স্বদেশ মন্ডলের সম্পত্তি; **পূর্বে :** ১০ ফুট চওড়া সড়ক; **পশ্চিমে :** রবীন্দ্র পালের সম্পত্তি।
স্থান : বড়দঙ্গল, তারিখ :১৯.০২.২০২৫
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (Paschim Banga Gramin Bank) (A Government Enterprise)
হেড অফিস : নটবর পাল রোড, চ্যাটার্জি পাড়া মোড়, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া - ৭১১১০১
বর্ধমান রিজিওনাল অফিস
চৌধুরী মার্কেট, বাদামতলা, কালনা রোড, বর্ধমান - ৭১৩১০১
ফোন নং : (০৩৪২) ২৬৬২৮৯০, ২২৬৬৩৩৯৫, ২৬৬৩৪১২, ২৬৬৩৪২৫, ২৬৬৩৪৩০, ২৬৬২৯৮৭
ইমেল : burdwanro.rm@mail.pbgb.co.in
দাবি নোটিশ ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

২০০২ (২০০২ সালের আইন নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ।
যেহেতু, ব্যাংকের অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের (পরবর্তীতে আইন হিসেবে উল্লিখিত) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) অধীনে নিম্নে বর্ণিত জামিনদত্ত সম্পত্তির বিনিময়ে যা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা দ্বারা উপরে উল্লেখিত তারিখে ঋণগ্রহীতার দায় হিসাবে উল্লেখিত অর্থের প্রতি জামানত হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছে। শাখার কাছে উপলব্ধ সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড পোস্ট এডি/স্পিড পোস্ট সহ ইস্যুকৃত দাবি নোটিশ ফেরৎ এসেছে পলাতক/এমন কোনও ব্যক্তি এই ঠিকানায় থাকে না মন্তব্য সহ।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/স্বত্বাধিকারীর নাম এবং ঠিকানা	আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং রিজিওনাল অফিস-এর নাম	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	জামিনদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত
ক্রম নং	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী বিনোদ কুমার, পিতা মহেশ প্রসাদ,** **ঠিকানা :** অরবিন্দনগর, রোশনা, হিন্দুস্থান কেবলস, থানা : সালানপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩৩৫, পশ্চিমবঙ্গ। **ঠিকানা ২.** ফ্ল্যাট নং ৪এইচ, ৫মতল, জীবন ব্লক, আনন্দধারা, মরিচকোটা, আদর্শনগর (কালী মন্দিরের নিকট), ওয়ার্ড নং ২০, এএমসি অধীন, থানা : আসানসোল (উ), জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩৫৯। **জামিনদাতা : শ্রীমতি শ্রীমতি, স্বামী বিনোদ কুমার,** **ঠিকানা :** অরবিন্দনগর, রোশনা, হিন্দুস্থান কেবলস, থানা : সালানপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩৩৫, পশ্চিমবঙ্গ।	**ইথোরা শাখা বর্ধমান রিজিওনাল অফিস**	১) ০৪.০২.২০২৫ ২) **১২,৮৮,৪৪৯.০০ টাকা** (বারো লাখ অষ্টআশি হাজার চারশ উনপঞ্চাশ টাকা) **৩০.১০.২০২৪ অনুযায়ী (৩১.০৮.২০২৪ পর্যন্ত সুদ ধার্য) এ/সি নং ১১৩৩০৬১০০০৯৯৬৬ এবং ৩,২৭,২৪৩.০০ টাকা** (তিন লাখ সাতাশ হাজার দুশো তেতাল্লিশ টাকা) **৩০.১০.২০২৪ অনুযায়ী (৩০.১০.২০২৪ পর্যন্ত সুদ ধার্য) এ/সি নং ১১৩৩০৬১০০১০২৭৪**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক বসবাসের ইউনিট/ফ্ল্যাট নং ৪এইচ, পাঁচতলায়, উত্তর পশ্চিম কোনে জীবন ব্লক আনন্দধারা, কার্পেট এরিয়া ৬২৩ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া ৬৮৫ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫৬ বর্গফুট , টাইলস মেঝে এবং একটি কার পার্কিং স্পেস বেসমেন্টে উক্ত ভবনে এরিয়া ১৩৫ বর্গফুট অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত আনন্দধারা, বহুতল ভবনের মৌজা : মরিচকোটা, জেএল নং ২, ১১, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৫৯, ৯৩২, ৯৩৬, ৯৩৩, ৯৩৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৫৩, ৮১১, মহল্লা : মরিচকোটা আদর্শনগর (কালী মন্দিরের নিকট), ওয়ার্ড নং ২০, আসানসোল পুরসভা অধীন, থানা আসানসোল (উ), জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্টার আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান। সম্পত্তি বিনোদ কুমার, পিতা মহেশ প্রসাদ এর নামে। বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-২৩০৫-০১৬৯-২০২৪ সালের, তারিখ : ২৮/০২/২০২৪।

আপনাদের সকলকে এতদ্বারা উল্লিখিত তারিখের নোটিশের ৬০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত তারিখে আপনার উল্লিখিত পরিমাণের সম্পূর্ণ দায় পরিশোধ করার জন্য জানানো হচ্ছে, এতে ব্যর্থ হলে, উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে প্রযোজ্য আইন এবং রুল মোতাবেক অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জামিনদত্ত সম্পত্তির বিনিময়ে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করতে এবং সম্পত্তিগুলির সাথে যেকোন লেনদেনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উপরে উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেসি আইনের ধারা ১৩ ধারার উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে উদ্ধার করার জন্য।
তারিখ : ২১.০২.২০২৫
স্থান : বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
বর্ধমান রিজিওনাল অফিস
পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক,

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank)
জোনাল অফিস চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০৩ ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - ৪এ (রুল ৯(১) দ্রষ্টব্য) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১০.০৩.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১	**শ্রী শঙ্কর হালদার (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত বিমল হালদার, গ্রাম : ইটা চুনা-মহল্লা- দক্ষিণপাড়া, খন্যান গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো এবং থানা : পান্ডুয়া, জেলা : হুগলি, পিন কোড : ৭১২১৪৭ এবং শ্রীমতি গৌরী হালদার (জামিনদাতা) , স্বামী শঙ্কর হালদার, গ্রাম : ইটা চুনা-মহল্লা- দক্ষিণপাড়া, খন্যান গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো এবং থানা : পান্ডুয়া, জেলা : হুগলি, পিন কোড : ৭১২১৪৭। **শাখা** - চুঁচুড়া ২।	সম্পত্তি অবস্থিত জেলা : হুগলি, থানা : পান্ডুয়া, মৌজা : খন্যান, জেএল নং ১২৯, এলআর খতিয়ান নং ৪৫৩৯, আরএস দাগ নং ৪৪৭৯, এলআর দাগ নং ৩৮৬৩, সুনা জমি এরিয়া ২ কাঠা ৫ ছটাক এবং/বা ০.০৪ একর এবং ইটা চুনা খন্যান গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন এবং বর্তমানে তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন। উল্লেখ্য দলিল নং ০০৮১৩-২০১৩ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ৫১২৫ থেকে ৫১৩৪। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শঙ্কর হালদার। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : পূর্বে :** জমি দাগ নং ৩৮৬৩; **পশ্চিমে :** অন্যান্যর জমি সম্পত্তি; **উত্তরে :** অন্যান্যর ভবন; **দক্ষিণে :** ৮ ফুট পঞ্চায়েত সড়ক (কাঁচা)।	১৮,২১,২১৫.০০ টাকা (আঠার লাখ একুশ হাজার দুশো পনের টাকা) ২০.০২.২০২৫ অনুযায়ী এবং ২১.০২.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৮,৬৯,০০০ টাকা (আঠার লাখ উনসত্তর হাজার) খ) ১,৮৬,৯০০ টাকা (এক লাখ ছিয়াশি হাজার নশো টাকা) গ) ২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) IDIB50372746112 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) স্বত্ব দখলীকৃত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১০.০৩.২০২৫, সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com
দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.baanknet@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি., যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও
তারিখ : ২০.০২.২০২৫, স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

শামির পঞ্চবাণ আর গিলের সেঞ্চুরিতেই বাংলাদেশ বধ টিম ইন্ডিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের শিরদাঁড়া ভেঙে মহম্মদ শামি কাজটা এগিয়ে রেখেছিলেন, ঝকঝকে সেঞ্চুরিতে কাজ কাজটা সেরে ফেললেন তরুণ তুর্কী শুভমন গিল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশকে হারিয়ে অভিযান শুরু করল ভারত। ২১ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেটে জিতল টিম ইন্ডিয়া। বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করে তোলে ২২৮ রান। জবাবে ৪৬.৩ ওভারে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যান শুভমনরা। ১২৯ বলে ১০১ রান করে অপরাজিত ছিলেন শুভমন। এটা তাঁর অষ্টম শতরান। ইনিংসে সাজানো ছিল ৯ চার আর ২ বিশাল ছক্কা। গিলের ব্যাটে টানা দুই সেঞ্চুরি। শেষ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে সেঞ্চুরির পর দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচেই পেলেন সেঞ্চুরি। এমন ফর্মই তাঁকে আইসিসি ওয়ানডে র‌্যাঙ্কিংয়ে ১ নম্বর ব্যাটসম্যান বানিয়েছে। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিয়ে শেষটা করেন কেএল রাহুল। তিনি ৪৭ বল খেলে ৪১ রানে অপরাজিত। অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৩৬ বলে ৪১ করে আউট হন। দ্বিতীয় দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে ঠিকই ১১ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন রোহিত শর্মা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে মাইলফলক থেকে ১১ রান দূরে ছিলেন তিনি। ১১ হাজার রান করতে রোহিতের খেলতে হয়েছে ২৬১ ইনিংস। তবে কোহলি ২২২ ইনিংসেই তা ছুঁয়ে যান। সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় বর্তমানে দশে আছেন রোহিত। ২৬৯ ইনিংস খেলে ৪৯.০১ গড়ে ১১ হাজার ২৯ রান করেছেন তিনি। সেঞ্চুরি ৩২ ও ফিফটির দেখা পেয়েছেন ৫৭ বার। বিরাট কোহলি ২২, শ্রেয়স আইয়ার ১৫ ও অক্ষর প্যাটেল ৮ রানে ফেরেন। এর আগে বল হাতে ৫ উইকেট তুলে নজির গড়েন মহম্মদ শামি। ৩টি উইকেট নেন হর্ষিত রানা। অক্ষর প্যাটেল নেন ২ উইকেট। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে ২২৮ রানের বেশি তুলতে পারল না। ২ রানে ২ উইকেট হারিয়েছিল বাংলাদেশ। এরপর ৩৫ রান তুলতেই ৫ উইকেট। সামাল দেন তৌহিদ হৃদয় ও জাকের আলি। সেখান থেকেই তাঁরা স্কোর নিয়ে যান ১৮৯তে। তাতে জাকের আলি ৬৮ করেন। বাংলাদেশের ভরাডুবি সামলে সেঞ্চুরি হাঁকান তৌহিদ হৃদয়। তিনি সেঞ্চুরি করে প্যাভিলয়নে ফেরেন। শেষপর্যন্ত ২ বল আগেই থামে বাংলাদেশের ইনিংস। এই রানটাও হত না যদি না রোহিত জাকেরের লোপ্পা ক্যাচ মিস করতেন। রোহিতের ক্যাচ মিসের পর একাধিক ফিল্ডিং মিস হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। ক্যাচ ফেলেন হার্দিক, স্টাম্পের সুযোগ মিস করেন কিপার রাহুলও। ভারত প্রথম ৯ ওভারেই ৭০ রান তুলে ফেলায় রান তাড়া করার কাজটা অনেকটাই সোজা হয়ে গিয়েছিল। গোটা ইনিংসেই ভারতীয় ব্যাটারদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেননি বাংলাদেশ। জেতার ক্ষীণ একটা সুযোগ একবারই দেখা গিয়েছিল বিরাট, শ্রেয়স, অক্ষর আউট হওয়ার পর। তা অবশ্য হতে দেননি রাহুল-গিল। আগামী রবিবার দুবাইতে হাইভোল্টেজ ভারত-পাক লড়াই।

ক্রীড়া সংগঠক হিমাংশু সরকারকে বিশেষ সম্মান

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত শ্যামনগরের হিমাংশু সরকার। কিন্তু তিনি ক্রীড়াপ্রেমী, ক্রীড়া সংগঠক হিসেবেই বেশি জনপ্রিয় তাঁর এলাকায়। শ্যামনগরবাসী খেলাধুলোয় যাতে উন্নতি করতে পারে, তারজন্য সরাসরি নজর রাখেন হিমাংশু। সকলের কাছে বাপীদা বলেই পরিচিত হিমাংশু সরকার দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। স্বাধীনতার আগে থেকে শ্যামনগরের ঐতিহ্য যুগের প্রতীক ক্লাব। এই ক্লাবের দীর্ঘ এক দশকের কাছাকাছি সভাপতির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। পাশাপাশি তরুণ সংঘ ক্লাবের পরিকাঠামো উন্নয়নেও তিনি এগিয়ে এসেছিলেন সবার আগে।তাঁর উদ্যোগেই তরুণ সংঘ ক্লাবে প্রায় ৩২ লাখ টাকারও বেশি খরচ করে গড়ে উঠেছে মিনি ইন্ডোর ভলিবল কমপ্লেক্স। বসানো হয়েছে আলোও। সবুজ সংঘ ক্লাবের উন্নয়নেও হিমাংশু সরকারের অবদান অনস্বীকার্য। সম্প্রতি শ্যামনগরে সবুজ মেরুন ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির। সেখানে ব্যক্তিগত কাজে যেতে না পারলেও, ক্রীড়া অবদানের জন্য তাঁর বাড়িতে এসে সম্মান জানিয়ে যান সবুজ মেরুন ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অচিন্ত্য পোদ্দার, পিন্টু নিয়োগীরা উত্তরীয় পরিয়ে হিমাংশু সরকারকে যেমন তাঁরা সম্মান জানান, তেমনই আগামী দিনে এগিয়ে চলার জন্য শুভেচ্ছা জানান

সবুজ মেরুন ফ্যান ক্লাবের পক্ষ থেকে সম্মান জানানো হল শ্যামনগরের ক্রীড়া সংগঠক হিমাংশু সরকারকে।

লিয়োনেল মেসি আবার ত্রাতার ভূমিকায় চার ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে গোল মেসির

নিজস্ব প্রতিবেদন: লিয়োনেল মেসি আবার ত্রাতার ভূমিকায়। কঠিন পরিস্থিতিতে দলকে জিতিয়েছেন তিনি। কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে কানসাস সিটির বিরুদ্ধে ইন্টার মায়ামির হয়ে একমাত্র গোল করেছেন মেসি। চার ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ডান পায়ের শটে গোল করেছেন তিনি।

কানসাস সিটির বিরুদ্ধে খেলা হওয়ার কথা ছিল ভারতীয় সময় বুধবার ভোরে। কিন্তু খেলার দিন সেখানে ঝড়ের পূর্বাভাস ছিল। সেই কারণে খেলা ২৪ ঘণ্টা পিছিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার ভোরে হয় খেলা। কিন্তু তখনও পরিবেশ খেলা অনুকূল ছিল না। তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রত্যেক ফুটবলারকে হাতে গ্লাভস পরে খেলতে হয়। তাঁদের গলাও ঢাকা ছিল। পরিস্থিতি কঠিন থাকায় খেলতে সমস্যা হচ্ছিল ফুটবলারদের। মাঠে বল ধরে রাখতে সমস্যা হচ্ছিল। প্রথমার্ধে গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৬ মিনিটের মাথায় মাঠমাঠ থেকে একটি বল পান মেসি। বল নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন তিনি। তখন তাঁর কাছে কানসাস সিটির চার ডিফেন্ডার। তাঁরা ভেবেছিলেন মেসি বাঁ পায়ে শট মারার চেষ্টা করবেন। তিনি তা করেননি। ড্রিবল করে চার ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ডান পায়ে মাটিঘেঁষা শট মারেন। বল বাঁচাতে পারেননি কানসাস সিটির গোলরক্ষক। সেই গোলেই ম্যাচ জেতে মায়ামি।

লিগে চ্যাম্পিয়ন ইউনাইটেড স্পোর্টস, রানার্স সুজিত বসুর শ্রীভূমি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ফুটবল লিগের প্রথম ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সের নাম ঘোষণা করলো আইএফএ। প্রথম ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব ও রানার্স আপ হয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসুর শ্রীভূমি ফুটবল ক্লাব। এই ডিভিশন থেকে অবনমনের আওতায় পড়ে প্রথম ডিভিশন থেকে দ্বিতীয় ডিভিশন এ নেমে গেল ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ও চাঁদনী স্পোর্টিং ক্লাব। আইএফএর প্রিমিয়ার ও প্রথম ডিভিশন লিগ কমিটির বৈঠকে এই ঘোষণা করা হয়। কমিটির সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত, সহ সভাপতি সৌরভ পাল, স্বরূপ বিশ্বাস ও দিলীপ নারায়ন সাহা, সহ সচিব রাকেশ ঝাঁ, মহম্মদ জামাল, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি সুফল রঞ্জন গিরি ।

এমবাপের হ্যাটট্রিকে বিদায় ম্যান সিটির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘরের মাঠে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হারের পর সান্তিয়াগো বের্নাবিউতে গিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি জিতবে, এমন আশা খুব বেশি সমর্থক করেননি। তা হলও না। ঘরের মাঠে রিয়াল মাদ্রিদ ৩-১ গোলে হারাল সিটিকে। হ্যাটট্রিক করে নায়ক কিলিয়ান এমবাপে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় নিয়েছে জুভেন্টাস। দুর্বল ব্রেস্টকে সাত গোলে হারিয়েছে প্যারিস সঁ জরমঁ।

গোটা ম্যাচেই সিটির উপর দাপট দেখিয়েছে রিয়াল। সংযুক্তি সময়ে নিকো গঞ্জালেজের একমাত্র গোল ছাড়া এই ম্যাচ থেকে কোনও প্রাপ্তি নেই সিটির। চতুর্থ মিনিটেই রিয়ালকে এগিয়ে দেন এমবাপে। প্রথমার্ধেই দ্বিতীয় গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন ফরাসি ফুটবলার। রিয়ালে এসে শুরুতে ভাল খেলতে না পারলেও যত মরসুম এগোচ্ছে তত ধারালো হয়ে উঠছেন এমবাপে।

ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, তআমরা জেতার জন্য মরিয়া ছিলাম। কারণ রিয়াল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় খেলবে, এটাই যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার। তা ছাড়া রিয়াল মাদ্রিদে খারাপ খেলতে আসিনি। স্বপ্নপূরণ করা আলাদা ব্যাপার। তবে এই ক্লাবের হয়ে ভাল খেলাই লক্ষ্য।দ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ১০ ম্যাচে সাতটি গোল হল এমবাপের। সব মিলিয়ে চলতি মরসুমে ২৮টি গোল করে ফেললেন। তার মধ্যে গত ১৮টি ম্যাচে ১৮টি গোল করেছেন।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ভারতে ইলেক্ট্রিক গাড়ি নির্মাণ ও কারখানা স্থাপনে আপত্তি জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২০ ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ‘বন্ধুত্ব’, ইন্দো-মার্কিন সুসম্পর্কের চেয়ে বড় পিতৃভূমি আমেরিকার স্বার্থ। ফের বুঝিয়ে দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারতের এলন মাস্কের সংস্থা টেসলার ইলেক্ট্রিক গাড়ি নির্মাণ কারখানা স্থাপনকে মার্কিন স্বার্থে ‘অন্যায়’ আঘাত বললেন ট্রাম্প। সংবাদমাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যৌথ সাক্ষাৎকার দেন এলন মাস্ক। সেখানে ভারতে ইলেক্ট্রিক গাড়ি নির্মাণ কারখানা স্থাপন এবং কর্মী নিয়োগের কথা জানান তিনি মাস্ক। যা নিয়ে কার্যত আপত্তি জানালেন ট্রাম্প। এই মুহূর্তে পৃথিবীর একাধিক দেশের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধ চালাচ্ছে ট্রাম্প। শুল্কনীতিতে মার্কিন স্বার্থই যে সবার উপরে, সেকথা বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। একই সুরে মাস্কের ভারতে কারখানা স্থাপন নিয়ে কটাক্ষ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মাস্কের সঙ্গে যৌথ আলাপচারিতায় তিনি জনান, মোদির সঙ্গে বৈঠকে ভারতের বাজারে গাড়ির উপর বিপুল পরিমাণ শুল্ক নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন তিনি। ভবিষ্যতে দুই দেশের সঙ্গে লাভজনক বাণিজ্যচুক্তির বিষয়েও কথা হয়েছে। উল্লেখ্য, মোদির সঙ্গে বৈঠকে টেসলা কর্তা মাস্কও ভারতের শুল্কনীতির সমালোচনা করেছিলেন। ইলেক্ট্রিক গাড়ি আমদানির উপর একশ শতাংশ শুল্ক রয়েছে ভারতে। এর ফলে দেশের গাড়ি নির্মাণ সংস্থাগুলি টেসলার মতো বিপুল আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতা টিকে রয়েছে।

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গাড়ির বাজারে একশো শতাংশ আমদানি শুল্ক নিয়ে মাস্কের মতোই আপত্তি ট্রাম্পের। কারণ আমদানির শুল্ক বাঁচাতে ভারতে গাড়ি নির্মাণ কারখানা স্থাপন করছে টেসলা। এর ফলে আমেরিকার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলেই মনে করেন ট্রাম্প। তাঁর বক্তব্য, এলন মাস্কের পক্ষে ভারতে গাড়ি বিক্রি করা ‘অসম্ভব’ হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, প্রত্যেক দেশ আমাদের থেকে সুবিধা নিচ্ছে। তারা শুল্ক চাপিয়ে এই কাজ চালাচ্ছে। গাড়ি বিক্রি করা কঠিন হয়ে উঠছে। বিশেষত ভারতের মতো দেশে। এখানেই না থেমে তিনি বলেন, তিনি (এলন মাস্ক) যদি এখন ভারতে কারখানা তৈরি করেন, তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের (আমেরিকার) জন্য অন্যায়। খুব অন্যায়।

১৫ মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

আমদাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি: পাত্র-পাত্রী সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে নিজেকে দিল্লি পুলিশের আধিকারিক হিসাবে পরিচয় দিয়েছিলেন। তার পর একের পর এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সেই যুবকের বিরুদ্ধেই ১৫ জন মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। গুজরাত থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

অভিযুক্তের নাম হিমাংশু যোগেশভাই পাঞ্চাল। তিনি আমদাবাদের বাসিন্দা। পাত্র-পাত্রী সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে ভুয়ো প্রোফাইল খোলেন। সেখানে নিজেকে দিল্লি পুলিশের কর্তা বলে পরিচয় দেন। সেখান থেকে বেশ কয়েক জন মহিলার সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর। তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করেন। সেই সব মহিলাদের সঙ্গে এক এক সময়ে দেখা করতেন। তাঁদের নানারকম উপহার দিতেন। রেস্তরাঁয় নিয়ে যেতেন। এ ভাবেই সেই সব মহিলাদের বিশ্বাস অর্জন করতেন।

পুলিশ জানিয়েছে, মহিলাদের বিশ্বাস অর্জন করার পর তাঁদের বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দিতেন। আর তাঁর সেই ফাঁদে পা দেওয়া শুরু করেন মহিলারা। এ ভাবে গত আড়াই বছর ধরে ১৫ জন মহিলাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ করেছেন বলে অভিযোগ। শুধু তা-ই নয়, নানা অছিলায় ওই মহিলাদের কাছ থেকে টাকা নিতেন। এ ভাবে কয়েক লক্ষ টাকা হাতানোরও অভিযোগ উঠেছে পাঞ্চালের বিরুদ্ধে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে মুম্বইয়ের ভাসাই রোডে এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে। ধর্ষণের অভিযোগ তোলেন তিনি। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে ওই মহিলা একা নন, এ ভাবে আরও মহিলার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

E-TENDER
E- Tenders are invited by The Prodhan, Chhitka Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill & P.O- Chhitkadaspara, Nadia. **NIET No- ET- 21/ 15th CFC (Tied)/CHH/2024-25, ET- 22/15th CFC (Untied)/CHH/2024-25.** Last Date of submission-**25.02.2025 & 26.02.2025 up to 1p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Chhitka Gram Panchayat.

TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, **Karimpur-I Gram Panchayat** (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E-11/KGP-I/2024-25/Tied (2nd call).** Last date of submission **04.03.2025 up to 3p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

TENDER
E- Tenders invited by the Prodhan, **Harekrishnapur Gram Panchayat** (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Joyrampur, Nadia. **E NIT No. 04/15TH CFC/ Harekrishnapur/ 2024-25.** Last date of submission **26.02.2025 Up to 6p.m.** For details contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Harekrishnapur Gram Panchayat.

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- GARAIMARI, P.S.- Domkal,
Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIeT No: 21/2024-25
Publishing & Bid Submission Start Date: **19/02/2025 from 5.00 PM**
Bid Submission Closing Date: **26/02/2025 upto 12.00 PM**
Bid Opening Date: **28/02/2025 after 12.00 PM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- PRODHAN
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.myhmc.in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচ এম সি নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা বৈধ প্যান কার্ড,জিএসটি, পি টি,আইটিআর,ট্রেড লাইসেন্স এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ
১	প্রয়োজন অনুযায়ী আবশ্যক মতে বিভিন্ন সেক্টর/অফিসে সরবরাহ সাপেক্ষে, এইচএমসি অধীন ১ থেকে ৫০ নং ওয়ার্ডে ২০২৩-২০২৪ সালের জন্য কনজারভেন্সি বিভাগের জন্য ১৫০০ বস্তা (২৫ কেজি প্রতিটি) ব্লিচিং পাউডার আইএসআই:১০৬৫:১৯৮৯ (গ্রে-২) সরবরাহ।	নং ৩১/কনস/২৪-২৫, তারিখ ১৮/০২/২৫
২.	প্রয়োজন অনুযায়ী আবশ্যক মতে বিভিন্ন সেক্টর/অফিসে সরবরাহ সাপেক্ষে, এইচএমসি অধীন ১ থেকে ৫০ নং ওয়ার্ডে ২০২৩-২০২৪ সালের জন্য কনজারভেন্সি বিভাগের জন্য ৩০০০ বস্তা (৫০ কেজি প্রতিটি) লাইম পাউডার আইএস : ১৫৪০ (অংশ-১)-১৯৮০ সরবরাহ।	

টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ ১০.০৩.২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনুগ্রহ করে দেখুন https://wbtenders.gov.in
১৭৯(৩)/২৪-২৫
২০.০১.২৫
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পুর নিগম

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-টেন্ডার নোটিশ
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **ক্রম নং : (০১)। টেন্ডার নং : ইঞ্জি-৬১-২০২৪-২৫। কাজের নাম :** এলাউ/ ডানকুনিতে ২০০০০ এলপিএইচ আরও প্ল্যান্ট সংস্থাপন, ০২ টি রিজার্ভয়ার ট্যাঙ্ক ৫০কেএল ক্যাপাসিটির এবং আনুষঙ্গিক কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য : (টাকা) : ৯৩,৯০,০০০.০০ টাকা। বায়না জমা (টাকা) :** ১,৮৭,৮০০.০০ টাকা। **সম্পাদনের মেয়াদ :** ২৮ (আঠাশ) মাস। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ :** ০৭/০৩/২০২৫। **দ্রষ্টব্য : ১.** সম্পূর্ণ বিস্তারিত পাওয়া যাবে রেলওয়ে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এবং **www.clw.indianrailways.gov.in** থেকে। ২. যোগাযোগ নং : ৯১৬৩৩৪০২০১।
PR2/810 ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
"Like us on: www.facebook.com/clwrailways"

Tender Notice
On behalf of Brajaballavpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl No	NIT No. Scheme name & Estd Cost,	
1	Tubewell washing and repairing	NIT -60/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2025 1)at all sansad,Scheme Cost- 264714.00
2	Office infrastructure	NIT -61/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2025 1)Colour and Window,Scheme Cost- 165970.00
3	Beautification of	NIT -62/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2025 1)BMT School,Scheme Cost- 49520.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1-3 is : 01/03/20252-00 p.m.
For details Pradhan **Mob-9593018053** Up Pradhan **Mob-7407741092/ brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com**

Cosmopoliton Housing Co-operative Society Ltd.
Quotation Invited
Architect firms are hereby invited to submit their quotations for consultation, plan sanction, project supervision for G+4 storied residential building on Premises No. 01-0078 in AE, New Town, Kolkata of the Cosmopoliton Housing Co-operative Society Ltd. Quotation to be mailed within 7 days from the date of publication of this advertisement.
: Mail id : cosmopolitonnewtown@gmail.com

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No:- 13/2024-25
Memo No: 1601/GM Dated : 20.02.2025
1st Call for N.I.e.T 13/2024-25 is invited by this Municipal Authority for Supply of S.W.M. related materials at Guskara Municipality. Last date of bid submission of e-tender is on 21.03.2025 up to 12.00 Noon. For detail visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**
Sd/-
Chairman
Guskara Municipality

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo No. 1110 /GM/NIT/AMRUT 2.0 /24-25 Memo No. 1111/GM/ NIT/ AMRUT 2.0 /24-25
Dated: 19 /02 /2025 Dated: 19 /02 /2025
WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-12(e)/24-25 (2nd call) WBMAD/ULB/ GOBAR/NIT-13(e)/24-25 (2nd call) Dated. 20/02/2025 Dated. 21/02/2025
The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. Name of the work: (1) Permanent road restoration (Concrete and Bituminous) at different locations of Gobardanga Municipality Area under AMRUT 2.0. Last date of submission of Bid on **10/03/25.** For details Visit: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Chairman
GOBARDANGA MUNICIPALITY

e-Tender Notice
E Tender Notice invited by The Pradhan Deypara Gram Panchayet, Deypara, Nadia. e-Tender No. WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-14/24-25 under 15th FC Fund 2024-25 (Untied) (3rd Call) Memo No:- 075/DEY/2024-25 Date:- 20/02/2025 Last Date Of Submission 28/02/2025 at 11.00 A.M. & Technical Bid Opening Date 03/03/2025 11.00 A.M.
Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. : UKM/PWD/ 041(e)/2024-25 dt 19-02-2025. 1. Additional Construction Of Fire Pump Room, Electrical Panel Room, Cable Trench & D.G. Pedastal In Mahamaya Sishu-O-Matrimongal Kendra In Ward No-09. **Bid Submission Closing Date : 03/03/2025. e-Tender No. : UKM/PWD/042(e)/2024-25 dt 19-02-2025.** 1. Improvement of Cement Concrete Road at Arabinda Pally Offshoot in ward no-23. **Bid Submission Closing Date – 01/03/2025. For Details: - wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি
হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান
নং ঃ সিওএম/ডিইভি/ই-অকশন/পিইউ/এইচডব্লুএইচ/২০২২, তারিখ ১৮.০২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিশনে ০৩ (তিন) বছরের জন্য **বোলপুর** স্টেশনে (কম্পোজিট), **আহমদপুর** স্টেশনে (প্ল্যাটফর্ম নং ১) পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের জন্য নতুন চুক্তি প্রদান। রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং ১৪ অফ ২০২২ অনুযায়ী আলোচ্য ই-অকশন নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-০৩- আর-২৫। **ক্রঃ সঃ ও লট নং/ক্যাটিগরি; স্টেশন ঃ (১)** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-বিএইচপি-টিওআই-৫৫-২৪-১; বোলপুর (বিএইচপি)। **(২)** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-এএমপি-টিওআই- ৩৯-২৪-১; আহমদপুর (এএমপি)। **অকশনের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৩.২০২৫-এ দুপুর ১২.৩০ মিনিট।
(HWH-617/2024-25) **সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া**
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

E-TENDER NOTICE
NIT NO. - WBMAD/ULB/RSM/ 556/AMC/EGOV/24 dated 20.02.2025
E-Tenders are being invited for "Annual Maintenance Contract of Servers with Computers, laptops, printers and other peripherals with CCTV Management and Total Network System at various offices/ units under Rajpur-Sonarpur Municipality". **a) Date & Time of upload:** 21.02.2025 at 17-00 HRS. **b) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 03.03.2025 up to 12-00 HRS. **c) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 05.03.2025 after 12-05 HRS. **d) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**
S/D Dr. Pallab Kumar Das,
Chairman,
Rajpur Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
বিশদ টেন্ডার নং ঃ ০৯ডব্লুটিসিএওসিইআর ২০২৪- ২৫ (ওপেন টেন্ডার) (টু প্যাকেট সিস্টেম) ই-টেন্ডারিং, তারিখ ১৮.০২.২০২৫। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন/পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা, ৫ম তল, ১৪ স্ট্র্যান্ড রোড, নিউ কয়লা ঘাট, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত সার্ভিস কাজের জন্য ই-টেন্ডারিংয়ের প্রেক্ষিতে টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কনস্ট্রাকশন, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতার অফিসের জন্য জেনারেল কনসালটেন্ট-এর নিযুক্তির জন্য রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল (আরএফপি)। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১৬,৬৮,২৮,১০২.৯২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৯,৮৪,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৩৬ (ছত্রিশ) মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১৬.০৪.২০২৫-এ দুপুর ৩টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে সরাসরি বাতিল করা হবে। (CON-88/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/549/24-25 Dated 19.02.2025	The construction of Under Ground Pipe Line [Pipe dia=900mm(NP3)] Length - 290 m From Kabarsthan to Alir pachil in Ward no. 06 & 07.	Rs. 39,55,707.00
WBMAD/ULB/ RSM/550/24-25 Dated 19.02.2025	The construction of Under Ground Pipe Line [Pipe dia=900mm(NP3)] Length - 431 m Friends club to near H/O.Binoy Dey in ward no 02.	Rs. 58,67,433.00
WBMAD/ULB/ RSM/551/24-25 Dated 19.02.2025	Construction of Under Ground Pipe Line [Pipe dia=900mm(NP3)] Length-132 m From C5 Busstand to Tally's Nullah in Ward no. 01.	Rs. 18,44,645.00
WBMAD/ULB/ RSM/552/24-25 Dated 19.02.2025	The construction of Under Ground Pipe Line [Pipe dia=900mm(NP3)] Length - 650 m From Border of K.M.C.to Canal (Khalaram Sarani) in Ward no. 01.	Rs. 56,77,665.00
WBMAD/ULB/ RSM/553/24-25 Dated 19.02.2025	The construction of Under Ground Pipe Line [Pipe dia=900mm(NP3)] Length - 490 m From Jhantu Saha (culvert) Friends club to Kabarsthan in Ward no. 06.	Rs. 66,13,064.00
WBMAD/ULB/ RSM/554/24-25 Dated 19.02.2025	The construction of Under Ground Pipe Line [Pipe dia=900mm(NP3)] Length - 431 m near Banitirtha Sisu Vidyapith to Nabashree Bazar Auto Stand via Sitala Mandir of ward no 04	Rs. 53,27,430.00
WBMAD/ULB/ RSM/555/24-25 Dated 19.02.2025	Construction of Surface Drain At Rania 1)From H/O Sadhan Mistry To Tere Nam Shop 2) From Shoni Mandir To H/O Amina Bibi 3) From H/O Sharma Ji To Shoni Mandir 4) From Biswas Store To H/O Pika Samanta 5) Durga Villa To Hardware Store of 1st 30 Feet Road, In Ward No-35 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 29,35,553.00

Bid Submission end date: **10.03.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Office of the Executive Office
Chanditala-II Panchayat Samity
Chanditala, Hooghly
এতদ্বারা সকল ঠিকাদারদের জানানো হচ্ছে যে **NIT REF NO- 27/CH-II PS/2024-25 DT. 20.02.2025 (Tender ID-2025_ZPHD_818117_1)** তে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ জানতে **www.wbtenders.gov.in** এ LOGIN করুন বা চন্ডিতলা-২ নির্বাহী আধিকারিক অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বা/-
নির্বাহী আধিকারিক চন্ডিতলা-২ পঞ্চায়েত সমিতির

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

পাহাড়ী সান্যাল ও তাঁর শিল্প জীবন

ডাঃ শামসুল হক

পাহাড়ী অঞ্চলে জন্ম তাঁর। তাই তিনি পাহাড়ী সান্যাল। পিতৃদত্ত নাম কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সান্যাল। তবে তাঁর সেই নামটার সঙ্গে পরিচিত নন অনেকেই। সিনেমা জগতের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত থাকা সকলেই তাঁকে চেনেন পাহাড়ী সান্যাল নামেই। আর সেই নামকরণের মধ্যে লুকিয়ে আছে অত্যন্ত মজাদার একটা ঘটনাও ।

১৯০৬ সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি জন্ম তাঁর দার্জিলিং শহরের কাছাকাছি সুউচ্চ এক শৃঙ্গে। তাঁদের আদি নিবাস অবশ্য ছিল নবদ্বীপে। তাই একেবারে ছেলেবেলা থেকেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি তাঁর ছিল আলাদা একটা আকর্ষণও। নিজস্ব অভিনয় জীবনে সেই চরিত্রে অভিনয় ও করেছিলেন তিনি। কুড়িয়েছিলেন প্রচুর সুনামও। অবশ্য তখন শুধুমাত্র মহাপ্রভুর চরিত্রেই তিনি অভিনয় করেননি। জীবনের বিভিন্ন সময়ে কেদার রায়, বিদ্যাসাগর, গিরিশচন্দ্র এঁদের নিয়ে তৈরি সিনেমাতেও নাম ভূমিকায় অতি সফলতার সঙ্গেই অভিনয়ও করেছিলেন তিনি। বস্তুত সেইভাবেই শুরু হয়েছিল তাঁর চলচ্চিত্র জীবন এবং তারপর নানান চরিত্রে অভিনয় করেই খ্যাতির একেবারে শীর্ষাদেশে আরোহণ করাও সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

মাত্র দেড় বছর বয়সেই তিনি হারান তাঁর মাকে। আর পিতৃহারা হন দশ বছর বয়সে। অতঃপর বড় দাদার তত্ত্বাবধানেই বড় হতে থাকেন তিনি। স্কুল পর্বের পড়াশোনার পর চলে যান লক্ষ্ণৌ শহরে। ভর্তি হন সেখানকার বিকানি পলিটেকনিক কলেজে। তারপর আবার ভর্তি হন মেরিস কলেজ অব হিন্দুস্থানী মিউজিকেও । আসলে তাঁর বাবা ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত শিল্পী। সেনা বিভাগে চাকরি করতে করতেই সঙ্গীত সাধনাও

করতেন তিনি। তাই বাবার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরেই সঙ্গীত জগতের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন তিনিও। ১৯৩৩ সালে সাতাশ বছর বয়সে লক্ষ্ণৌ ছেড়ে তিনি পা রাখেন কলকাতার মাটিতে । নতুন শহরে একা একা প্রায় উদভ্রান্তের মতোই কেটে গিয়েছিল তাঁর বেশ কয়েকটা মাসও। তারপর একসময় হঠাৎ হঠাৎই হাজির হন নিউ থিয়েটার্সের দরজায়। দেখা করেন সেখানকার কর্মকর্তাদের সঙ্গেও।

ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নির্বাচিতও হন। তারপর যোগ দেন অভিনয়ের কাজেও। প্রথম ছবির নাম মীরাবাঈ। অসাধারণ অভিনয় দক্ষতার গুণে তিনি জয় করে নেন সকলের মনও। আর তারপর তাঁকে আর কখন ই পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক পেয়ে যান সুযোগও। নানান ধরণের সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক চরিত্রে অভিনয় করে পুরো চলচ্চিত্র জগতটাকে মাতিয়েও তোলেন।

তারপর চর্তুদিক থেকেই তাঁর ডাক আসতে থাকে। টলিউডের বৃত্ত ভেদ করে বলিউডের দিকেও ছুটতে থাকে তাঁর রথের চাকা। সেখানকার প্রযোজক এবং পরিচালকরাও তাঁর প্রতি বিশেষ আগ্ হ প্রকাশ করেন। তাঁকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর ও করান। তারপর পুরোপুরিভাবে নেমে পড়েন হিন্দী সিনেমার জগতেও। অল্প দিনের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ও হয়ে ওঠেন।

বহু ভাষায় প্রতি ছিল তাঁর বিশাল দখল ও । নিজস্ব মাতৃভাষা ছাড়াও তাঁর দখলে ছিল হিন্দী, উর্দু, ফারসি এবং ইংরেজীও। তাই সিনেমা, গান অথবা সাংস্কৃতিক জগত, সর্বত্রই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ।

লক্ষ্ণৌ শহরে সঙ্গীত জগতের সঙ্গে তিনি যখন পুরোপুরিভাবে বিভোর হয়ে ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কবি অতুলপ্রসাদ সেনের। তখন কবিও থাকতেন সেখানেই। তিনি ছিলেন সেখানকার একজন নামজাদা উকিলও। বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ করার পর লক্ষ্ণৌ আদালতেই আইন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। একদিন তাঁর সঙ্গে পাহাড়ি সান্যালের পরিচয়ও হয়। বয়সে পাহাড়ি অবশ্য তাঁর থেকে তেত্রিশ বছরের ছোট। কিন্তু তাতে কোন বাধা আসেনি। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী হেমকুসুম দেবী দুজনেই ভালবাসতেন তাঁকে। আর তাঁদের সান্নিধ্যে এসে গানের জগতটাই পাহাড়ি সান্যালের জীবনে এমনই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে সেইসময় গান ছাড়া তিনি অন্য আর কিছু বুঝতেনও না। সেইভাবে কেটে যাচ্ছিল পাহাড়ি সান্যালের লক্ষ্ণৌ এর দিনগুলো। কিন্তু তারপরই ওলটপালট হয়ে যায় সবকিছুই। চলে আসেন কলকাতায়। আচমকাই প্রবেশ করেন চলচ্চিত্র জগতে। প্রথমে কলকাতা, তারপর মুম্বাই। উভয় জায়গাতেই অসামান্য অভিনয় এবং নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার দৌলতে খ্যাতির শীর্ষাদেশে আরোহণ করতে তাঁর খুব বেশি সময়ও লাগেনি। আর ঠিক সেইসময় নবাগত শিল্পীর নতুন জীবনটাই বোধহয় ভুলিয়েও দিয়েছিল তাঁর সঙ্গীত জীবনের কথাও। কারণ চলচ্চিত্র জগতটাকেই তখন তিনি বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন হিসেবেই বেছে নিয়েছিলেন। তারপর সেইভাবেই কেটে যাচ্ছিল তাঁর দিনরাত্রি। অভিনয় জগতে থাকতে থাকতেই একসময় তিনি ভীষণ ক্লান্ত হয়েও পড়েছিলেন। শেষের দিকে আবার শরীরটাও তেমন ভালো যাচ্ছিল না। তখন তিনি ছিলেন মুম্বাই। ১৯৭৩ সালে চলে আসেন কলকাতায়। সিনেমা ছেড়ে এবার ঝুঁকে পড়েন মঞ্চাভিনয়ের দিকে। বিশ্বরূপা থিয়েটার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাও বলেন। তারপর অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধও হন।

বিশ্বরূপায় আসামি হাজির নাটকে অভিনয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুতও করেন। নামী অভিনেতা তিনি। সুতরাং জগত বদলালেও নিজস্ব জৌলুস কিন্তু বদনায়নি। তাই সিনেমার মতো মঞ্চেও সফল তিনি। একের পর এক রজনী অতিক্রান্ত হয়, আর দিকে ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ি সান্যালের নাম।

সেইভাবেই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ ই ঘটে অঘটন। আসে সেই অভিশপ্ত ৯ই ফেব্রুয়ারি। সেদিন মঞ্চে অভিনয় করতে করতেই বুকে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। কিন্তু সেইসময় কাকেও কিছু বুঝতে দেননি। অভিনয় শেষে বাড়ি ফিরে আসেন। শরীরের টালমাটাল অবস্থা তখনও ছিল। তাই বাড়ির বাথরুমে পড়ে যান তিনি। অজ্ঞানও হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎস জানান সেরিব্রাল স্ট্রোক।

অনেক চেষ্টা করেও চিকিৎসকরা তাঁকে বাঁচতে পারেননি। পরদিন ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ এই পৃথিবী ছেড়ে চিরবিদায় নেন তিনি। এই বৎসর তাঁর একশত উনিশতম জন্মবার্ষিকী। তাই ২২ শে ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্মদিনটার কথা মনে রেখেই আমারা যেন তাঁকে স্মরণ করতে পারি এবং জানাতে পারি উপযুক্ত সম্মানও।

এই রাত তোমার আমার

একটি গার্হস্থ্য নির্ভর নির্ভেজাল বাণিজ্যিক ছবি

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

বিবাহিত অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনের বয়স ক্রমাগত বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যায় সম্পর্কটাও। যুব বয়সের ফেলে আসা দাম্পত্য জীবনের কাটানো মুহূর্তগুলি তখন ফ্রেমে বন্দি মুহূর্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে বাস্তবিক পক্ষে কতটা টান থাকলে দাম্পত্য জীবনের অর্ধেকটা অতিক্রম করে যাওয়ার পরও স্বামী স্ত্রীর দুজনের দুজনের প্রতি একই রকমের টান থাকে সেটা বোধহয় সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত এই রাত তোমার আমারদ সিনেমায় স্বচ্ছ ভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এই দাম্পত্য জীবনের ছবিটিতে স্বামী ও স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কিংবদন্তি অঞ্জন দত্ত এবং অপর্ণা সেন। দাম্পত্য জীবনের বয়স বৃদ্ধি পেলেও উভয় পক্ষের মধ্যে টান থাকলে বিবাহিত জীবনের ৫০ টা বছরও যে হাসি কান্নার খেলায় মধ্যে দিয়ে একে অপরের প্রতি খেয়াল ভালোবাসায় অতিবাহিত করা যায় সেটার এক জলজ্যান্ত উদাহরণ হল এই ছবিটি।

সারাটা জীবন একসাথে একই বাড়িতে থাকার পরেও বহু না বলা কথা মনের গহীন অন্তরালে জমাট বেঁধে থাকে। সেই কথাগুলি মনের ভেতর তৈরি করে মান অভিমানের কঠিন প্রস্তর। বাহ্যিক দিক থেকে দেখলে সেই কাঠিন্য মনে হবে ভেদ করা অসম্ভব। কিন্তু ভেতরের মান অভিমানের পালা কথোপকথনের মাধ্যমে মিটে গেলেই অনায়াসেই অন্যের কাছে ধরা দিয়ে ফেলে। তারপর জীবনপাট অস্তাচলে যাওয়ার পূর্বে কোনও এক রাতে যদি আচম্বিতেই মন বলে ওঠে, আজ সব কথা বলা দরকার। নইলে এতগুলো বছরের সংসার জীবনে শঠতা হবে। এবং সেই রাতেই যদি মনের সমস্ত কথোপকথন সঙ্গীর কাছে উজাড় করে দেওয়া যায়, উলঙ্গ করে দেওয়া যায় সমস্ত মনটাকে তবে কেমন হয়? ঠিক এহেন এক রজনী যাপনের কাহিনি 'এই রাত তোমার আমার'। বৃদ্ধ বয়সে কনযুগল লাইফ এর কাঠামো ঠিক কেমন হয়? সেটা আপনারা এই সিনেমার মাধ্যমে জানতে পারবেন। বলাই বাহুল্য এই সিনেমার গল্পের সঙ্গে অনেকেই বাস্তবের জীবনযাপনের নানান সাদৃশ্য খুঁজে পাবেন।

পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় কেবল একজন সফল অভিনেতা নন পাশাপাশি তিনি সফল পরিচালক হিসেবেও নিজেকে প্রমাণ করে দিলেন। এর আগে তিনি কমেডি, হরর, থ্রিলার, এই সমস্ত কয়েকটি সিনেমার পরিচালনা করলেও এবারের তার কাছে সম্পূর্ণ প্রেম বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সের দাম্পত্য জীবনের প্রেমকে দর্শকের সামনে তুলে ধরার চ্যালেঞ্জটা তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং দক্ষতার সাথে অতিক্রম করেছেন।

৫০ তম বিবাহ বার্ষিকীর রাতকে কেন্দ্র করেই 'এই রাত তোমার আমার' সিনেমার গল্প আবর্তিত হয়েছে। গল্পটা যে খুব একটা অচেনা তেমনও নয়, কিন্তু গল্পের মধ্যে যে সুন্দর প্রস্ফুটিত হওয়ার ভঙ্গি রয়েছে, যে সুন্দর মাত্রায় অনন্য ভাবে গল্পটির রূপায়িত হয়েছে তার কৃতিত্ব পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের তো কাম্যই এবং সেই সঙ্গে কাম্য অঞ্জন দত্ত এবং অপর্ণা সেনেরও। ছবিটিতে অঞ্জন দত্ত ডুয়ার্সের চা বাগানে শেষ বয়সে ব্যবসা নিয়ে ধুঁকতে থাকা ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করেছে। তিনি তার ক্যানসার আক্রান্ত স্ত্রীয়ের চিকিৎসার জন্য দৌড়োদৌড়ি করছেন। তাদের একমাত্র ছেলে কর্মসূত্রে বাইরে থাকে। কাজ-কেরিয়ার নিয়ে

বাবা-ছেলের মধ্যে মান-অভিমান পাহাড়সম এবং সুউচ্চ। এই প্লট গুলিকে প্রত্যেকটি ধরে ধরে সমান্তরাল স্তরে অত্যন্ত নিপুণ হাতে এবং দক্ষতার সঙ্গে বুনন করেছেন স্বয়ং পরমব্রত। অঞ্জন দত্তের কর্কটরোগ আক্রান্ত স্ত্রীর ভূমিকায় অপর্ণা সেন যথাযথ এবং পরিণত অভিনয় করেছেন। অঞ্জন দত্ত ও তার চরিত্রে অসাধারণ এবং সাবলীল। প্রবাদপ্রতিম এই দুই অভিনেতা অভিনেত্রীর চরিত্র এই সিনেমায়

এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে একটি বারের জন্যও মনে হবে না যে সংলাপ বলার ক্ষেত্রে অথবা চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে কোন ভনিতা তৈরি হচ্ছে এখানে। তাদের ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন স্বয়ং পরিচালক অর্থাৎ পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় নিজে এবং তারও অভিনয় একেবারে এই দুই প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয়ের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে। গল্পটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের এবং কেবলমাত্র একটি রাতকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে। তবে স্বল্প দৈর্ঘ্যের হলেও একটি রাতের যাবতীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং চরিত্রগুলির বাস্তবায়ন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় নিজে হাতে করেছে এবং অসামান্য পরিচালক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের গল্পের অন্তিমে এমনকি একটি সুন্দর ছোট মোচড়ও রেখেছেন পরিচালক যেটা দর্শকদের আরো মনোমোহিত করেছে। স্ক্রিনপ্লে বা চিত্রনাট্য একেবারে সুন্দর এবং সাবলীল। কোথাও একটু বিরক্তি লাগবে না দর্শকদের। অঞ্জন দত্ত এবং অপর্ণা সেন দুজনেই একেবারে যাকে বলে বাঘা অভিনেতা হিসেবে এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের সিনেমাটিকে সম্পূর্ণ নিজের দখলে রেখেছে এবং দর্শককে একটুও খেই হারিয়ে ফেলতে দেয়নি। যেটা এই দুই সেরা অভিনেতার মাস্টার্সস্টোক। বলাই বাহুল্য পরমব্রত যে একজন দক্ষ পরিচালক হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ তার এই দুই অভিনেতা নির্বাচন।বৃদ্ধ বয়সে এসেও অপর্ণা সেন এবং অঞ্জন দত্ত যে তাদের এ ধরনের অভিনয় দর্শকদের উপহার দেবে সেটা হলে গিয়ে দর্শকরা উপলব্ধি করতে পারছে। সিনেমাটি মুক্তির আগেও পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ভাবেনি যে সিনেমাটি এত উচ্চ প্রশংসিত হবে এবং সাফল্যের মুখ দেখবে। সিনেমাটির উচ্চ সাফল্য পরিচালক তথা অভিনেতা অভিনেত্রীর মনে আত্মতৃপ্তি নিয়ে এসেছে এবং তাদের মনে জুগিয়েছে ভবিষ্যতে আরো ভালোভাবে কাজ করে যাওয়ার আগ্রহ। অপর্ণা সেন এবং অঞ্জন দত্ত দুজনেরই মধ্যে তাদের ব্যক্তি চরিত্রের মূল ধারাগুলি হল তারা দুজনেই প্রচন্ড মিশুকে, আড্ডাবাজ, গল্প করতে ভালোবাসেন, দুজনেই সিনেমা শিল্প নিয়ে সমানভাবে বিস্তর পড়াশোনা করে গেছেন। তাদের দেখলেই বোঝা যায় যে সিনেমা নিয়ে তাদের জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য অগাধ। এই চারিত্রিক মূল ধারাগুলি পরমব্রতকে এই ছবিটি পরিচালনা করতে অনেকটা সহায়তা করেছে। এই ছবিতে অঞ্জন দত্তের নাম অমর এবং অপর্ণা সেন এর নাম জয়িতা। তাদের পুত্র হিসেবে পরমব্রত যে চরিত্রে অভিনয় করেছে তার নাম জয়। জয় বিবাহিত এবং তার সন্তান আছে। ছবিটিতে জয়ের চরিত্রে শেষে পরমব্রতর পারফরমেন্স অপূর্ব অতুলনীয়। একটা চরিত্রকে কিভাবে ভেঙে তার প্রতিটা ধাপ নিজের মধ্যে আত্মস্থ করতে হয় সেটা বোধহয় অঞ্জন দত্তর কাছ থেকে এই ছবিতে অনেকটাই পেয়েছেন দর্শক। অপর্ণা সেন এবং অঞ্জন দত্তের ডুয়েটে ছবিটি হয়ে উঠেছে জমজমাট এবং প্রাণবন্ত। তএই রাত তোমার আমারদ ছবিটির মূল আকর্ষণীয় দিক হলো এই ছবিতে শুধুমাত্র দুটি ঘরের শুটিং হয়েছে। একটি বাড়ির মাত্র দুটি ঘরকে নিয়েই গোটা সিনেমাটি। সেই দুটি ঘরের বদ্ধতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে দুজন বয়স্ক দাম্পত্য জীবনের সঙ্গী দুটি মানুষের মনের অবদ্ধতা। সব মিলিয়ে বলা চলে এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের এবং হাতেগোনা কয়েকটি চরিত্রের খুঁটি প্রতিস্থাপন করে পরিচালক তথা অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় যে ছবিটি আমাদের উপহার দিয়েছেন সেটা একেবারে অভূতপূর্ব।

ফের প্রতিপক্ষ দেব ও শুভশ্রী

ফের প্রতিপক্ষ হয়ে পর্দায় হাজির হতে চলেছেন টলিউডের বহু চর্চিত জুটি দেব ও শুভশ্রী। কিছুদিন আগেই একসঙ্গে মুক্তি পায় দেব অভিনীত 'খাদান' এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় অভিনীত 'সন্তান'। এই দুই ছবি নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। ছবি মুক্তির মাধ্যমে এর আগে মুখোমুখি হলেও এবার একটু অন্যভাবেই একে অপরের প্রতিপক্ষ হতে চলেছেন দেব-শুভশ্রী। সঙ্গে আবার ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও আবির চট্টোপাধ্যায়। আসল ব্যাপারটা কী?

এবার আর বড়পর্দায় নয় বরং ছোটপর্দায় প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখা যেতে চলেছে তাঁদের। একজনকে জি বাংলার পর্দায় এবং অন্যজনকে স্টার জলসার পর্দায়। জি বাংলা সোনার সংসার এবং স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ড নিয়ে দর্শকের উত্তেজনা এখন তুঙ্গে। দুই চ্যানেলে একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত দুই অনুষ্ঠান। যেখানে প্রিয় জুটিদের পাশাপাশি একাধিক প্রিয় তারকাকে একসঙ্গে দেখতে পান দর্শক। শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় এবং আবির চট্টোপাধ্যায়। অন্যদিকে স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডে সঞ্চালনার দায়িত্বে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং বিশেষ পারফরম্যান্স করবেন দেব। কোন অনুষ্ঠান বেশি জাঁকজমকপূর্ণ হয়, তা দেখার অপেক্ষাতেই রয়েছেন দর্শক মহল।

'সলমন-অভিষেক একসঙ্গে মদ্যপান করতেন', ঐশ্বর্যর প্রাক্তন ও বর্তমানের ব্যক্তিগত মুহূর্ত নিয়ে কে মুখ খুললেন আকিল

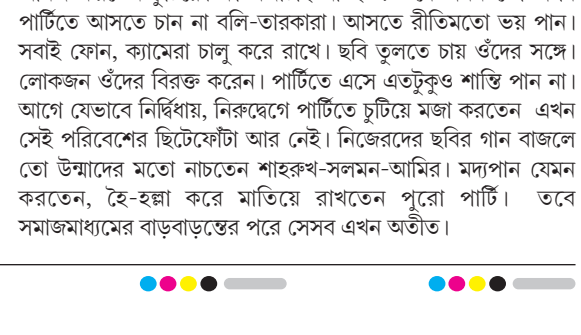

সলমন খান এবং অভিষেক বচ্চনকে কতবার প্রকাশ্যে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে, তা হাতে গুনে বলে দেওয়ায় যায়। কেন তাঁদের একসঙ্গে দেখা যায় না সেকথা বোঝার জন্য কোনও কঠিন উপপাদ্য প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। তবে একটা সময়ে কিন্তু তাঁরা দু'জনে একইসঙ্গে বসে মদ্যপান করতেন, হৈ-হল্লাও পাকাতেন! সেইসব পার্টিতে নাকি দেখা যেত অমিতাভ বচ্চনকেও। কি অবিশ্বাস্য লাগছে? এমনটাই দাবি করলেন জনতামহলের পাশাপাশি বলিপাড়ার তারকমহলেও সমান জনপ্রিয় ডিজে আকিল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলিউডের পার্টির এমন নানা অজানা কথা প্রকাশ্যে এনেছেন ডিজে আকিল। জানালেন, যখন সমাজমাধ্যমের রমরমা ছিল না তখন চুটিয়ে এইসব বলি-পার্টিতে আনন্দে মাতোয়ারা হতেন তাবড় তাবড় বলি-তারকারা। একসঙ্গে মদ্যপান করার পাশাপাশি ভাগ করে খাবার খেতেন। ডান্স ফ্লোরে নাচতেনও! আরও বললেন, একটা সময়ে বলিউডের নানান পার্টিতে একই ছাদের তলায় মদ্যপানে মজতেন সলমন-অভিষেক। সেসব পার্টিতে বলিউডের তাবড় তাবড় তারকা আসতেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফরদিন খান, জন আব্রাহাম, হৃতিক রোশন, ডিনো মোরিয়া-সহ আরও অনেকে। সিনিয়র ও জুনিয়র দুই বচ্চনই একসঙ্গে পার্টি করতেন মনে আছে। তখনও এসব কোনও ক্যামেরার রমরমা ছিল না। ওঁরা আসতেন, মদ্যপান করতেন, আনন্দ করতেন চুটিয়ে। কী মজাটাই না হত! তবে এখন তো এসব পার্টিতে আসতে চান না বলি-তারকারা। আসতে রীতিমতো ভয় পান। সবাই ফোন, ক্যামেরা চালু করে রাখে। ছবি তুলতে চায় ওঁদের সঙ্গে। লোকজন ওঁদের বিরক্ত করেন। পার্টিতে এসে এতটুকুও শান্তি পান না। আগে যেভাবে নির্দ্বিধায়, নিরুদ্বেগে পার্টিতে চুটিয়ে মজা করতেন এখন সেই পরিবেশের ছিটেফোঁটা আর নেই। নিজেরদের ছবির গান বাজলে তো উন্মাদের মতো নাচতেন শাহরুখ-সলমন-আমির। মদ্যপান যেমন করতেন, হৈ-হল্লা করে মাতিয়ে রাখতেন পুরো পার্টি। তবে সমাজমাধ্যমের বাড়বাড়ন্তের পরে সেসব এখন অতীত।